শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকম্

শ্রীমৎ রামানন্দ রায়েন

নির্ম্মিতম্

শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণেন্

বঙ্গভাষয়া অনূদিতম্

বৈষ্ণব-জন-কিঙ্কর ভক্তিভূষণ

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রামস্য

সম্পূর্ণানুকুল্যেন

শ্রীমৎ লোচনদাসকৃত পদাবলীসহ

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটতঃ

প্রকাশিতম্।

মূল্য ১৷৷৹ এক টাকা আট আনা

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দ-পরায়ণ শ্রীমৎ বিহারীলাল রায় মহোদয়ের নাম বৈষ্ণব সজ্জনগণের সুবিদিত। বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য ইনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ পরমসুহৃদ্ শ্রীধামপ্রাপ্ত ৺বিপিনবিহারী গোস্বামি মহোদয়ের হস্তে ইনি বহু অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত করাইয়া ছিলেন। আমাকেও তাদৃশ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া সাধন কণিকা, নীলাচলে ব্রজমাধুরী ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী গ্রন্থ-প্রণয়নের সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য করেন; স্বয়ং বহু সদ্গ্রন্থ বিশেষতঃ বহুল বৈষ্ণব শাস্ত্র ক্রয় করিয়া ছিলেন। এখন সর্ব্বসাধারণের পাঠার্থ গ্রন্থাধার সহ সেই সকল গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং অধুনা ভজনানন্দে দিন যাপন করিতেছেন। ইঁহার আর্থিক অবস্থা কখনই সুচারু ছিল না। ইনি অতি অল্প বেতনে চাকুরী করিতেন, তদর্জ্জিত অর্থ নানাবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন। ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়নে সাহায্য করা তন্মধ্যে প্রধান। গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ সাধু জীবন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনের শেষ ভাগেও ইহার সেই বাসনার হ্রাস হয় নাই

সংপ্রতি শ্রীপাদ রায় রামানন্দের প্রণীত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের এক খানি অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিতে ইনি আমায় অনুরোধ করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীধামে শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরে ব্রজরসমাধুর্য্যপূর্ণ যে পাঁচ খানি গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন, তন্মধ্যে এই নাটক-গীতিও এক খানি। এই নাটকের এইরূপ প্রসিদ্ধির জন্যই ভজনানন্দপরায়ণ শ্রীল রায়মহোদয় ইহার অপেক্ষাকৃত ভাল আরও একখানি সংস্করণের প্রচার-সন্দর্শনে অভিলাষ প্রকাশ করেন,—এমন কি তাঁহার এই আর্থিক অসচ্ছলতায়

দিনেও এই গ্রন্থ-মুদ্রণের ব্যয়ের জন্য অনেক পরিমাণ অর্থও আমার হস্তে অর্পণ করেন। তিনি আমার আন্তরিক স্নেহ-প্রীতির পাত্র। আমি তাঁহার অভিলাষ-পূরণ-কার্য্য-সম্পাদনের অযোগ্য হইলেও তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে অগত্যা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন ভগবদিচ্ছায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইলেই আমি আমায় কৃতার্থ মনে করিব।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে মদীয় পরম প্রীতিভাজন ভক্ত-প্রবর শ্রীমৎ রামমহোদয়ের পরম পূজনীয়া জননীতুল্যা স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পবিত্র পুণ্য-স্মৃতি এই গ্রন্থের সহিত বিজড়িত রাখা হইল। ইঁহার পরমারাধ্যা জননীদেবীর পরলোক-গমনের সময় হইতেই এই স্নেহ-ময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্নেহে, দয়ায়, সুযত্নে ও সেবায় পূর্ণরূপে ইঁহার জননীর স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধা হইলেও দারাপত্যবিহীন রুগ্ন, কনিষ্ঠ সহোদরকে মাতার মত স্নেহে যত্নে সেবা করিতেন। তিনি এখন গোলোকগতা। শ্রীমৎ রাম মহোদয় কিন্তু এখনও তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া নয়নজল সম্বরণ করিতে পারেন না। আমি তাঁহারই ভক্তিময় আত্মার প্রীত্যর্থে তাঁহারই পবিত্র নামে এই গ্রন্থ সমর্পণ করিলাম। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। ভক্ত পাঠকগণ এই গ্রন্থ-অধ্যয়ন-কালে যেন সেই স্নেহময়ী পুণ্যচরিতা মহিয়সী মহিলার আত্মার কল্যাণার্থ শ্রীভগবৎ-সমীপে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করেন, ইহাই আমার আন্তরিক নিবেদন।

১৩৩৫ সাল।
শ্রীপঞ্চমী।

শ্রীরসিক মোহন শর্ম্মা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

শ্রীকৃষ্ণ	নায়ক।
শ্রীরাধা	নায়িকা।
বিদূষক	শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা মধুমঙ্গল।
মাধবিকা, শশীমুখী অশোকমঞ্জরী মদনমঞ্জরী	শ্রীরাধার প্রিয়সখী।
মদনিকা	পৌর্ণমাসী।
বনদেবতা	বৃন্দা।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকম্

প্রথমাঙ্কঃ

স্বরাঙ্কিত-বিপঞ্চিকা-মুরজবেণু-সঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গ-তনুবল্লরী-বলিত-বল্গু-হাসোল্বণম্ ।
বয়স্য-করতালিকা-রণিত-নূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারিনটনং সদা দিশতু শর্ম্ম লোকত্রয়ে ॥ ১ ॥

কাব্য গ্রন্থের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ-নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ-শিষ্টাচার-চির প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদগ্রন্থকার নাটক লিখায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দের নটন-বর্ণনা দ্বারা আশীর্ব্বচন প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীমন্মুরারির নৃত্য ত্রিজগতে মঙ্গল বিস্তার করুন। এই নৃত্য কেবল নৃত্য নহে ইহা বিবিধ সুস্বরসংযুক্ত বেণুবীণা মুরজ বাদ্যসম্বলিত ; ইহার উপরে, নর্ত্তকের ত্রিভঙ্গ অঙ্গলতিকার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য—নিজের হাস্যে অথবা গোপীগণের হাস্যে আরও শোভা সৌষ্ঠবময়। ইহারও উপরে, বয়স্য গণের করতালিকায় ও নিনাদিত নূপুর ধ্বনিতে সে নৃত্য অধিকতর সমুজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। ১ *

* বহুব্যাপার-সংঘট্ট-সমাবেশ—নাটক-রচনার একটি বিশিষ্ট গুণ। সুনিপুণ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ পদ্যেই উহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমন্মুরারির নর্ত্তনে যে বহুব্যাপার আছে তাহা এস্থলে অতি সুন্দররূপে

শ্রীল লোচন দাস অতীব সুমধুর পদে এই সুবিস্তৃত গ্রন্থের বহুস্থলের ভাবার্ণময় সরস ও সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ।

সুমধুর কণ্ঠস্বর, তাহে যুক্ত বীণারব,
মৃদঙ্গ বেণুর গীত বাথে।
তার মধ্যে নাচে হরি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি,
গোপীগণ চিত্ত আহ্লাদিতে॥
অধরে ঈষৎ হাস, দশদিক পরকাশ,
অরুণ কমল দুটি আঁখি।
অলকা আবৃত ভাল, যেমত নক্ষত্র জাল,
তার সহ মুখশশী দেখি॥

প্রদর্শিত হইয়াছে। বেণুবীণা ও মুরজ বাজিতেছে, তাহাতে বিবিধ স্বরের খেলা বিরাজমান। নর্ত্তক তাঁহার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাময় অঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন, সে নৃত্য তাঁহার নিজের মনোহর হাস্যে অথবা গোপিকাগণের মধুরহাস্যে ফুটিয়া উঠিতেছেন, বয়স্যগণ করতালি দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন,—এই সকল ব্যাপার-বিজড়িত শ্রীমুরারির নৃত্যই মঙ্গলাচরণে আশীর্ব্বাদশ্লোকসূচক পদ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে। মুরারি পদ দ্বারা নায়কের বীরত্ব অথবা সৌন্দর্য্য এই দুই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। মুর শব্দের একটী অর্থ মুর নামক দৈত্য; ইনি তাহার হন্তা; অথবা মুর শব্দের অর্থ কুৎসিত,—যিনি কুৎসিততার নাশকরূপে বিরাজমান, তিনিই মুরারি অর্থাৎ চির সুন্দর। নায়কের ইহা বিশিষ্ট গুণ। এই পদ্যের ছন্দের নাম পৃথ্বী॥ ১॥

অপিচ,—স্মিতং নু ন সিতদ্যুতিস্তরলমক্ষি নাম্ভোরুহং

শ্রুতির্ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্য মৌর্ব্বীলতা।

মুকুন্দমুখমণ্ডলে রভস-মুগ্ধ-গোপাঙ্গনা-

দৃগঞ্চলভবো ভ্রমঃ শুভশতায় তে কল্পতাম্॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য-বর্ণন পূর্ব্ব মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় পদ্য। উহার বঙ্গানুবাদ এই—"সখি, মুকুন্দ-মুখ-মণ্ডলে অই যে হাস দেখিতেছ, উহাতো হাসি নয়, যেন স্বয়ং চন্দ্র,—অই যে চঞ্চল নয়ন দেখিতেছ, উহা তো নয়ন নয়, উহা ঠিক তরঙ্গায়িত পদ্মপলাশ, অই যে কর্ণ দেখিতেছ, উহাতো কর্ণ নয়, উহা জগৎজয়ের জন্য মনসিজের ধনুর্গুণ,—প্রেম-রস-মুগ্ধা গোপীগণের নয়নাঞ্চলোদ্ভব এইরূপ যে ভ্রম পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আপনাদের শত শত কল্যাণ বিস্তার করুন।২॥*

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

চূড়ায় ময়ূরের পাখা, তাহে শোভে ইন্দ্ররেখা,

চূড়া বেড়া নানা ফুলদাম।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে মুকুতার মালে,

বল্লীজিত তনু অনুপম॥

নব নব সখী মেলি, দেই সবে করতালি,

নূপুরে পঞ্চম স্বর গায়।

এমত মুরারি নৃত্য, ত্রিজগৎ আহ্লাদিত,

লোচন দেখিবে কবে তায়॥ ১

---

* এই পদ্যটি ভ্রান্ত-অপহ্নুতি অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ। অপহ্নুতি অলঙ্কার ছয় প্রকার। যথা—শুদ্ধ, হেতু, পর্য্যস্ত, ভ্রান্ত, ছেক,

অপিচ, কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশামুন্তাবয়ন্নির্ভরং
চেতঃ-কৈরব-কাননানি যমিনামত্যন্তমুল্লাসয়ন্।
রক্ষঃ-কোককুলানি শোকবিকলান্যেকান্তমাকল্পয়ন্
আনন্দং বিতনোতু বো মধুরিপোর্বক্ত্রাপদেশঃ শশী ॥৩॥

শ্রীমধুসূদনের মুখ-শশী আপনাদের আনন্দ বিস্তার করুন। এই শ্রীমুখচন্দ্র মৃগনয়না গোপীগণের প্রেম-সাগরকে উদ্বেলিত করেন, যোগিগণের চিত্ত রূপ কুমুদকাননকে অতীব উল্লাসিত করেন এবং রক্ষঃ চক্রবাককুলের শোকোৎপাদন করেন ॥ ৩ ॥ *

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ।

এক দিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ-সুবদন,
প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি।
কি দেখিনু ওমা রূপ, অমিয়া রসের কূপ,
মুখ নহে শরদের শশী ॥
কে বলে চঞ্চল আঁখি, আঁখি নহে পদ্ম সখি,
ভাসি গেল লাবণ্য সলিলে।
হেন মোর মনে লয়, জগৎ করিয়া জয়,
অনঙ্গের গুণ শ্রুতিমূলে।

কেতব। এই পদ্যটিও পৃথ্বী ছন্দে রচিত। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতেও এই ধরণের পদ্য আছে।

* এই পদ্যে সহৃদয় কবি চক্রবাককে রাক্ষস তুল্য বলিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চক্রবাক ও চক্রবাকী দিবাভাগে পরমানন্দে একত্র অবস্থান করে কিন্তু নিশাগমে উহাদের একত্র বাস ঘটে না, বিধাতার এমনই বিধান। তখন উভয়েই দূরে দূরে থাকিয়া বিরহের

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

হেরিয়া নয়ন কোণে,　　নানা ভয় হয় মনে,
প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ।
গোপিকার ভ্রম যত,　　ভক্তে দিতে শুভ শত,
লোচনের পরম আহ্লাদ ॥ ২
কেহ বলে শুন সখি,　　চাঁদে নানা গুণ দেখি,
এ চাঁদে সে সব গুণ কোথা।
হাসি কহে আর জন,　　না ভাবিহ অন্য মন,
সেই গুণে পূর্ণচন্দ্র হেথা ॥
দেখিয়া ব্রজেন্দ্র ইন্দু,　　উথলয়ে প্রেমসিন্ধু।
গোপিকার জানিহ নিশ্চয়।
মুনির কুমুদ-চিত,　　যে বা করে প্রফুল্লিত,
সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥
অসুরাদি চক্রবাক,　　চাঁদে হেরি পায় শোক,
দুঃখ পাইয়া চাঁদে নিন্দা করে।
জগৎ উজ্জ্বল কর,　　মুখচ্ছলে শশধর,
মনের তিমির করে দূরে ॥ ৩

করুণ রোদন করিতে থাকে। সে রোদন বাস্তবিকই সহৃদয় কবিগণের হৃদয়ে ক্লেশজনক। উহাদের বিরহের কোমল আর্ত্তনাদই কবিকুলের বর্ণনার বিষয়ীভূত। কবি কালিদাসাদিও সেইরূপ ভাবেই উহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে তিনটি পদ্যেও চক্রবাক সম্বন্ধে সেই সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সহৃদয় বৈষ্ণব কবি উঁহাদিগকে এস্থলে রাক্ষস বলিলেন কেন তাহা বুঝা গেল না।

নটনরাগেণ গীয়তে ॥

মৃদুল মলয়জপবন-তরলিত-চিকুর-পরিগত-কলাপকং।
সাচি তরলিত-নয়ন-মন্মথ-শঙ্কু-সঙ্কুলচিত্ত-সুন্দরী-
জন-জনিত-কৌতুকম্ ॥
মনসিজকেলিনন্দিত-মানসং
ভজত মধুরিপুমিন্দু-সুন্দর-বল্লবীমুখ-লালসম্ ॥ ধ্রু ॥
লঘু-তরলিত-কন্দরং হসিত-নব-সুন্দরং গজপতি-
প্রতাপরুদ্র-হৃদয়ানুগতমনুদিনং। সরসং রচয়তি

মৃদুল মলয়ানিলে যাঁহার কেশপাশ-নিবদ্ধ শিখিপুচ্ছ-চূড়া আন্দোলিত হইতেছে, মদনবাণাহতচিত্তা সুন্দরী ব্রজবালাগণের কুটিল চঞ্চল নেত্রাঞ্চল-চালনিতে যিনি কৌতুকান্বিত হইতেছেন, যাঁহার মন মদন-কেলিতে আনন্দিত, যিনি চাঁদবদনী ব্রজসুন্দরীগণের মুখশশি-সুধা-লোলুপ, যাঁহার দেহের মধ্যদেশ ঈষৎ তরঙ্গায়িত, যিনি অনুদিনই গজপতি প্রতাপ রুদ্রের হৃদয়ের অধিদেবতা,—আপনারা সকলেই তাদৃশ মধুসূদন শ্রীগোবিন্দের ভজনা করুন।

---

* এই গানের শেষ ভাগে যে "লঘুতরলিত কন্দরং" পদ আছে, কেহ কেহ ঐ পদস্থ কন্দর শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন গ্রীবা। অভিধানে দেখা যায় কন্ধরা পদের অর্থই গ্রীবা। কন্দর শব্দটি অমরকোষে শৈল বর্গেরই অন্তর্গত। অমর বলেন "দরীচ কন্দরঃ"। ভরত বলেন "গিরিনিতম্ব"। আমরা নৃত্যকলাগুরু ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের-দেহ মধ্য-ভাগকেই অগত্যা কন্দর বলিয়া বুঝিয়া লইলাম।

রামানন্দরায় ইতি চারু ॥ ৪ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ অলমতি বিস্তরেণ।

প্রিয়ে ইত ইতঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীরামানন্দ রায় এই গানের রচয়িতা ; ইহা চারু ।৪॥

নান্দ্যন্তে (মঙ্গলাচরণান্তে) সূত্রধার বলিলেন—এ বিষয়ে আর অতি বিস্তারের প্রয়োজন নাই—প্রিয়ে এখানে এস, এখানে এস ।৫॥

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ।

ভজহুঁ নন্দকি নন্দনা।

মলয়জ পবনে, চলিত শিখি চন্দ্রক,
চাঁদ মুরছে হেরি বদনা॥

অলকা আবৃতভাল, তিলক মনোহর,
ঝলমল বদন উজোর।

মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রবণহি দোলন,
দোলত থোরহি থোর॥

কুটিল দৃগঞ্চল, মদন কুসুম শর,
ভালে শোভিত ভাঁউ কামান।

কুলবতী মরমে, ভরমে যদি পৈঠই,
তব কিয়ে রহই পরাণ॥

মধুর মনোহর, রসভরে ঢর ঢর,
মুরছিত কত শত কাম।

লোচন দাস ভণ, ব্রজকুল-নন্দন,
নিখিল ভুবন গুণধাম॥ ৪

প্রবিশ্য নটী।

নটী। অজ্জ এস ম্হি ণিঅ কিঙ্করীঅণং চরণ পড়িদং বিলোঅণ পসাদেহিং প্রসন্নহিঅঅং কাদুং ভট্টা পরং পমাণং ॥ ৬ ॥

সূত্র। (সহর্ষং) চির সময়ং বিদগ্ধোচিত বেশেন যৌবন-বিলাস-মনুভবতু ভবতী

নটী। অজ্জেণ কুদো আহূদম্হি ॥ ৭ ॥

সূত্র। প্রিয়ে ন বিদিতং ভবত্যাঃ প্রসাদ কথনমেতং।

নটী। সম্পদি তা সোতুং মম হিঅঅং কুদূহলেহিং বিপ্‌ফারিদং বট্টদি ॥ ৮ ॥

আর্য্য এষাস্মি-নিজ কিঙ্করীজনং চরণপতিতং বিলোকন-প্রসাদৈঃ প্রসন্ন হৃদয়ং কর্ত্তুং ভর্ত্তা পরং প্রমাণম ॥ ৬ ॥

আর্য্যেণ কস্মাদাহূতাস্মি ॥ ৭ ॥

সংপ্রতি তৎশ্রোতুং মম হৃদয়ং কুতূহলৈর্বিস্ফারিতং বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

নটীর প্রবেশ

নটী—আর্য্য এই যে আমি এসেছি, দর্শন-দান-রূপ কৃপা প্রসাদ দ্বারা চরণে পতিত নিজকিঙ্করীজনের হৃদয় প্রসন্ন করিতে ভবাদৃশ ভর্ত্তাই পরম প্রমাণ।

সূত্র—(সহর্ষে) চিরকাল তুমি চতুরোচিত বেশে যৌবন বিলাস অনুভব কর।

নটী—আর্য্য আমায় কেন ডেকেছেন?

সূত্র—প্রিয়ে তা কি তুমি জান না, সে অতীব আনন্দের কথা।

নটী। আর্য্য সম্প্রতি তাহা শুনিবার জন্য আমার হৃদয় কুতূহলে পূর্ণ হইতেছে।

সূত্র। প্রিয়ে শৃণু, অদ্য খলু বসন্ত-বাসরাবসরে—তরুণভাস্ব-
দ্বিমুক্তদক্ষিণদিগ্বিলাসিনী-স্তনমলয়াচলাবলম্বি-বেণী-ভুজঙ্গ-
সঙ্গিসমীরণ-মূর্চ্ছিতবিরহিণী-জন জীবাতু বয়স্যাশ্বাস-বচঃ
প্রসরে—বিকশিত-শীতকিরণ-প্রসূনে চ বিমলনভোবন-
প্রোজ্জৃম্ভমাণ-নবনবোন্মীলিতনিস্তলমুক্তাফল-তুলিতাতরা-
মুকুল-মধ্যাবলম্বিনি,— সাসূয়নির্ভরনিরীক্ষমাণ-বিরহিণী-
জনচঞ্চললোচনাঞ্চল-লতাগ্রবর্ত্তিনি— নিরুপমকান্তি-

সূত্র। প্রিয়ে, তবে শ্রবণ কর, এই তো বাসন্তী সন্ধ্যা সমাগতা। দক্ষিণ দিগ্‌বিলাসিনী-রূপিণী সিমন্তিনী তরুণ ভাস্কর কিরণ বিমুক্তা হইয়াছেন। উঁহার স্তনরূপ গিরিতে বিলম্বিত উঁহারই বেণী সদৃশ ভুজঙ্গগণের সংসর্গি সমীরণে বিরহিণীগণ বিমূর্চ্ছিতা। তাহাদের জীবনোপায়-স্বরূপ সখীগণের আশ্বাস-বচন প্রসারিত হইতেছে। সুনির্ম্মল গগন, কাননের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নব নব উন্মীলিত সুগোল মুক্তাফলসদৃশ তারকারাজি কুসুমকলিকার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল নক্ষত্র রূপ কুসুম-কলিকাসমূহের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র—যেন সুবিকশিত শুভ্র পুষ্পের ন্যায় বিরাজমান; বিরহিণীজনগণের অসূয়াপূর্ণ চঞ্চল লোচন যেন লতিকার ন্যায় চন্দ্রের সহিত বিলগ্ন হইতেছে,—তাহাতে মনে হইতেছে যে সেই চঞ্চল লোচনাঞ্চলরূপিণী লতিকার অগ্রভাগে চন্দ্র যেন ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। এই প্রকার আনন্দময়ী বাসন্তী সন্ধ্যায় মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীহরিচরণ-স্মরণ-বিষয়ক কোন একটি প্রবন্ধ অভিনয় করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন।

মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের কথা আর কি বলিব, তাঁহার নিরূপম কান্তি

লক্ষ্মীলুব্ধলক্ষ্মীরমণাবস্থানোচিত-চিত্তদুগ্ধাব্ধিনা বিভাবাদি-
পরিণত-রস-রসাল-মুকুল-রসাস্বাদকোবিদ-পুংস্কোকিলেন
শ্রীকণ্ঠহার-সহচর-গুণ-মুক্তাফল-মণ্ডিতহৃদয়েন, কিং বহুনা ॥৯॥

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং
স্বংবর্গং কলবর্গ-ভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষ্যতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতি র্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাত-ব্যগ্র-পয়োধি-পোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

কায়ব্যূহ-বিলাস ঈশ্বরগিরেৰ্দ্বৈতং সুধাদীধিতে
র্নির্যাস স্তুহিনাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী। স্বয়ং লক্ষ্মীরমণও যেন সেই কান্তি-লক্ষ্মী-লুব্ধ হইয়া তাঁহার চিত্তরূপ ক্ষীরোদ সাগরকে অবস্থানযোগ্য মনে করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি অতীব রসজ্ঞ এবং বিভাব অনুভাবাদিসম্পৃক্ত রস-রূপ আম্র-মুকুলের রসাস্বাদী সুপণ্ডিত কোকিলতুল্য। ইহার হৃদয় শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের গুণ-রূপ মুক্তাফলে বিভূষিত। আর অধিক কথা কি বলিব,—যাঁহার নাম শুনিয়াই যবন ভূপতি দুর্দ্দান্ত সেকন্ধর লধী পর্ব্বত-কন্দরে প্রবেশ করেন, কলবর্গ-ভূপাল ইহার প্রতাপ-প্রভাবে আপনার স্বজনবর্গকে শোকাশ্রু-সলিল-সিক্ত দেখিতে পান অর্থাৎ স্বজনসহ তিনি সর্ব্বদাই অতীব ভীত-ভীত ভাবে অবস্থান করেন, গুর্জ্জর ভূপতি ইঁহার ভয়ে নিজের রাজ্য-লক্ষ্মীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মনে করেন এবং গৌড় দেশীয় মুসলমান-রাজ নিজকে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পোতের ন্যায় সর্ব্বদাই টলমলায়মান হইয়া থাকেন।৯-১০॥

ইঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাসশিখরের সুশুভ্রকায়ব্যূহ-বিলাসস্বরূপ, দ্বিতীয় চন্দ্র তুল্য, উহা হিমাচলের নির্য্যাস তুল্য এবং শারদ মেঘের সার-

সারঃ শরদবারিদস্য কিমপি স্বর্ব্বাহিণী বারিণো
দ্বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জগৎ ॥ ১১ ॥
যদ্দানাম্বু-কদম্ব-নির্ম্মিত নদী-সংশ্লেষ-হর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গ তরঙ্গ-নিস্বনমিষাৎ প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্য প্রস্তুতসপ্ততন্তুভিরভিস্যূতং মনোনাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্ ॥ ১২

তেন প্রতিভট-নৃপঘটা-কালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপ-রুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি ॥ ১৩।

যতুক্তম—

স্বরূপ। ইঁহার কীর্ত্তিরাশি পতিতপাবনী দ্বিতীয় জাহ্নবীর ন্যায় সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছে ॥ ১১ ॥

ইঁহার দান-রূপ জল সকল ধারায় ধারায় যেন নদীর সৃষ্টি করিয়াছে, সেই নদীর সঙ্গলাভ করিয়া সরিৎপতি সমুদ্র আনন্দে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া কল্লোল কোলাহলে ইঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে; ইঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত সপ্ততন্তুসমূহ দ্বারা (যজ্ঞ সমূহ দ্বারা) দেবতা গণের মন ইঁহার প্রতি এমন ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে তাঁহারা প্রতিমাচ্ছলে সর্ব্বদাই ইঁহার নিকটে বাস করিতেছেন,—কখনও ইঁহার প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন না অর্থাৎ ইঁহার প্রাঙ্গণে দেবতাগণের নিত্য অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ॥ ১২ ॥

ইনি প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বর্গের পক্ষে কালাগ্নি রুদ্র তুল্য অতি ভয়ঙ্কর ॥ ১৩ ॥

(এই বাসন্তী সন্ধ্যায় শ্রীহরি-চরণ-স্মরণ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ অভিনয় করাই ইঁহার আদেশ)

মধুরিপু-পদ-লীলা-শালিতত্তদ্‌গুণাঢ্যং
সহৃদয়-হৃদয়ানাং কামমামোদহেতুম্।
অভিনব কৃতিমন্যচ্ছায়য়া নো নিবদ্ধং
সমভিনয় নটানাং বর্য্য কিঞ্চিৎ প্রবন্ধম্ ॥ ১৪ ॥

নটী। তৎ কথয়

সূত্র। কথমারাধনীয়ো বিদ্যানাং নিধিঃ যতোঽস্মিন্নভিধাতু-
কামো বাক্‌পতিরপি প্রতিপত্তি-মূঢ়ঃ স্যাৎ।
(ক্ষণং বিমৃষ্য) আং স্মৃতম্ ॥ ১৫ ॥

নটী। তা কিং সো ॥ ১৬ ॥

সূত্র। প্রিয়ে সর্ব্ববিদ্যা-নদী-বিলাস-গাম্ভীর্য্য-মর্য্যাদাস্থৈর্য্য-
প্রসাদাদি-গুণরত্নাকরস্য সুরগুরুপ্রণীত-নীতি-কদম্ব-

প্রিয়তমে ইনি বলিয়াছেন :—হে নটপ্রবর-কৃষ্ণলীলা-সম্বলিত সদ্‌গুণ-যুক্ত অথচ সহৃদয় সামাজিকগণের হৃদয়ের আনন্দজনক এমন কোন অভিনব প্রবন্ধ অভিনয় কর ; কিন্তু উহা যেন কোন পুরাতন প্রবন্ধের ছায়াতে নিবদ্ধ না হয়।১৪॥

নটী। সেটি কি, বলুন।

সূত্র। আমি সেই বিবিধ বিদ্যার নিধিকে কিরূপে আরাধনা করিব ? এই বিষয়ে নিশ্চয় করিতে হইলে স্বয়ং বৃহস্পতিও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। (কিছুকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ মনে পড়েছে ॥ ১৫ ॥

নটী। সে কি ॥ ১৬॥

সূত্র। যিনি সর্ব্ববিদ্যানদী-সমূহের বিলাস সদৃশ, গাম্ভীর্য্যমর্য্যাদাস্থৈর্য্য ও প্রসাদাদি গুণ-বিচারে রত্নাকর তুল্য. যিনি দেবগুরু প্রণীত নীতিবাক্য-

করন্বিতমন্ত্রাশ্রবীকৃতপ্রগুণপৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ-রায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃত-মানসেন শ্রীরামানন্দরায়েন কবিনা তত্তৎ গুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথ-বল্লভনাম গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীতনাটকং নির্ম্মায় সমর্পিত মভিনেষ্যামি॥ ১৭ ॥ তথাচায়ং কবিঃ সবিনয়মিদমবাদীৎ—

"ন ভবতু গুণগন্ধোঽপ্যত্র নাম প্রবন্ধে
মধুরিপু-পদপদ্মোৎকীর্ত্তনং ন স্তথাপি।
সহৃদয়-হৃদয়স্যানন্দসন্দোহ-হেতু
র্নিয়তমিদমতোঽয়ং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ"

তদাদিশ্যন্তাং কুশীলবা বর্ণিকাপরিগ্রহায়॥ ১৮ ॥

সমুচ্চযুক্ত মন্ত্র-বাক্যে পৃথ্বীশ্বরকেও মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া বশম্বদ করিয়াছেন,—সেই শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতচিত্ত কবিবর শ্রীরামানন্দরায় ভগবদ্গুণালঙ্কৃত ও গজপতিপ্রতাপরুদ্র-প্রিয় জগন্নাথ বল্লভ নাটক নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহা রামানন্দ-সঙ্গীত নাটক নামে প্রসিদ্ধ। তাহাই অভিনয় করিব॥ ১৭॥

এই কবি সবিনয়ে আরও লিখিয়াছেন—আমার কৃত এই প্রবন্ধে কোন গুণগন্ধ নামমাত্রও যদি না থাকে, নাই বা থাকুক; তথাপি ইহাতে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দের উৎকীর্ত্তন তো আছে। ইহা অবশ্যই সহৃদয় সামাজিকগণের আনন্দ-সন্দোহের হেতু হইবে, ইহা নিশ্চয়; সুতরাং আমার এই প্রয়াস নিষ্ফল হইবে না।

তাহা হইলে এখন অভিনেতৃবর্গকে আপন আপন বেশ পরিধান করার জন্য আদেশ কর॥ ১৮॥

নটী। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী। (পুরোঽবলোক্য) পশ্য পশ্য,—

মৃদুলমলয়বাতাচান্তবীচি-প্রচারে
সরসি নব পরাগৈঃ পিঞ্জরোঽয়ং ক্রমেন।
প্রতিকমল মধুনি পানমত্তোদ্বিরেফঃ
স্বপিতি কমলকোষে নিশ্চলাঙ্গঃ প্রদোষে ॥১৯॥

সূত্র। (সহর্ষং) প্রিয়ে সাধু সাধু মন্মনঃ-কুতূহল-জলনিধি-বিবর্ত্তে নিহিতং ভবত্যা। যতো গোপাঙ্গনা-শতাধর মধুপান-নির্ভর-কেলিক্লমালসাপঘনঃ ক্বচিৎ প্রৌঢ়বধূ-স্তনোপধানীয়মণ্ডিতহৃদয়পর্য্যঙ্কশায়ী পীতাম্বরোনারায়ণঃ স্মারিতঃ ॥ ২০ ॥

নটী। যে আজ্ঞা। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) দেখুন দেখুন—প্রতি কমলে মধুপানে মত্ত হইয়া পদ্মরেণুতে পীতাভ ভ্রমর মৃদু মলয়ানিল-সঞ্চরণ-জনিত মৃদুল তরঙ্গায়িত সরোবরের মধ্যবর্ত্তি কমলকোষে নিশ্চল ভাবে ঘুমাইতেছে।

সূত্র। (সহর্ষে) প্রিয়ে, তুমি যে আমার চিত্তকে কুতুহল-সাগরের ঘূর্ণা-পাকে (আবর্ত্তে) নিপতিত করিয়া ফেলিলে!

শত শত গোপাঙ্গনার অধর সুধাপানে কেলি ক্লান্তিতে অবশাঙ্গ হইয়া কোন প্রৌঢ় গোপবধূর স্তনযুগলকে উপধান স্থানীয় (বালিশ স্থানীয়) করিয়া তাঁহার হৃদয় পর্য্যঙ্কে যেন পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ) শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তোমার কথায় আমার চিত্তে এই ভাবের উদয় হইতেছে ॥২০ *

* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ—

নেপথ্যে।

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তো দেবদেবেশ্বরোহরিঃ।
গোপালবালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম যমুনাবনম্ ॥ ২১ ॥

কেদার রাগেণ

মৃদুতর-মারুত বেল্লিতপল্লব বল্লী-বলিতশিখণ্ডং ;
তিলক-বিড়ম্বিত মরকত মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্ ॥
যুবতি-মনোহরবেশম্।
কলয় কলানিধি-মিব ধরণীমনু পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥ধ্রু॥
খেলাদোলায়িত মণিকুণ্ডল-রুচি রুচিরানন-শোভং।
হেলাতরলিত-মধুরবিলোচনজনিতবধূজন-লোভম্ ॥

এমন সময় নেপথ্যে (সাজ গৃহে) উচ্চারিত হইল,—

বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত দেবদেবেশ্বর হরি (শ্রীকৃষ্ণ) গোপাল বালকগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনাবনে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

গানের গদ্যানুবাদ।

সখি, ঐ যুবতী মনোহরবেশী মদনগোপালকে দেখ, চন্দ্র যেন রূপ বিশেষ ধারণ করিয়া ধরাতলে উদিত হইয়াছেন। তরুলতার পল্লব-বিতান-বিজড়িত ময়ূরপুচ্ছসমূহ মৃদুল সমীরণে আন্দোলিত হই-তেছে। মরকতদর্পণে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কাংশ-খণ্ডও উহার তিলকের উজ্জ্বলতার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীমুখমণ্ডলে

এই দুই শব্দের বাচ্য সম্বন্ধে সবিশেষ পার্থক্য ছিল না। নারায়ণ- বৈকুণ্ঠ-বিহারী এবং শ্রীকৃষ্ণ গোলকবিহারী ; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরবিলাসমূর্ত্তি,— শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে সবিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।)

গজপতি রুদ্র নরাধিপ-চেতসি জনয়তু মুদমনুবারং।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং মধুরিপু রূপমুদারম্ ॥ ২২ ॥

দোলায়মান কুণ্ডলে মুখের শোভা উজ্জ্বলতর হইতেছে। ইহার হেলা নামক ভাবজনিত লোচনের তরল চাহনিতে ব্রজবালাদের চিত্ত লোভাকৃষ্ট হইতেছে। কবি রামানন্দ রায় বিরচিত মধুসূদনের এই উদার রূপ-বর্ণন, গজপতি প্রতাপরুদ্র নৃপতির চিত্তে আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ২২ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

যুবতী মনোহর ওনা বেশ গো।
অবনী মণ্ডলে সখি, চাঁদের উদয় যেন,
সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ ধ্রু ॥
চূড়ার উপরে শোভে, নানা ফুলদাম গো,
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ, উদয় করিল গো,
ললাটে চন্দন বিন্দুরেখা ॥
সঘনে দোলায় কানে, মকরকুণ্ডল গো,
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়ন কুসুম-শর, মরমে পশিল গো,
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে ॥
এমন সুন্দর রূপ, কোথা হতে এল গো,
মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই, ওরূপ সাগরে গো,
কিবা সে নাগর বিনোদিয়া ॥২২॥

সূত্র। (সচকিতং) প্রিয়ে মৎকনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণ-বৃন্দাবন-গমনমাবেদয়তি। তদ্বয়মপি স্বনেপথ্যোপচিতায় যাম ইতি নিষ্ক্রান্তৌ। ২৩

প্রস্তাবনা ॥ ২৪ ॥

ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ ॥২৫॥

কৃষ্ণঃ। সখে রতিকন্দল, পশ্য পশ্য রামণীয়কং বৃন্দাবনস্য।

তথাহি

উদ্দামাদ্যুতি পল্লবাবলিচলৎ পাণিস্পৃশোঽমীস্ফুরৎ
ভৃঙ্গালিঙ্গিতপুষ্পসাঞ্জন দৃশো মাদ্যৎ পিকানাং রবৈঃ।

সূত্র। (সচকিত ভাবে) প্রিয়ে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন। আমরা এখন সাজগৃহে আপন আপন বেশাদি-ধারণের জন্য গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥ ২৩ ॥

প্রস্তাবনা (বক্তব্য প্রস্তাবের আরম্ভ) ॥ ২৪ ॥

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ। সখে রতিকন্দল (মধুমঙ্গল), দেখ দেখ বৃন্দাবন কেমন রমণীয়! ঐ দেখ বসন্ত-সমাগমে তরু লতা সকল অতীব প্রমুদিত হইয়া বায়ু বেগে আপনাদের পল্লবযুক্ত শাখা দ্বারা পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছে, উহাদের ভ্রমরালিঙ্গিত প্রফুল্লবিকশিত ফুলগুলি,—যেন অঞ্জন-যুক্ত নেত্রের ন্যায় পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে। বায়ুবেগে উহাদের মস্তক আন্দোলিত হইয়া শোভাজনক হইতেছে, শাখাস্থ

আরব্ধোৎকলিকা লতাশ্চ তরবশ্চালোলমৌলীশ্রিয়ঃ

প্রত্যাশং মধু সম্মদাদিব রসালাপং মিথঃ কুর্ব্বতে ॥ ২৬ ॥

বিদূ। ভো বয়স্স তুজ্ঝএদং বুন্দাঅণং রমণিজ্জং মম উণ ভোঅণালও জেব্ব। জত্থ কহিম্পি সিহরিণী কহিম্পি রসালা কহিম্পি সুরহি ঘিওং কহিম্পি সালি ভক্তং ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে—

বসন্ত রাগেণ

অপরিচিতং তব রূপমিদং বত পশ্যাদিবোচিতখেলং।

ললিত বিকস্বর কুসুমচয়ৈরিব হসতি চিরাদতিবেলম্ ॥

ভো বয়স্য তবেদং বৃন্দাবনং রমণীয়ং মম পুনর্ভোজনালয় এব। যত্র কুত্রাপি শিখরিণী কুত্রাপি রসলা কুত্রাপি সুরভি ঘৃতং কুত্রাপি শালিভক্তং ॥২৭

কোকিলকুলের কুজনে যেন উহারা মধুরালাপ করিতেছে, কুসুম কলিকাকুল যেন হর্ষজনিত রোমাঞ্চের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে ॥ ২৬ ॥

বিদূষক। ভো বয়স্য এই বৃন্দাবন তোমার পক্ষেই রমণীয় কিন্তু আমার পক্ষে ভোজনালয়ই রমণীয়। উহার কোথাও শিখরিণী, কোথাও রসালা, কোথাও সুগন্ধি ঘৃত আবার কোথাও বা শাল্যন্ন—ভোজনালয়ের ন্যায় এমন রমণীয় স্থান আর কোথা আছে, বল।২৭॥

(গানের অনুবাদ)

কৃষ্ণ। সখে, আমার এই বৃন্দাবন ত্রিভুবনের সার। পৃথিবীতে এমন স্থান আর কোথাও নাই। তোমার অপূর্ব্ব দৃষ্ট কেলাম্বিত রূপ

কলয় সখে ভুবি সারম্।
ত্বদুপগমাদিব সরসমিদং মম বৃন্দাবনমনুবারং ॥ ধ্রু ॥
মৃদুপবনাহতি চঞ্চলপল্লব-কর-নিকরৈরিব কামং।
নর্ত্তিতুমুপদিশতীব ভবন্তং সন্ততমিদমভিরামম্ ॥
সুখয়তু গজপতি-রুদ্র-মনোহর মনুদিনমিদমভিধানং।
রামানন্দরায় কবি-রচিতং রসিক জনং সুবিধানং ॥ ২৮ ॥
সখে অতিমধুরোঽয়ং কোকিলানাং রবঃ ॥ ২৯ ॥

দেখিয়াই যেন শ্রীবৃন্দাবন মনোহর প্রফুল্ল কুসুমশোভা চ্ছলে উচ্চহাস্য বিস্তার করিতেছে। তোমার সমাগমে মৃদুমন্দ সমীরণ চঞ্চল পল্লব রূপ কর সমূহ দ্বারা তোমাকে যথেচ্ছরূপে নৃত্য করিতে উপদেশ করিতেছে। সখে, এই বৃন্দাবন সততই রমণীয়। কবি রামানন্দরায় বিরচিত এই গান গজপতি প্রতাপ রুদ্রের অতীব মনোহর ইহা রসিক জনকে সুবিহিত সুখ প্রদান করুক ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ। সখে ; কোকিলের এই রব অতি মধুর ॥ ২৯ ॥

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ।

সুধাময় বৃন্দাবন ভুবনের সার।
নয়ন ভরিয়া সখে দেখ একবার ॥
দেখিয়া তোমার রূপ ভাবের আবেশে।
ফুল ফল ছলে মোর বৃন্দাবন হাসে ॥
দেখিতে তোমার সনে মনে করে সাধ।
মলয় পবন ছলে করে উচ্চ নাদ ॥
চঞ্চল পল্লব-করে ডাকে বারে বারে।
নৃত্য করিবারে বলে কোকিলের স্বরে ॥
নিখিল ভুবন সার বিপিন আমার।
নয়ন ভরিয়া সখে দেখ একবার ॥ ২৮ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স তুজ্জ বংশীএ রও, ইদো বি মহুরো। তদোবি অম্হাণং কণ্ঠরও তা তুএ বংশীবাদিঅহু মএ বি কণ্ঠরও কাদব্বো ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং বয়স্যায় ইতি বংশীং বাদয়তে ॥ ৩১ ॥

বিদূ। ভো সুদো দে বংশীরও মমাবি কণ্ঠরও সুণীঅহু। ইতি (মুখ-বৈকৃত্য) পরুষং নদতি ॥ ৩২ ॥

(তরু শিখরানবলোক্য) ভো জিদং অম্মেহিং তুজ ঝ বংশীএ রএহিং এদে দাসীএ পুত্তআ কোইলা নিহুদং চিদা। মহ

ভো বয়স্য তব বংশ্যা রব ইতোপি মধুরঃ। ততোঽপি অস্মাকং কণ্ঠরবঃ। তস্মাৎ ত্বয়া বংশী বাদ্যতাং ময়াপি কণ্ঠরবঃ কর্তব্যঃ ॥ ৩০॥

শ্রুতস্তে বংশ্যা রবঃ মমাপি কণ্ঠরবঃ শ্রূয়তাং ॥ ৩২॥

বিদূ। হে বয়স্য তোমার বংশীস্বর ইহা অপেক্ষাও মধুর ; তাহা হইতে অধিকতর মধুর, আমার কণ্ঠ-রব। সুতরাং তুমি তোমার বাঁশী বাজাও, আমিও কণ্ঠ-রব করি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। বয়স্য তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই করা যাউক (এই বলিয়া কৃষ্ণ বংশী বাজাইলেন) ॥ ৩১ ॥

বিদূ। অহে, তোমার বংশীরব শুনা গেল, এখন আমার কণ্ঠরবও শ্রবণ কর। (এই বলিয়া বিকট মুখে বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন) ॥ ৩২ ॥

(তৎপরে বৃক্ষের অগ্রভাগে দৃষ্টি করিয়া) সখে আমাদেরই জয় হইল। তোমার বংশীরবে দাসীপুত্র কোকিলকুল নিভৃত স্থানে নীরবে ছিল,

উণ কণ্ঠরএহিং কহিং বি পলাইদা। তা বঅস্‌স মা গব্বো দে হোদু ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে পশ্য পশ্য, কেনাপ্যকরুণেন ভগ্নানি নবাশোক-পল্লবানি চেতঃ খেদয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

বিদূ। ভো বঅস্‌স সুদং ময়ে দাসীএ ধীদাও গোবীআও এত্থ কুসুমাণি আহরন্তি (সপরিহাসং) তুমম্পি তদো জ্জেব এদং বুন্দাঅণং ণ মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

নেপথ্যে।

জিতমস্মাভিঃ নব কণ্ঠারবৈরেতে দাস্যাঃ পুত্রকাঃ কোকিলা নিভৃতং স্থিতাঃ মম পুনঃ কণ্ঠরবৈঃ কুত্রাপি পলায়িতাঃ তৎ বয়স্য মা গর্ব্বস্তে ভবতু ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

বয়স্য শ্রুতং ময়া দাস্যা পুত্রিকা গোপিকা অত্র কুসুমানি আহরন্তি। ত্বমপি অতএব ইদং বৃন্দাবনং ন মুঞ্চসি ॥ ৩৫ ॥

এখন আমার কণ্ঠরবে উহারা উধাও পালাইয়া গেল। বয়স্য, এখন তোমার আর গর্ব্ব করিবার কিছুই রহিল না ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে দেখ দেখ, কোন অকরুণ ব্যক্তি এই অশোক বৃক্ষের নব পল্লব গুলিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; ইহা দেখিয়া আমার অতীব খেদ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিদূ। হে বয়স্য! আমি শুনেছি, দাসীপুত্রী ব্রজাঙ্গনারা এখানে এসে ফুল তোলে। (সপরিহাসে) সেই কারণে তুমিও এই বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যাও না ॥ ৩৫ ॥

(নেপথ্যে)

বৃন্দাবনে বিহরতো মধুসূদনস্থ
বেণুস্বনং শ্রুতি-পুটেন নিপীয় কামং ॥
উদ্যন্মনোজ শিথিলীকৃত গাঢ়লজ্জা
রাধা বিবেশ কুতুকেন সখীকদম্বম্ ॥৩৬॥

গোণ্ডকিরী রাগেণ।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদুমারুত চলিতম্ ॥
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ-বাধা ॥ধ্রু॥
বিনিদধতী মৃদু মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদম্ ॥

সংস্কৃত পদ্যের অনুবাদ

মোহন মুরলী রবে মদন মোহন
বিহরেন বৃন্দাবনে সুখে অনুক্ষণ
মনো মাঝে মনসিজ জাগিয়া উঠিল।
গাঢ় লজ্জা শ্রীরাধার শিথিল হইল॥
কর্ণপুটে পান করি বাঁশীরব-সুধা।
সখী মধ্যে সকৌতুকে প্রবেশেন রাধা॥

শ্রীরাধা কেলিবিপিনে প্রবেশ করিলেন; মৃদুল বায়ু চালিত পত্রের ন্যায় এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতিপদেই কন্দর্পের বাধা সমুদিত হইতে লাগিল

জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং।

রামানন্দ রায় কবি গদিতম্॥ ৩৭ ॥

সুতরাং তাঁহার গতি প্রতিপদবিক্ষেপেই কুঞ্জর-গমনের ন্যায় মন্থর হইল। শ্রীরামানন্দ রচিত এই গীতি, গজপতি প্রতাপ রুদ্রের সুখদায়িনী হউক॥ ৩৭॥

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ।

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর-গমনী।
কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ-রমণী॥
মদন আতঙ্কে পুলক অঙ্গ,
নব অনুরাগে প্রেম তরঙ্গ,
চঞ্চল মৃগনয়নী॥
কবরী মণ্ডিত মালতী মাল,
নবজলধরে তড়িত জাল,
স্থকিত চকিত অমনি।
বদন মণ্ডল শারদচন্দ্র,
মদনের মনে লাগিল ধন্দ,
নিখিল ভুবন মোহিনী॥
নীল বসন রতন ভূষণ,
মণিময় হার দোলয়ে সঘন;
কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী।
চরণকমলে মাতল ভৃঙ্গ,
মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ,
সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি॥

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো সুঠ্‌ঠু মএ জানিদং।৩৮॥

কৃষ্ণঃ। কিং

বিদূ। মং জ্জেব্ব পুচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি সখীভিরনুগম্যমানা রাধিকা মদনিকা বনদেবতাচ ॥

বিদূ। (পুরতোঽবলোক্য) ভো বয়স্‌স পেক্‌খ পেক্‌খ কেণাবি

সুষ্ঠু ময়া জ্ঞাতম্। ৩৮ ॥ মামেব পৃচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

বয়স্য পশ্য পশ্য কেনাপি ইন্দ্রজালিকেন সঞ্চারিতঃ কনক পুত্তলিকা

বিদূ। (কাণ পাতিয়া) ওহে আমি ভালই বুঝেছি।

কৃষ্ণ। কিহে, কি বুঝেছ?

বিদূ। আমায় সুধাচ্ছ? ॥ ৩৯ ॥

এই সময়ে সখীগণের সঙ্গে শ্রীরাধা মদনিকা ও বনদেবতার প্রবেশ।

বিদূ। (সম্মুখের দিকে চাহিয়া) সখে, দেখ দেখ যেন কোন ইন্দ্রজালিক-চালিতা কনকপুত্তলিকার দল এখানে আসিতেছে। ইহার কোন

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

চকিত যুগল নয়ন-পদ্ম,
খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ,
চম্পক কাঞ্চন বরণী।
হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে,
নব নব নব নাগরী সঙ্গে,
লোচন-মন রঞ্জনী ॥৩৭॥

ইন্দআলিএণ সংচালিদো কণঅ পুত্তলিআণিআর ইধ জ্জেব আঅচ্ছদি। তা এদং এক্কং গেহ্নিঅ পলাইস্সং মম দরিদ্দ বড়ুঅস্স এদাএ জ্জেব্ব কিদাথদা হুবিস্সদি। (ইতি স্বৈরং স্বৈরং ধর্ত্তুমুপসর্পতি) ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্ মূর্খ নায়ং কনকপুত্তলিকানিকরঃ কিন্তু গোপীকদম্বকমিদম্ ॥ ৪১ ॥

বিদূ। (নিরূপ্য বিহস্য) সুঠ্ঠু তুএ তক্কিদং তা ফলিদং দে বুন্দাঅণাগমণং ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্ মূর্খ কিং ফলং মম বৃন্দাবনাগমনস্য।

নিকর ইতএব আগচ্ছতি। তত্ ইত একাং গৃহীত্বা পলায়িষ্যে। মম দরিদ্র বটুকস্য এতয়ৈব কৃতার্থতা ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

সুষ্ঠু ত্বয়া তর্কিতং তস্মাৎ ফলিতং তে বৃন্দাবনাগমনং ॥ ৪২ ॥

এতাসাং দাস্যাঃ পুত্রিকানাং সকাশাদ্বৃন্দাবন নব পল্লবানাং প্রতিপাল মাত্রং ভণামি ॥ ৪৩ ॥

একটী সোণার পুতুল লইয়া আমি এখান হইতে পলাইব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; একটি সোণার পুতুলেই আমার যথেষ্ট লাভ হইবে। (এই বলিয়া ধরিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন) ॥৪০॥

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ! এ সকল সোণার পুতুল নয়—ইহারা গোপবালা ॥৪১॥

বিদূ। (বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া) তুমিই ঠিক্ বুঝেছ, সুতরাং তোমার বৃন্দাবনে আগমন সফল হইল ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ! ইহাতে আমার বৃন্দাবনে আগমনের আর কি ফল হইল?

বিদূ। এদাণং দাসীএ ধীদাণং সআসাদো বুন্দাআণ ণঅপল্ল-
বাণং পড়িবালণং ত্তি ভণামি ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (পুরতোঽবলোক্য) অজ্জে মঅণিএ কো এসো ণীলুপ্পল
দল কোমল ছই কণঅণিঅর বিচ্ছ বসণো ঈসিঅ অলম্বিঅ
কন্ধরং মহুর মহুরং বেণুং বাদেই ॥ ৪৪ ॥

মদ। সখি ন জানাসি যস্তব ময়া কথিতঃ,—

সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্তবিহঙ্গ-শাখী
সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং
নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সদ্যঃ ॥৪৫॥

আর্য্যে মদনিকে ক এব নীলোৎপলকোমলচ্ছবিঃ কনক-নিকর-সদৃশ
বসনং ঈষদবলম্বিত কন্ধরং মধুরং বেণুং বাদয়তি ॥ ৪৪ ॥

বিদূ। সখে এই সকল দাসী পুত্রিকা দ্বারাই বৃন্দাবনের নব পল্লব গুলি
প্রতিপালিত হইয়াছে; ইহাই বলিতেছি ॥ ৪৪ ॥

রাধা। (সম্মুখে চাহিয়া) আর্য্যে মদনিকে, এই যে নীলোৎপল-কোমল
চ্ছবি, আমার সম্মুখে বিরাজমান,—ইনি কে? ইহার স্বর্ণবর্ণ বসন
স্কন্ধদেশে ঈষৎ অবলম্বিত, ইনি মধুরস্বরে বেণু বাজাইতেছেন ॥ ৪৪ ॥

মদ। সখি, তুমি কি জান না ইনি কে? ইহার কথাই আমি
তোমায় ব'লে ছিলাম। ইনি সেই যুবা, যিনি যুবতী চিত্ত-বিহঙ্গগণের
আশ্রয়-তরু সদৃশ। এই মুকুন্দদেব সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ ভাবে-স্ফুরিত
হইতেছেন। ইনি একবার কোনওরূপে যুবতীগণের নয়ন-পথের
পথিক হইলে সদ্য সদ্যই তাঁহাদের নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে ॥৪৪॥

কৃষ্ণঃ। (মনাগবলোক্য স্বগতং) অহো শুভ সময়-জাতত্বং কস্যচিদ্বস্তুনঃ॥ ৪৬॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ অবলোকন পূর্ব্বক মনে মনে) কোন কোন বস্তু কি শুভক্ষণেই জন্মে! ৪৬

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের পদ। (৪৪ সংখ্যা)

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)

মালব শ্রীরাগ

শ্রীরাধা। সখি কেও নাগর, রসের সাগর,
দাঁড়ায়ে অশোক মূলে।
সেরূপ লহরী, লাবণ্য মাধুরী,
হেরিয়া নয়ন ভুলে,॥
নীল উৎপল- দল সুকোমল,
জিনিয়া বরণ শোভা,
দলিত কাঞ্চন, জিনিয়া বসন,
কুলবতী মনোলোভা।
নব নব মালা, শশিষোল-কলা,
গাঁথিয়া দিয়াছে গলে।
হাসির হিল্লোলে, নাসিকার তলে,
সঘনে মুকুতা দোলে॥
চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান,
যাহার মরমে হানে।
তাহার ভরম, ধরম সরম,
সব দূরে যায় মেনে॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল,
সঘনে কম্পিত চূড়ে।
তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুলোভে বেগে উড়ে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, করে বেণু লঞা,
মধুর মধুর বায়॥
লোচন বচন, ভুবন মোহন,
সেই শ্যামচাঁদ রায়॥ ৪৪

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)

ধানশ্রী রাগ—৪৫ সংখ্যা

মদ। এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মদনিকা কয় বাণী।
যার গুণাগুণ, তোমার সদন,
সতত বলিত ধনি॥
সেই সে নাগর, রূপের সাগর,
নয়নে দেখিলে এবে।
দেখ নয়ন ভরি, ও রূপ মাধুরী,
সব দুঃখ দূরে যাবে॥
সেই সে নাগর, রসের সাগর,
এ বটে কলপ-শাখা।
এ তরুর ডালে, বৈসে কুতূহলে,
যুবতী-হৃদয়-পাখী॥
এই নটবর, পরম সুন্দর,
কিবা সে সাক্ষাৎ কাম।

তথাহি,— যদপি ন কমলং নিশাকরো বা
ভবতি মুখপ্রতিমো মৃগেক্ষণায়াঃ
রচয়তি ন তথাপি জাতু তাভ্যা
মুপমিতিরন্যপদে পদং যদস্য ॥ ৪৭ ॥

যদিও এই মৃগনয়নার বদনের উপমা, কমলে বা চন্দ্রে সম্ভাবিত হয় না কিন্তু এই দুই বস্তু ছাড়া অই মুখের উপমা দিবার জন্য অন্য যে কোন বস্তু আছে, তাহাও তো মনে হয় না ॥ ৪৭ ॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়,
কিবা সে গুণের ধাম ॥
ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার,
লাগয়ে পরাণ সখি।
সেই নারীগণ, নীবির বন্ধন,
সহজে শিথিল দেখি ॥
হৃদয়ে যাহার লাগে একবার,
তার কুল শীল নাশে।
সে রূপ তরঙ্গে, মগন হইয়া,
লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

ঐক্য। অতুল রূপের রাই, তুলনা দিবার নাই,
নিখিল ভুবনে নাহি সীমা।
হেন বস্তু ত্রিভুবনে, নাহি কৈল বিধিজনে,
এ রূপের কি দিব উপমা।

বিদূ। জাণিদং মএ দাসীএ ধীদাএহিং গোবিআহিং উক্কণ্ঠিদ হিঅও সংবুত্তোভবং। তা এহি এদাণং দংশণ পথাদো গদুঅ সিহরিণীহিং রসালাহিং বি অপ্পাণং নিব্বুদং করেহ্ম পেক্খ মজ্ঝণ্নো জাদো॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সম্যগুপলক্ষিতম্॥ ৪৯ ॥

জ্ঞাতং ময়া দাস্যাঃ পুত্রীভির্গোপিকাভিরুৎকণ্ঠিতহৃদয়ঃ সংবৃত্তো ভবান্। তস্মাৎ এহি এতাষাং দর্শন-পথাৎ গত্বা শিখরিণীভিঃ রসালাভি-রপি আত্মানং নির্বৃতং কুর্ম্মঃ। পশ্য মধ্যাহ্নো জাতঃ॥ ৪৮ ॥

বিদূ। আমি বুঝেছি—এই সকল দাসীপুত্রী ব্রজবালাদের দ্বারাই আমা দিগকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এস, ইহাদের দৃষ্টি-পং হইতে দূরে যাইয়া শিখরিণী রসালা প্রভৃতিতে আত্মতৃপ্তি করি গে এই দেখ, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত।

কৃষ্ণ। ঠিক বুঝেছ, ভাই। সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বী

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

কিন্তু শুভক্ষণ জাত, পদ্ম আর নিশানাথ,
সেই এই মুখ তুল্য নয়।
তা বিনা তুলনা স্থান, নাহি আর বর্ত্তমান,
এই হেতু শুভ অতিশয়॥
এতেক বিচারি কৃষ্ণ হইলেন সতৃষ্ণ,
প্রেম জলে বহে দুনয়নে।
ভাবে অঙ্গ গদ গদ, অশ্রুকম্প সবিষাদ,
এ দাস লোচনে রস ভণে॥ ৫৭ ॥

তথাহি,—কথমিব পরিখিন্না ব্যোমমাত্র প্রযাতুং
যদিহ গলিতবেগা বাজিনো যূয়মিত্থম্।
ইতি বিততকরান্তঃ সন্নুপালব্ধুমশ্বান্
গগনমিব মিমীতে মধ্যমধ্যাস্থ ভানুঃ ॥ ৫০ ॥

বিদূ। (আকুঞ্চিত লোচনশ্চিরং নিরীক্ষ্য) বঅস্‌স মএবি বন্নিদব্বো রইমণ্ডলো। আরোবিঅ চক্কভমিং ভমিদো জহ বিস্‌সকম্মণা সূরো। অজ্জবি তহ সক্কার ভমিদং রই মণ্ডলং তক্কেমি ॥ ৫১ ॥

বয়স্য ময়াপি বর্ণয়িতব্যো,—রবিমণ্ডলং আরোপ্য চক্রভ্রমিং ভ্রমিতো যথা বিশ্বকর্ম্মণা সূর্য্যঃ। অদ্যাপি তস্য সংস্কার-ভ্রমিতং রবিমণ্ডলং তর্কয়ামি ॥৫১॥

ক্লান্ত ঘোটকদিগকে যেন বলিতেছে, হে অশ্বগণ, তোমরা কি ব্যোমমাত্র ভ্রমণ করিয়াই ক্লান্তি বোধ করিতেছ ? তোমাদের গতি স্খলিত দেখিতেছি কেন ? এই বলিয়া উহাদিগকে তিরস্কার করার জন্যই যেন বাহু বিস্তার করিয়া গগন মণ্ডলের পরিমাপে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিদূ। (নয়ন কিঞ্চিৎ আকুঞ্চন করিয়া বহুক্ষণ গগন নিরীক্ষণপূর্ব্বক) সখে, আমি কিছু বর্ণনা করিতেছি—(বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যমণ্ডলকে চক্র-ভ্রমিতে আরোপণ করিয়া ভ্রামিত করিয়াছিলেন। সেই সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি সূর্য্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—আমার ইহাই অনুমান হয়। ৫১ ॥

মদ। সখি চিরবিহারপরিশ্রান্তাসি তদেহি গচ্ছাব ইতি। নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৫২ ॥

॥ * ॥ ইতি পূর্ব্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ ১ ॥ * ॥

মদ। সখি, দীর্ঘকাল বিহার পরিশ্রান্তা হয়েছ, এখন এস, যাই!

সকলের প্রস্থান ॥ ৫২ ॥

ইতি পূর্ব্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ।

ইতি শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণানূদিত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ

নাটকের পূর্ব্বরাগ নামক প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা।

মদ। (পুরতোঽবলোক্য) কথমিয়মশোকমঞ্জরী ॥ ১ ॥

অশোক। দেই বন্দিজ্জসি। গহিদ কজ্জ ভারব্ব কিম্পি চিন্তয়ন্তী কহিং পত্থিদাসি ॥ ২ ॥

মদ। বচ্ছে মহতী খল্বিয়ং বার্ত্তা ॥ ৩ ॥

অশোক। কথম্বিবঅ ॥ ৪ ॥

মদ। বচ্ছে ন জানাসি প্রিয়সখীং রাধামাধায় কুসুম বিহারার্থং গতাঃ স্ম ॥ ৫ ॥

দেবি বন্দ্যসে। গৃহীতকার্য্যভারের কিমপি চিন্তয়ন্তী কুত্র প্রস্থিতাসি ॥২॥ বৎসে ॥ ৩ ॥ কথমিব ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

মদনিকার প্রবেশ

মদ। (সম্মুখে অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে অশোক মঞ্জরী! বল দেখি কি ব্যাপার? ॥ ১ ॥

অশোক। দেবি, বন্দনা করি। যেন কোন কার্য্যের ভার লইয়া কি চিন্তা করিতে করিতে কোথা যাচ্ছেন? ॥ ২ ॥

মদ। বৎসে, গুরুতর কথা আছে ॥ ৩ ॥

অশোক। সে কি? ॥ ৪ ॥

মদ। তুমি কি জান না, প্রিয় সখী রাধাকে লইয়া কুসুম-বিহারার্থ গিয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

অশোক। অধ ইং তত্থ ॥ ৬ ॥

মদ। তত্রাশোকতরুমূলে ত্বয়া লোচনাতিথিকৃতোঽয়ং মুকুন্দঃ ॥৭॥

অশোক। ণক্খু বিলসিদং কিম্পি কুসুমাউহেণ ॥ ৮ ॥

মদ। অথ কিং ॥ ৯ ॥

অশোক। তা এথ কিং পড়িবন্নং তথ ভোদীএ ॥ ১০ ॥

মদ। অয়ি সরলে অত্রাপি প্রষ্টব্যাস্মি ॥ ১১ ॥

অশোক। অণুসরিদব্বো মুউন্দো ॥ ১২ ॥

মদ। অথ কিং ॥ ১৩ ॥

অথ কিং তত্র ॥ ৬ ॥ ন খলু বিলসিতং কিমপি কুসুমায়ুধেন ॥৮

তস্মাদত্র কিং প্রতিপন্নং ভবত্যা ॥১০

অনুসর্ত্তব্যো মুকুন্দঃ ॥১২

অশোক। সেখানে কি হ'লো ? ॥ ৬ ॥

মদ। সেখানে অশোকতরুমূলে শ্রীগোবিন্দকে তিনি তাঁহার নয়ন যুগলের অতিথি করিলেন ॥ ৭ ॥

অশোক। কুসুমায়ুধ কন্দর্পের কোন বিলাস-প্রভাব সেখানে অনুভূত হয়েছে কি ? ॥ ৮ ॥

মদ। হয়েছে বই কি ? ॥ ৯ ॥

অশোক। তাতে আপনার কি প্রতিপন্ন হয়েছে ? ॥ ১০ ॥

মদ। অয়ি সরলে—এ বিষয়েও কি আমার আর জিজ্ঞাস্য আছে ? ॥১১॥

অশোক। আপনি কি তবে মুকুন্দের নিকটে যাচ্ছেন ? ॥ ১২ ॥

মদ। হাঁ, বৎসে ॥ ১৩ ॥

অশো। অধ কধং তাএ লজ্জা তরলাএ হিঅঅং তুএ ন্নাদং ॥১৪॥

মদ। বৎস্থে, তাবদেব ত্রপাবর্ম্ম বালানাং হৃদয়ে স্থিরং।

যাবদ্বিষমবাণস্য ন পতন্তি শিলীমুখাঃ॥ ১৫ ॥

অশোক। তহবি কিং তাএ জ্জেব ফুড়ী কিদং তুম্মোহিং বা অণুমিদং ॥১৬॥

মদ। ময়ৈববানুমিতম্ ॥ ১৭ ॥

অশো। কধং বিঅ ॥ ১৮ ॥

অথ কথং তস্যা লজ্জা তরলায়া হৃদয়ং ত্বয়া জ্ঞাতং॥ ১৪

বৎসে॥ ১৫

তথাপি কিং তয়ৈব স্ফুটীকৃতং যুষ্মাভি অনুমিতং॥ ১৬

কথমিব॥ ১৮

অশোক। আপনি কি রূপে লজ্জাতরলা রাধার হৃদয় জানিতে পারিলেন?॥ ১৪ ॥

মদ। বৎসে, যে পর্য্যন্ত কন্দর্প-বাণ বালাদের হৃদয়ে পতিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের লজ্জাবর্ম্ম অটুট থাকে॥ ১৫ ॥

অশোক। সে তো ঠিক কথা। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরাধা কি আপনার নিকট কোন কথা প্রকাশ করেছেন। অথবা আপনি অনুমানেই বুঝিয়া লইলেন॥ ১৬ ॥

মদ। আমি অনুমানেই বুঝেছি॥ ১৭ ॥

অশোক। কি রূপে?॥ ১৮ ॥

মদ। শশিনি নয়নপাতো নাদরাত্নুন্মদানাং
কৃতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন।
প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাসু
স্মরবিলসিতমস্যাস্তেন কিঞ্চিৎ প্রতীতম্॥ ১৯॥

মদ। শ্রীরাধা, চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাতে অনাদর দেখাইতেছেন, প্রমত্ত কোকিলের রবে ছলপূর্ব্বক কর্ণরোধ করিতেছেন, সখীরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার অর্থহীন উত্তর দিতেছেন ;—এই সকল লক্ষণ দ্বারাই কন্দর্পের বিলাস-প্রভাবের অনুমান হইতেছে॥ ১৯॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

সখি ! কি কব সে সব কথা।
রাধার অন্তর, হয় জর জর
পাইয়া সে সব-ব্যথা॥ধ্রু॥
সেই সে অবলা, বৃষভানু বালা,
কখন না জানে দুখ।
তার দুখ দেখি, শুন প্রাণ-সখি,
বিদরে আমার বুক॥
না করে আদর, হেরি শশধর,
দেখিলে মুদয়ে আঁখি।
শুনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি
ছল করি রোধে দেখি॥
সখীর বচনে, থাকে অন্য মনে,
ডাকিলে না কয় কথা।

শ্রীগান্ধার রাগেণ

হরি হরি! চন্দন-মারুত-পিকরুতমনুতনুরতনু-বিকারং।
তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারম্।
উপনত-মনসিজ বাধা।
অভিনব ভাবভরানপি দধতী শিব-সীদতি রাধা ॥ধ্রু॥
অভিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদম্বুকণাননুবারং।
রহসি হটাদুপযাতি সখী মনুরচয়তি সৌহৃদসারম্ ॥

গীতের গদ্যানুবাদ

মদ। হরি হরি সেই কৃশাঙ্গিনী চঞ্চল সমীরণ ও পিকরব-জনিত অনঙ্গ-বিকার দূর করায় জন্ম বালকের ন্যায় কত প্রকারই বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। মনসিজবাধা প্রাপ্তা শ্রীরাধা অভিনব ভাবসমূহ ধারণ করিয়া এবং অবিরল নিশ্চল নয়নযুগলের গলিত অশ্রুকণা সমূহ ধারণ করিয়া কতই না বিষণ্ণা হইতেছেন; কখন বা নির্জ্জনে সখীজনের নিকটে গমন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকটে কত সুহৃদ্ ভাব প্রকাশ করিয়া দৈন্যময় বিষাদ জ্ঞাপন করিতেছেন! রায় রামানন্দের এই গীত

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

উত্তরে উত্তর,　　কহে কথান্তর,
চিত আরোপিত তথা ॥
অতএব শুন,　　মদন-বেদন,
জানিলাম অনুমানে।
তার দুঃখ দেখি,　　প্রাণ কাঁদে সখি,
এ দাস লোচন ভণে ॥ ১৯ ॥

গজপতিরুদ্র-মনোহর-মহরহরিদমনু রসিক-সমাজং।

রামানন্দ রায় কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজম্ ॥ ২০ ॥

মদ। ত্বং পুনঃ কুত্র প্রস্থিতাসি ॥ ২১ ॥

অশো। অহং পি তাএ ভণিদা সহি অহিণত পউমদল সেজ্জা পস্তজ্জুসুঅহ্মি তা উবণে হি তা বিসাইং পউদলাইং অদো তদথং পথিদাহ্মি ॥ ২২ ॥

অহমপি তয়া ভণিতা সখি অভিনব পদ্মদল শয্যা পর্য্যংসুকাস্মি তস্মাদুপনয় তাদৃশানি পদ্মদলানি অতস্তদর্থং প্রস্থিতাস্মি ॥২২

গজপতি প্রতাপরুদ্রের অতীব প্রিয়! ইহা হরিপদপরায়ণ রসিক সমাজে সতত বিরাজমান থাকুক ॥ ২০ ॥

মদ। এখন তুমি কোথা যাচ্ছ, বৎসে।২১

অশোক। শ্রীরাধার আজ্ঞা পালন করিতে যাচ্ছি। তিনি বলেছেন সখি আজ আমার অভিনব পদ্মদল-শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাদৃশ পদ্মদল আনয়ন কর। আমি তজ্জন্য যাচ্ছি।২২

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

কর্ণাট রাগ।

(মূল গান পূর্ব্ব পৃষ্ঠ)

কি কহব রে সখি মনসিজ বাধা।

নব নব ভাব-ভরে তনু পুলকিত শিব শিব জপতহি রাধা ॥ ধ্রু ॥

শীতল চন্দন পরসে সমাকুল পিকরুতে শ্রবণহি ঝাপ।

মলয় সমীর পরশে হই জর জর থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥

অলিকুল গান শুনই বর নাগরী উথলত মদন বিকার।

গুরু পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বালক বিহার ॥

মদ। (স্বগতং) অয়ে অতি নিষ্ঠুর বিলসতিপুষ্পচাপঃ শ্রুতং ময়া।

সা দক্ষিণানিল-কুহুরুত-ভৃঙ্গনাদ-
ব্যাজস্তূয়মাণমদনা সুচিরং বিচার্য্যম্।
কিঞ্চিৎ সখীং শশিমুখীং সুমুখী বিবিক্তে
পর্য্যাকুলাক্ষরমিদং নিজগাদ রাধা॥ ২৩॥

তোড়ী বরাড়ী রাগেণ।

বিদলিত সরসিজ-দলচয়-শয়নে।
বারিত সকল সখিজন-নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বর বচনে।
পূরয় কামমিমং শশিবদনে॥
অভিনববিম্ব-কিশলয়চয়-বলয়ে।
মলয়জ-রস-পরিষেবিত-নিলয়ে॥ধ্রু॥

মদ। (স্বগত) অহো, কন্দর্পের বিলাস কি নিষ্ঠুর! আমি শুনেছি শ্রীরাধা মলয়ানিলে, কোকিল কুজনে ও ভ্রমর-গুঞ্জনে সুদীপ্তভাবে কন্দর্প-পীড়িতা হয়েছেন এবং সুদীর্ঘ বিচারের পরে আপনার সখী শশী-মুখীকে গদগদস্বরে বলেছেন—"সখি শশিমুখি—সখীগণের দৃষ্টির অগোচরে কোন নির্জ্জন স্থানে কমল-দল শয্যায় শয়নে আমার বলবর্ত্তী

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

নয়ন যুগলে গলে বারি নিরন্তর ঝমরু বদন সরোজে।
তিমির তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ব্রজকুল রাজে॥
রাইক বদন বেদন হেরি সুন্দরি ফাটিত হৃদয় হামারি।
পামরী লোচন দাস মরি যায়ব সো দুখ সহই না পারি॥ ২০॥

সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং।

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং ॥ ২৪ ॥

মদ। সাধয় শিবাঃ সন্তু তে পন্থানঃ। অহমপি মুকুন্দ মনুসরিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

বাসনা হইয়েছে। শশিমুখি তুমি আমার এই কামনা সত্বরে পূরণ কর। সেই শয্যায় যেন মৃণাল ও কোমলকিশলয় থাকে এবং উহা যেন চন্দন রসে পরিষিক্ত হয়। রামানন্দরায়ের এই গীতে গজপতি রুদ্ররাজের চিত্ত সুখলাভ করুক ॥ ২৩-২৪ ॥

মদ। বৎসে তুমি ত্বরে তাই করগে। তোমার পথ সকল মঙ্গলজনক হউক। আমিও শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণে যাইতেছি।২৫

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

তোড়ী রাগ।

আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন,
পুরাও মোর মন-কাম।
শয়ন মন্দিরে, আনহ সত্বরে,
প্রফুল্ল নলিনীদাম॥ ধ্রু॥
গোপত করিয়া, শেষ বিছাইয়া,
দেহ না সুন্দরি মোরে;
যেন অন্যজনে না হেরে নয়নে,
বিরলে বলিল তোরে।
মন্দির মাঝারে, মলয়জ নীরে,
সেচন করলো ধনি।
না কর বিলম্ব, কুসুম কদম্ব,
শীঘ্র দেহ মোরে আনি॥ ২৪॥

অশো। তা বন্দিজ্জসীতি। (নিষ্ক্রান্তা ॥ ২৬ ॥

মদ। (পরিক্রম্য আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) ভোঃ শুকা জানীতে কুত্রায়ং দ্রষ্টব্যো মুকুন্দঃ। কিং ব্রুত ভাণ্ডীর-তরু মূলে শশিমুখী-দ্বিতীয়ঃ প্রতিবসতি। ভবতু, নিযোজিতা ময়ৈব তত্র শশিমুখী। (প্রত্য) কিং ব্রুবত ত্বং কুত্র প্রস্থিতাসীতি। তত্রৈবাত্মনমপবার্য্য শ্রোতব্যোঽয়ং বৃত্তান্তঃ ইতি। তত্রৈব গচ্ছামীতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ২৭ ॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥ ২৮ ॥*

তস্মাৎ বন্দ্যসে ॥ ২৬

অশোক। দেবি বন্দনা করি—এই বলিয়া অশোকের প্রস্থান ॥ ২৬ ॥

মদ। (পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আকাশের দিকে চাহিয়া) ওহে শুক পক্ষিগণ তোমরা কি জান, কোথায় গেলে শ্রীগোবিন্দের দেখা পাব ? কি বল. তিনি কি ভাণ্ডীর তরুমূলে শশিমুখীর সহিত আছেন ? তাই হউক আমিই শশিমুখীকে সেখানে নিযুক্ত করিয়াছি। (আবার প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) ইহাই জিজ্ঞাস্য কি ? কি বলিতেছ ? তুমি কোথা যাচ্ছ ? আমি সেই খানে আত্মগোপন করিয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। সুতরাং সেই স্থানেই যাই—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিষ্কম্ভকঃ

অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশসূচক।

* বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভাবি ভূতবস্ত্বংশসূচক ইতি।
বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভঃ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ ॥ ২৮ । সাহিত্যদর্পণে

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী-দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। ইতস্ততঃ।

শশি। অনঙ্গ পত্রিকামর্পয়তি।

কৃষ্ণঃ। বাচয়তি—

সুইরং বিজ্ঝসি বিঅঅং লম্ভই মঅণো ক্খু তুজ্ঝসং বলিঅং।
দীসসি সঅল দিশাসু তুমং দীসই মঅণো ণ কুত্তাবি ॥২৯

সুদৃঢ়ং বিধ্যাস হৃদয়ং,—লভতে মদনঃ খলু তুযশো বলীয়ঃ।
দৃশ্যসে সকল দিক্ষু ত্বং,—দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি ॥২৯

শশিমুখি ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এ দিকে, এ দিকে!

শশি। অনঙ্গ-পাত্রিকা প্রদান।

কৃষ্ণ। (পাঠ করিতে লাগিলেন যথা)—"তুমি আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিতেছ কিন্তু এজন্য মদনেরই অতীব অখ্যাতি হইতেছে। আমি সকল দিকেই কেবল তোমাকেই দেখিতেছি কিন্তু মদনকে কোথাও দেখিতে পাই না ॥ ২৯ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

গোণ্ডকিরী রাগ।

শুনবর নাগর কান।
তুঁহু মঝু দৃঢ়করি বিন্ধসি পরাণ ॥ ধ্রু ॥
তুয়া হোর মুঝে বিরহ হুতাশ।
মদনক দোষে ভরমে পরকাশ ॥
কোথু নাহি হেরলু এত অবিচার।
তুঁহু করো দোষ,—অপযশ হউ তার ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) অয়ে অতিভূমিং গতো রাগঃ।তদাকলয়াম্যৌ-
দাস্যেনাস্যা হৃদয়-স্থৈর্য্যম্। (প্রকাশং সাবহিত্থং) সখি—
কোবাঽয়ং মদনাভিধঃ ? কথমিতঃ? কিংবাপরাদ্ধং তয়া
যেনায়ং বিদয়ং দুনোতি সুদৃশং কংসস্য কিং কোঽপ্যসৌ।
(সাটোপং) তদাদেশয় ক্বাসৌ।
অদ্যৈনং ভুজযুগ্মমাত্রশরণঃ সম্মর্দ্য বালামিমা
মব্যগ্র্যাং রচয়ামি কিং ময়ি সতি ত্রাসো ব্রজস্ত্রীজনে ?৩০॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) বোধ হচ্ছে, শ্রীরাধার অনুরাগ সীমা লঙ্ঘন করিতেছে। যাহা হউক তথাপি আমি ঔদাস্য দেখাইয়া ইহার হৃদয়ে স্থিরতা আনিতে চেষ্টা করিব। (ভাব গোপন করিয়া বলিলেন) সখি! এই মদন নামক ব্যক্তিটি কে ? সে কিজন্য এখানে এসেছে। আর তোমার সখীটি বা ইহার নিকট কি অপরাধ করিলেন, যে জন্য সে নিষ্ঠুর ভাবে ইহাকে যাতনা দিতেছে ? এ কি কংসের কোনও আত্মীয় ? (এই বলিয়া গর্ব্বভাবে বলিলেন) সে কোথায় আছে তুমি বল। আমি এখনই কেবল মাত্র বাহুবলে উহাকে মর্দ্দন করিয়া এই বালিকাকে সুস্থির করিব। আমি উপস্থিত থাকিতে ব্রজবালার এত ত্রাস ? কি আশ্চর্য্য ! ॥ ৩০ ॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

দিগ বিদিগে হাম তুয়া রূপ দেখি।
কৈছন মদন হাম কাঁহু নাহি পেখি ॥
অবজাতি জীবন লেখি দিল মোর।
লোচন বচন সকল ভেল তোর ॥ ২৯ ॥

আপটীক্ষেপেণ প্রবিশ্য।

বিদূ। ভো বঅস্‌স ণ ক্‌খু এসো কংসস্‌স কোবি অহং জ্জেব মঅণাভিহো তা তুএ কিং মহ বহ্মণস্‌স কাদব্বং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্‌মূর্খ অলং পরিহাসেন।

বিদূ। ভোঅদি অহ্মাণং পিঅ বঅস্‌সস্‌স হত্থে লড্ডুঅ জুঅলং তুএ দাদব্বং পিঅবঅস্‌স তত্থ গত্তুঅ মঅণং নিরাকরিসসদি ॥ ৩২ ॥

মদ। (কর্ণং দত্বা) অয়ে নিস্‌ষ্টার্থেয়ং দূতী। যতঃ—

ভো বয়স্য ন খলু এষ কংসস্য কোঽপি অহমেব মদনাভিধ স্তৎ কিং ত্বয়া মম ব্রাহ্মণস্য কর্ত্তব্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্য-হস্তে লড্ডুকযুগলং ত্বয়া দাতব্যং। প্রিয়-বয়স্য তত্র গত্বা মদনং নিরাকরিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অতঃপরে উত্তরীয় বস্ত্র ক্ষেপণ করিতে করিতে
বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। হে বয়স্য, সে ব্যক্তি কংসের কেহই নয়। আমারই নাম মদন। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তুমি আমার কি করিবে, বল ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ! আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই।

বিদূ। ওগো শশিমুখি! তুমি আমাদের প্রিয় বয়স্যের হস্তে দুটী লাড্ডু দাও। এই প্রিয় বয়স্য সেখানে যাইয়া মদনকে বিতাড়িত করিবেন! ॥ ৩২ ॥

মদ। (লতান্তরে অবস্থান পূর্ব্বক কাণ পাতিয়া) ওগো। দেখিতেছি

ইয়ং তত্ত্বদ্বচো বৃন্দাবনে মাধব-সন্নিধৌ ।
রাধারূপকথাব্যাজাত্বাচাসক্তি-কোবিদা ॥
(নিরূপ্য বিহস্য)
অমুস্যাঃ প্রোন্মীলৎ কমল-মধুধারা ইব গিরো
নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকম্ ।
উদঞ্চৎ কামোঽপি স্বহৃদয়-কলাগোপনপরো
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমূচে কথমিদম্ ॥

ভদ্ভবতু অতিভূমিং গতো রাগো মাধুর্য্যমাবহতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ । পুনরপি পত্রিকাং বাচয়িত্বা সখি সম্যগিদং নাবকলিতং ।

এযে নিসৃষ্টার্থা দূতী । এই শ্রেণীর দূতীরা ঠিক আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে । এই দূতী আসক্তি বিষয়ের বর্ণনায় সুশিক্ষিতা বলিয়াই বোধ হইতেছে । শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই দূতী যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহাতে ছলপূর্ব্বক শ্রীরাধার রূপেরই বর্ণনা করিয়াছে । (এইরূপ নিরূপণ করিয়া উচ্চহাস্যে বলিলেন)— প্রফুল্লকমলের মধুধারার স্থায় ইহার বাক্যগুলি শ্রীকৃষ্ণ সমাদরে শ্রবণ করিয়া মত্তের ন্যায় মস্তক আলোড়িত করিতেছেন এবং সমুদিত কাম-প্রভাবে বিবশ হইতেছেন তথাচ হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে স্বগত ভাবেই কত কি বলিতেছেন—এ প্রকার ব্যাপার কেন ? নিশ্চয়ই অনুরাগের প্রভাব ! তাহাই হউক, প্রেমের আতিশয্য হইলেই উহা মাধুর্য্যে পরিণত হয় । ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (পুনর্ব্বার পত্রিকা পাঠ পূর্ব্বক) সখি আমি এই পত্রের মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না । আমি বৃন্দাবনে যমুনাতটাঙ্কে

গোপালবালকবৃতো যমুনা তটান্তে
বৃন্দাবনে কিমপি কেলিকলাং ভজামি।
কস্মাদিয়ং দিশি দিশি স্ফুটরূপভাজং
মামেম পশ্যতি কুরঙ্গকিশোরনেত্রা ॥ ৩৪ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ।

গোপকুমার সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্‌।
সখি পরিহর বচন-বিলাসং।
গোপ-শিশূনাং বিদিত মিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসম্‌ ॥ধ্রু
যদিচ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমতি তদা ময়ি রতিরতি বিকলা বালে কিল করণীয়া ॥

রাখালবালকগণের সঙ্গে খেলিয়া বেড়াই, এই বালমৃগী-নয়না গোপবাল আমাকে কিরূপে দেখিতে পাইলেন? আমি তো এক স্থানে স্থির থাকি না—এদিক্‌ সেদিক্‌ ভ্রমিয়া বেড়াই, আমার স্ফুটরূপ ইনি কিরূপে দেখিলেন? ৩৪ ॥

গানের গদ্যানুবাদ

সখি, এইতো রাখাল বালকগণ এখানে আছে; ইহাদিগকে জিজ্ঞাস কর, আমি কখন সেখানে গিয়াছি? শ্রীরাধা এদিকে-সেদিকে আমাং কোথায় কিরূপে দেখিতে পাইয়াছেন আমি তো তাহা বুঝিতে পারি তেছি না। কেনই বা তাঁহার মোহ জন্মিল? সখি, এইরূপ বাগ- ড়ম্বর ছেড়ে দাও। এই সকল গোপবালক একথা জানিলে, আমার পক্ষে গুরুতর পরিহাসের বিষয় হইবে। তিনি কুলকন্যা হইয়া যদিও

গজপতিরুদ্র-মুদে মধুসূদনবচন মিদং রসিকেষু।
রামানন্দ রায়কবিভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥ ৩৫॥

কুলমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়েছেন; কিন্তু একি? আমি যে বালক—আমার প্রতি এই উদ্বেগময়ী রতি স্থাপন করা তো তাঁহার উচিত নয়!

গজপতি রুদ্রের প্রীতির জন্য কবি রামানন্দরায়ভণিত এই গীত—নিখিল রসিকজনের হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক। ৩৫॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

সামগুজ্জরী রাগ।

সখি তেজ হাস পরিহাস।
যদি এ বচন,　　শুনে সখাগণ,
মোর হবে সর্ব্বনাশ॥ ধ্রু॥
অহে শশিমুখি,　　জিজ্ঞাসহ দেখি,
ব্রজবালকের স্থানে।
তার অনুগত,　　কভু নন্দসুত,
নহে স্বপনে শয়নে॥
এ সব চাতুরী,　　সখি পরিহরি,
যাহ আপনার বাস।
সেই কুলবালা,　　অবলা অখলা,
রটাইবি তার হাস॥
আর নিবেদন,　　চন্দ্রাসখি শুন,
সেই প্রতিব্রতা বালা।
তেজি কুলধর্ম্ম　　মোর সনে নর্ম্ম,
করিলে না যাবে জ্বালা॥

শশি। (স্বগতং) অহো পিঅসহীএ অথাণাণুরাও তা কি এত্থ কাদব্বং ॥ ৩৬ ॥

[প্রিয়সখ্যাঃ অস্থানানুরাগঃ তৎ কিমত্র কর্ত্তব্যং ॥ ৩৬ ॥]

শশি। (মনে মনে) অহো! কি অস্থানেই প্রিয়সখীর অনুরাগ জন্মিয়াছে! এখন কি করা কর্ত্তব্য? ৩৬॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

হাম অতি বালা, পিরিতে বিকলা,
না হবে তাহাতে সুখ।
মদন দাহনে, দগধি পরাণে
বিদরিবে তার বুক।
চতুর নাগর, কপট-সাগর,
চাতুরী তরঙ্গে ভাবে।
শুনি শশিমুখী, ছল ছল আঁখি,
লোচন দেখিয়া হাসে ॥ ৩৫ ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

কানুর কঠিন বচন শুনি শশিমুখী থর থর অঙ্গহি কাঁপ।
হেট মুণ্ড করি রহলি ধরণী ধরি রাই স্মঙরি করু তাপ ॥ ধ্রু ॥
হরি হরি, কাহে চিন্তলি ধনী শ্যামক লেহ ॥
পীযুষ ভরম করি কালকূট ইচ্ছবি অব জ্বলি যাওব দেহ ॥
সুশীতল চাঁদ ভরমে হই আকুল সুদৃঢ় করলি অনুরাগ।
গণইতে চাঁদ না ভেল সোই নাগর হৈ গেল বহু উপরাগ।
এসব সম্বাদ শুনব যব নাগরী তব কিয়ে হোএ না জান।
লোচন বচন শুনহ বর সুন্দরি কানুক কঠিন পরাণ ॥ ৩৬॥

বিদূ। ভো কিং এদাএ দুট্‌ঠ গোবীধীদাএ ভণিদাএ বঅস্‌স পেক্‌খ পেক্‌খ।

রইঅরচলিদা হংসী মগ্‌গই চ্ছাঅং কমলগুচ্ছস্‌স।

মারুঅ ধুঅ অরআত্তা পেক্‌খসি জং তং নিআরেদি ॥৩৭॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) অহো বচনভঙ্গী ধূর্ত্তস্য। (প্রকাশং) ধিঙ্‌ মূর্খ কিমপ্রস্তুতমালপসি ॥ ৩৮ ॥

বিদূ। ভো বঅস্‌স মএ জ্জেব পত্থ্‌দং ভণিদং ॥ ৩৯ ॥

মদ। (স্বগতং) সর্ব্বথা কৃতার্থাসি অয়ে রাধিকে ॥ ৪০ ॥

ভোঃ কিমেতয়া দুষ্ট গোপীপুত্রিকায়া ভণিত্যা বয়স্য পশ্য পশ্য রবিকর-চলিতা হংসী মৃগয়তি ছায়াং কমলগুচ্ছস্য মারুতধুততরাত্মা পশ্যসি যত্তাং নিবারয়তি ॥ ৩৭ ॥

ভো বয়স্য ময়ৈব প্রস্তুতং ভণিতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিদূ। বয়স্য, এ দুষ্টা গোপীপুত্রিকার কথায় কাণ দিবার কি প্রয়োজন? সখে, দেখ দেখ এই হংসী রবির প্রখর কিরণে পীড়িতা হইয়া কমল-দলের চ্ছায়ার অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু কমল-গুচ্ছ বাতকম্পনে নিজ দেহের আলোড়নে যেন ঐ হংসীকে নিবারিত করিতেছে।৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) অহো, ধূর্ত্তের বচন-ভঙ্গী দেখ। (প্রকাশ্যে) ধিক্ মূর্খ, কি অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছ?৩৮॥

বিদূ। বয়স্য, আমি প্রাসঙ্গিক কথাই বলিতেছি। ৩৯॥

মদ। অয়ে রাধিকে তুমি সর্ব্বপ্রকারই কৃতার্থ হইয়াছ।৪০॥

শশি। (প্রকাশং) মহাভাআ অসরিসং তুম্হারিসাণং অনুগদ-বঞ্চণং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। ভদ্রে অন্যদপ্যাকলয়।

দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবং ॥ ৪২ ॥

মহাভাগ অসদৃশং ত্বাদৃশানাং অনুগত বঞ্চনং ॥ ৪১ ॥

শশি। (প্রকাশ্যে) মহাভাগ, আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তির পক্ষে অনুগত বঞ্চন একবারেই অসদৃশ। ৪১

কৃষ্ণ। ভদ্রে, অন্য কথা বল। (এ কথা ছেড়ে দাও)। ওগো মুগ্ধে তিনি কুলবধূ, কুল-পালিতা, স্বামীই তাঁহার প্রিয় বস্তু হওয়া উচিত ; তিনি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কেন আচার-বিপ্লবজনক কার্য্য করিবেন ? ৪২

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

কামোদ রাগ।

ছাড় চাতুরি, শুনল সুন্দরি,
তোরে বলি আমি সার।
সে কুল কামিনী, ভুবন মোহিনী
দয়িত বল্লভ তার ॥ ধ্রু ॥
তাহে রাজসুতা, রূপ গুণ যুতা,
সকল ভুবন সীমা।
ক সুখ লাগিয়া, রাখালে ভজিয়া,
কুল হারাইবে রামা ॥

বিদূ। ভোদি অম্হাণং পিঅবঅসসো ধম্মসরণো তা ওসরদু ভোদী। (কৃষ্ণস্য হৃদি হস্তং দত্ত্বা) ভোদী মা উত্তম্ম সা জ্জেব। পিঅবঅসস্স হিঅএ কুরকুরাঅদি। তা মএ জ্জেব ফুড়ং কাদব্বং সব্বং। (কর্ণে ভো বঅস্স

ভবতি অস্মাকং প্রিয়বয়স্যো ধর্ম্মশরণঃ তদপসরতু ভবতী। ভবতি মা উত্তাম্য সৈব প্রিয়বয়স্যস্য হৃদয়ে কুরকুরায়তে তস্মাৎ ময়ৈব স্ফুটং কর্ত্তব্যং সর্ব্বম্। ভো বয়স্য যুষ্মাভিরপি সা স্বপ্নে বার সহস্রং দৃষ্টা ইদানীং কস্মাদর্শ্যমান আত্মা অর্থাপয়সি ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। ওগো, আমাদের প্রিয় বয়স্য ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মের শরণাগত! তুমি উতলা হইও না। তোমাদের শ্রীরাধা আমাদের বয়স্যের হৃদয়ে কুর্ কুর্ করিতেছেন। এখন যাহা কর্ত্তব্য, আমাকেই করিতে হইবে। (শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে মুখ দিয়া) বয়স্য, যাহাকে তুমি স্বপ্নে সহস্র বার

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

এ সব বচন, না শুন কখন,
শুনলো পরাণ সখি।
তোর পরিহাসে, এই হবে শেষে,
কলঙ্ক রটিবে দেখি ॥
নাগরের কলা, না বুঝে অবলা,
তাহার সরল মন।
হৃদয়ে বিষাদ, গণয়ে প্রমাদ
আশ্বাসে দাস লোচন ॥ ৪২ ॥

তুম্হেহিং পি সা সিবিণে বারসহস্সং দিট্ঠা। এহ্নিং কীস অথিজ্জন্তো অপ্পা অথাবিজ্জদি ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ। ধিঙ্মূর্খ! মম স্বপ্ন বৃত্তান্তঃ কথং ত্বয়া জ্ঞাতঃ।

বিদূ। সিবিণে বি কিং পরিহরসি তহিং জ্জেব অম্হে হিং পি দিট্ঠং ॥ ৪৪ ॥

স্বপ্নে কিং পরিহরসি অপিতু ন তস্মিন্নেবাস্মাভিরপি দৃষ্টং ॥ ৪৪।

প্রত্যক্ষ কর, এখন তিনি তোমাকে পুনপুনঃ চাহিতেছেন কিন্তু তুমি তাঁহাকে কেন প্রত্যাখ্যান করিতেছ ?৪৩

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ, তুমি আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত কি রূপে জান্‌লে ?

বিদূ। বয়স্য তুমি স্বপ্নেও কি আমায় পরিত্যাগ ক'রে থাক, স্বপ্নেই আমি দেখেছি ?৪৪

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

সামগুজ্জরী রাগ।

শুন বর কান।
তুহু চরিত হাম কিছুই না জান ॥ ধ্রু ॥
শয়নে স্বপনে তুঁহু হেরি রূপ তার।
রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার ॥
হৃদয়ক মাঝে ভাবসি তাক নাম।
কাহে কপট অব কর গুণধাম ॥
অবসো অনুরাগিণী ভেজল দূতী।
তুঁহু কাহে উপেখল তাকর পাঁতি ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) যদ্যপ্যনেন বাচাট বটুনা পরিহাস শীলতয়া আলপিতং তথাপি সদ্বাদো বৃত্তঃ। ভবতু তথাপি জিজ্ঞাসনীয়স্বভাবা হি বালারমণ্যঃ। [প্রকাশং] ভদ্রে তন্নিবর্ত্ত্যতাং অসদৃশাৎ সাহসাদিয়ং বালা। [বিদূষকং প্রতি] বয়স্য তদেহি বয়মপি বৎসাহরণায় যামঃ॥ ভদ্রে ত্বমপি সানুনয়মেনাং নিবর্ত্তয়েতি ॥ ৪৫ ॥

মল্লার রাগেণ ॥

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী।
রবিমনুনৈব বৃষস্যতি রজনী ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) যদিও এই বাচাল বটু পরিহাসচ্ছলেই এই সকল কথা বলিতেছে, তথাপি সে ঠিক কথাই বলেছে। তথাপি বালা রমণীর স্বভাব সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে (প্রকাশ্যে) ভদ্রে এই অযোগ্য অনুচিত সাহস হইতে উঁহাকে নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য। (বিদূষকের প্রতি) সখে এস বৎস আহরণের জন্য যাই। ভদ্রে তুমি অনুনয় পূর্ব্বক এই বালিকাকে নিবৃত্ত কর গিয়া।৪৫

গীতের গদ্যানুবাদ।

চন্দ্রে সরোজিনীর অনুরাগ হয় না। রজনীও দিবাকরকে পতি বলিয়া গ্রাহ্য করে না। পরপুরুষের প্রতি কুলবতীগণের এইরূপ আচরণ

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

যাচত লছমী চরণে কর দূর।
শেষে দুখ পাওবী মূরখ চতুর ॥
সুজনক না হোই এত অবিচার।
লোচন দাস কহত রসসার ॥ ৪৩ ॥

কুলবনিতানামিদমাচরিতং।
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতং ॥
শশিমুখি বারয় বারিজবদনাং।
অনুচিত বিষয় বিকস্বর মদনাং ॥ ধ্রু ॥
সা যদি গণয়তি ন কুল চরিত্রং।
কিমতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং ॥
উদয়তু রুদ্র গজাধিপ হৃদয়ে।
রামানন্দ ভণিতমতিসদয়ে ॥ ৪৬ ॥

অতীব গুরুতর পাপজনক। শশিমুখি, তুমি এই পদ্মমুখী শ্রীরাধাকে বারণ কর। অনুচিত বিষয়ে প্রমত্ত মদন বিকার গ্রস্তা হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তিনি যদি আপনার কুল চরিত রক্ষা না করেন, আমরা তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে না করিব কেন? রামানন্দরায়ের এই গীত অতি সদয় প্রতাপ রুদ্রের হৃদয়ে উদিত হউক।৪৬

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

মঙ্গল রাগ।

সখি বিচারিয়া দেখ মনে ॥
নিজ পতি বিনে, সতী অন্য জনে,
না হেরে নয়ন কোণে ॥ ধ্রু ॥
দেখ অনুমানি, কখন নলিনী,
শশধরে নাহি ভজে ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৪৭ ॥

॥ * ॥ ইতি ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ ২ ॥ * ॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের ভাব পরীক্ষা নাম দ্বিতীয় অঙ্কের শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ।

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

হেরি দিনমণি,　　সেই সে যামিনী
স্বপনে না কভু মজে ॥
যে বা কুলবতী,　　তার এই রীতি,
নিশ্চয় বলিল তোরে।
সেই পদ্মমুখী,　　শুন প্রাণ সখি,
বিনয়ে বুঝাবে তারে,
তেজি কুল-ধর্ম্ম,　　অনুচিত কর্ম্ম,
সে ধনীর উচিত নয়।
এ কথা শুনিয়া,　　কাঁপে মোর হিয়া,
সখি নিবেদিবে তায় ॥
কৃষ্ণের বচন,　　শুনিয়া তখন,
সজল শশীর আঁখি।
আশ্বাসি লোচন,　　করে নিবেদন,
তব কিবা দোষ সখি ॥৪৬॥

তৃতীয়ঃ অঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি অশোকমঞ্জরী

অশোক। অএ সুদং মএ মঅণিআএ বনদেঅদাএ সসিমুহীএ সদ্ধং কিম্পি রহস্সং কুণন্তী। মাহবীলদামণ্ডব সআসে পিঅসহী চিট্ঠদি তা পেক্খিঅ গমিস্সং। (অগ্রতোঽবলোক্য সমুপসর্প্যচ) অএ এদাও লহু লহু কিম্পি জম্পন্তি তা ণ জুজ্জদি এত্থ পবিসিদুং। ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ১ ॥

অয়ে শ্রুতং ময়া মদনিকয়া বনদেবতয়া শশিমুখ্যাচ সার্দ্ধং কিমপি রহস্যং কুর্ব্বতী মাধবী লতা মণ্ডপ সকাশে প্রিয়সখী তিষ্ঠতি তং প্রেক্ষ্য গমিষ্যামি ॥

অয়ে এতা লঘু লঘু কিমপি জল্পন্তি তন্ন যুজ্যতেঽত্র প্রবেষ্টুং ॥ ১ ॥

তৃতীয় অঙ্ক

অনন্তর অশোকমঞ্জরীর প্রবেশ

অশোক। আমি শুনতে পেয়েছি মদনিকা বনদেবতা ও শশীমুখীর সহিত নির্জ্জনে কি পরামর্শ করবার জন্য শ্রীরাধা মাধবী-মণ্ডপের নিকট একত্র হইয়াছেন, আমি উহা দেখিয়া পরে যাইব। সুতরাং এখন ওখানে প্রবেশ করা উচিত নয়। *

এই বলিয়া অশোক মঞ্জরী প্রস্থান করিলেন। ১॥

---

* (রহস্য শব্দে বঙ্গভাষায় অনেক হাস পরিহাস ইত্যাদি বুঝিয়া লন। বাস্তবিক উহার অর্থ নির্জ্জনে গোপনে গূঢ়ভাবযুক্ত কোন কিছু

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী মদনিকাভ্যাং প্রবোধ্যমানা রাধা

রাধা। (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) সচ্চকং জ্জেব পরিত্তিদক্ষি নাহবেণ ॥ ২ ॥

সামগুজ্জরী রাগেণ ॥

কুলবনিতাজনধৃতমাচারং।
তৃণবদগণয়ং গলিত বিচারং ॥
শিব শিব কিম্বাচরিতমশস্তং।
বিধিরধুনা বদ বশয়তু কস্তং ॥ ধ্রু ॥

সত্যকমেব পরিত্যক্তাস্মি মাধবেন ॥ ২ ॥

প্রবোধদাত্রী শশীমুখী ও মদনিকার সহিত
শ্রীরাধার প্রবেশ

রাধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সত্য সত্যই মাধব আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন।২॥

গানের অনুবাদ

হায় আমি কোনও বিচার না করিয়া কুলবতীগণের আচার তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়াছি, শিব শিব কি অযোগ্য কার্য্যই করিয়াছি। বল এখন আমার উপায় কি? কেই বা আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ?

বুঝায়। এস্থলে প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃত প্রতিশব্দে রহস্যং কুর্ব্বতী এইরূপ পদ আছে। কৃ ধাতুর উত্তর নিমিত্তার্থ শতৃ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে কুর্ব্বতী পদ প্রযুক্ত হইয়াছে) অর্থ,—গোপনে পরামর্শ করার জন্ত।

শিশুরপি যুবতিরিবাহিত ভাবা।

বিগলিত লজ্জিতমহমিব কা বা ॥

গজপতি রুদ্র মুদে সমুদিতং।

রামানন্দ রায় কবিগীতং ॥ ৩ ॥

শশি। বিগ্নিদো জ্জেব সব্বো বুত্তন্তো তা সঅং জ্জেব বিআরী অদূ ॥ ৪ ॥

বর্ণিত এব সর্ব্ব বৃত্তান্তঃ তৎ স্বয়মেব বিচার্য্যতাং ॥ ৪ ॥

শিশু হইয়াও যুবতীর ন্যায় অযোগ্য ভাব অবলম্বন করিয়াছি। আমার ন্যায় লজ্জাহীনা আর কে আছে? রায় রামানন্দ কৃত এই গান গজপতি রুদ্রের জন্য রচিত হইল ॥ ৩ ॥

শশি। সকল কথাইতো বলেছি এখন নিজেই বিচার ক'রে দেখ।৪॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

সখি বল উপায় কি কার।

প্রাণ মোর সদা কান্দে, মনস্থির নাহি বান্ধে,

কে মোরে মিলায়ে দিবে হরি ॥

কুলভয় ত্যায়াগিল, তৃণ করি না মানিল,

আগে হাম না কৈল বিচার।

এবে হইল বিপরীত, নিদারুণ ভেল নাথ,

নিশ্চয় না কৈল অঙ্গীকার ॥

হায় সখি কি মোর করম গতি মন্দ।

হাম অতি শিশুমতি, যুবতীর সম রীতি,

আচরিয়ে না মিলে গোবিন্দ ॥

রাধা । (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

শ্রাবং শ্রাবং সুসাম শ্রুতিসমিতপরব্রহ্ম-বংশীপ্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকী বর তরুণ কলা-কেলি-লাবণ্যসারম্ ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুদ্যদ্দ্যুমণি-কুমুদিনী বন্ধুরোচিঃ সরোচি
শ্ছায়ং শ্রীকান্তসন্তং দহতি মম মনো মাং কুকূলাগ্নি দাহম্ ॥৫

রাধা । সখি, সুমধুর সামবেদ তুল্য শব্দব্রহ্মময় বংশীধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া, ত্রিলোক সুন্দর তরুণ কলাকেলিলাবণ্যসার শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া প্রোজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় আলোক ও ছায়ার ন্যায় শ্রীকান্তের অঙ্গসঙ্গ ধ্যান করিয়া করিয়া আমার মন আমায় তুষের অনলের মত দগ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥ *

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

গোকুল মণ্ডল মাঝে, কোন ধনী ত্যজে লাজে,
মোর সম নহে বাউলিনী ।
লোচন বচন মন, জাতি কুল সমর্পণ,
তবু নাহি হেরি নীলমণি ॥ ৩ ॥

---

* মুর্শিদাবাদে মুদ্রিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই পদ্যের কোন টীকা ছিল না । উহার প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণ আমি দেখিতে পাই নাই । কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে একটুকু টিপ্পনী আছে । তাহাতে সুসাম পদের অর্থ করা হইয়াছে—শান্ত । কিন্তু বঙ্গানুবাদে আছে মনোহর সাম বেদ তুল্য । টীপ্পনীতে সন্দেহ আছে, কিন্তু অনুবাদটি ঠিক । অপিচ উহার তৃতীয় পদে ও চতুর্থ পাদের যে অনুবাদ আছে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া

শশি। সহি মুঞ্চ অত্থাণাগহং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ॥ ৬ ॥

যদযদ্বাঞ্ছিতমঙ্গন-প্রতিকৃতৌ কৃষ্ণে ত্বদর্থং ময়া
তত্তত্তেন নিবারিতং শিশুদশাভাব প্রকাশৈরলম্।
আস্তামুৎকলিকা-প্রসূন বিগলন্মাধ্বীক-নদ্ধং বিষং
কৃষ্ণধ্যানমিতোঽন্যতঃ সুবদনে সংকল্পমাকল্পয় ॥ ৭ ॥

সখি মুঞ্চ অস্থানাগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

শশি। সখি, তোমার এই অস্থানে আগ্রহ ত্যাগ কর। সেই কাজল রঙের কৃষ্ণের নিকট তোমার যত কথা বলিয়াছি, তিনি শিশুভাবের ভাণ করিয়া সকল কথাই কাটিয়া দিয়াছেন। তুমি এখন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ছেড়ে দাও, উহা তোমার উৎকণ্ঠাময়ী চিন্তা কুসুমের মধুমিশ্রিত বিষ। সুবদনে তুমি অন্য কাহারও চিন্তা কর ॥ ৬।৭ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

সিন্ধুড়া রাগ।

রাধিকে কে তুহুঁ বৃথা কর অনুতাপ।

শ্যামক নাম ছোড়ি, আন ভজ সুন্দরী,

হামে করহ ধনি মাপ ॥ ধ্রু ॥

মনে হইল। উহাতে "সরোচিষ্ছায়ং" ও "শ্রীকান্ত সঙ্গ" এই দুই পদের অনুবাদ আদৌ না থাকায় এবং "ধ্যায়ং ধ্যায়ং" সকর্ম্মক ক্রিয়া পদের কর্ম্মের স্থানীয়, 'শ্রীকান্তসঙ্গ' পদের উল্লেখ অনুবাদে না থাকায় অনুবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হইতেছে।

সুহয়ী রাগেণ

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী ।
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী ॥
রাধিকে পরিহর মাধব-রাগময়ে ॥ ধ্রু॥
ক্ষীণে শশিনিচ কুমুদবনীয়ং ।
ভজতি ন ভাবং কিমু রমণীয়ম্ ॥

গানের গদ্যানুবাদ ।

পতির হীনাবস্থা হইলেও সতী রমণী তাহারই ভজনা করে। হরিণী হরিণকে ছাড়িয়া কখনও সিংহের ভজন করে না। অয়ে সুবদনি, মাধবের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ কর ! চন্দ্র যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখনও

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

তুয়া গুণ গাঁথি হাম নাগর নিয়রে কহলি বিবিধ পরকার।
শুনইতে করু হাস নিঠুর সোই নাগর না বুঝল পিরিতি বেভার ॥
শ্যাম গোঙয়ার হাম বুঝল রে সখি শুন তুহুঁ বচন সুঠাম।
তুহুঁ বর নাগরী রূপে গুণে আগোরি হাসাওবি আপনার মান ॥
অঞ্জন সদৃশ হৃদয় তছু অঞ্জন সরল হৃদয় নহ কান ॥
সুজন তুঁহ রাই কুজন সোই নাগর তাকর প্রেম গরল সমান ॥
বহু উতরোল না হই বর নাগরি সহজে সহজে লেহ কাজ।
লোচন বচন শুনহ বর মোহিনী মিলব নাগর রাজ ॥ ৬৭ ॥

সুখয়তু গজপতিরুদ্র নরেশং।
রামানন্দরায়গীতমনিশম্ ॥ ৮

রাধা। (সাস্রং) দেবি মদনিকে কঃ প্রকারঃ।

কুমুদিনী কি রমণীয় ভাবে উহার ভজনা করে না! রামানন্দ রায়ের বর্ণিত
এই গান গজপতি-রুদ্র-নরেশের সুখজনক হউক ॥ ৮ ॥

রাধা। (সজল নয়নে) সখি মদনিকে,—এ কি হ'লো? একি প্রকার!
হরি তো প্রেমচ্ছেদের বেদনা জানেন না, প্রেম ও স্থানাস্থান জানে না।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠে মূল দ্রষ্টব্য)

সুহয়া রাগ।

আর মঝু বাণী শুনহ বর রাই।
মাধব-রাগ পরিহর ঘর যাই ॥ ধ্রু ॥
তুঁহু বর সুন্দরী অখিল জগত-সার।
কুল শীল ধৈরজ ধরমে অপার ॥
পতিবরতাক এমত নহু রীত।
নিজ পতি ছোড়কে না করু অনুচিত ॥
অকৃতি পতি যদি হয় গুণহীন।
তবু কুলকামিনী তাক অধীন ॥
কেশরী অশন না ভুখত হরিণী।
সুশীতল চাঁদ না ভজত নলিনী ॥
কুল বনিতাগণ এমত বেভার।
পরপুরুষাদি গমন দুরাচার ॥
এত শুনি নাগরী হওল উদাস।
আশ্বাস করত দীন লোচন দাস ॥ ৮ ॥

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্য দুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥৯

মদনও আমায় দুর্ব্বলা জানিয়া কৃপা করিতেছে না। এ জগতে কেহ কাহারও দুঃখ বুঝে না। জীবন তো আমার বশীভূত নয়। যৌবনও তো দুতিনদিনের বেশী স্থায়ী নয়। হায় হায় বিধাতার একি বিধান! অথবা বিধি পদটি সম্বোধনে রাখিয়া এ অর্থও হইতে পারে হায় হায়, হে বিধাতঃ এখন আমার গতি কি ?) ৯

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ ।

দুঃখী বরাড়ী রাগ ।

সখি হে কি কহব সে সব দুঃখ
আমার অন্তর হয় জর জর বিদরিয়া যায় বুক ॥ ধ্রু ।
প্রেমের বেদন না জানে কখন নিদয় নিঠুর হরি
কুলিশ সমান তাহার পরাণ বধিতে অবলা নারী ॥
প্রেম দুরাচার না করে বিচার স্থানাস্থান নাহি জানে ।
সে শঠ লম্পট কুটিল কপট নিশি দিশি পড়ে মনে ।
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী কানুর পিরিতি কাল ।
তাহাতে মদন হইয়া দারুণ হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥
আনের বেদন আনে নাহি জানে শুনলো পরাণ সখি ।
মোর মনোদুঃখ তুমি নাহি দেখ আন জনে কাঁহা লখি ॥

মদ। কথমেবং উত্তাম্যসি—যতঃ ?

সমাকৃষ্টা দূরাৎ কিমপি যদি সা কেতকিবন-
প্রসূনেনোন্মীলৎ সুরভি-ভরসারেণ নিয়তম্।
অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রসমালোক্য ন মনাক্
অপি প্রান্তপ্রাপ্তা পরিহরতি তন্নো মধুকরী ॥ ১০ ॥

রাধা। (ধৈর্য্যমবলম্ব্য) পরিত্যক্ত এবেত্যর্দ্ধোক্তেন

(সসাধ্বসোৎকম্পং) দেবি নায়ং মমাপরাধঃ যতঃ—

মদ। সখি, এত উতলা হইতেছ কেন ? দেখ, সুগন্ধি কেতকী কুসুমের মনোহর সৌরভে মধুকরী দূর হইতে আকৃষ্ট হইয়া উহার রেণুসমূহের উপরে বিচরণ করিতে থাকে, যখন তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও রস প্রাপ্ত হয় না, তখন কি সে উহা ত্যাগ করে না ? (সখি তুমিও সেইরূপ এই অরসিক কৃষ্ণ-সঙ্গ-বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধ্বনিতার্থ)

শ্রীরাধা। (ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক) তবে সে আশা পরিত্যাগ করিলাম। এই বলিয়া ভীতভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে) দেবি ইহাতে আমার অপরাধ

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

কি দোষ তোমার পরাণ আমার সেহ মোর বশ নয় ॥
কানু বিরহেতে বলিলে যাইতে তথাপি প্রাণ না যায় ॥
নারীর যৌবন দিন দুই তিন যেন পদ্মপত্রের-জল ॥
বিধি মোরে বাম না হেরিল শ্যাম আমার করম ফল।
সখীর সদন করি বিলপন সজল নয়ন ধনী।
হেরিয়া লোচন আশ্বাস বচন কহে যুড়ি দুই পাণি ॥ ৯ ॥

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদন হতকেনাহৃতমভূৎ।
(ক্ষণং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য)
পুনর্যস্মিন্নেব ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ॥ ১১ ॥

মদ। (স্বগতং) অতিভূমিং গতোঽস্যা অনুরাগস্তদতিপ্রিয় কথনেনান্যমানসং রচয়ামি। (প্রকাশং) বৎসে পশ্য পশ্য ॥ ১২

যোঽয়ং ত্বয়া স্বকর-পুষ্কর-সিক্ত-মূলঃ
সম্বর্দ্ধিতঃ সুতনুবাল রসাল শাখী।
জাতঃ স তে মুকুলদন্তুর-মৌলিরীষদ্
মন্যে তদেব মধুপাঃ প্রিয়মালপন্তি ॥১৩॥

নাই। কেন না, সহসা যখন শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন তখন হতভাগা মদন আমার চিত্ত চুরি করিয়া লইয়া ছিল।

(কিছুকাল নীরব থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

সখি, আবার যদি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্ম আমার নেত্র গোচর হন, তবে সেই ঘটিকাগুলিকে রত্নখচিত করিয়া লইব।১১

মদ। (স্বগত) ইঁহার অনুরাগ স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অন্য কোন প্রিয় কথা বলিয়া ইঁহাকে অন্য মনস্ক করিতে চেষ্টা করি। (প্রকাশ্যে) বৎসে দেখ দেখ:—তুমি নিজের কর-কমলে যাহার মূলে জল সেচন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, সেই বাল আম্র বৃক্ষের অগ্রভাগ ঈষৎ মুকুলিত হইয়াছে। তাই মধুকরগণ ইহার উপরে মধুরালাপ করিতেছে ॥ ১২-১৩ ॥

রাধা। (সত্রাসোৎকম্পং) হলা শশিমুখি স্মর্ত্তব্যাস্মি।

মদ। (স্বগতং) অহো কেয়মনর্থপরম্পরা স্বয়মুপস্থিতা।

(প্রকাশং) বচ্ছে মাতিবিক্লবাভূঃ উপলক্ষিতমেবাস্য সানুরাগ হৃদয়ম্॥ ১৪ ॥

দেশাগ রাগেণ

সরস কথাসু কথং পুলকাচিতমানন কমলমজস্রং।
কলয়তি চারু হসিত নব বলিতং পরিহৃত কেলি সহস্রম্॥
মুগ্ধে পরিহর শঙ্কিতমধিকমহংয়ে ॥ ধ্রু ॥
আদর মধুর মিমামনুবেলং কথমালপতি সসারম্।
সুমুখি সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমু ন বিচারম্।

রাধা। (ত্রাস-উৎকম্পিত ভাবে) ওগো শশিমুখি আমায় মনে রাখিও।

মদ। (স্বগত) হায় এযে অনর্থের পর অনর্থ উপস্থিত হইল। বৎসে অত ব্যাকুল হইও না। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিশ্চয়ই অনুরাগ আছে।১৪

গানের গদ্যানুবাদ

যদি তাই না হবে, তবে শশিমুখীর বাক্যে তোমার 'কথায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে অজস্র পুলক দেখা যাইবে কেন? সহস্র সহস্র ক্রীড়া কৌতুক ত্যাগ করিয়া কেনই বা তিনি তাঁহার সহিত কথপোকথনে হাস্য করিয়া প্রীতি-ভাব জ্ঞাপন করিবেন? ওগো সুমুখি তোমার মন কি এই সকল বিচার করিয়া কিছু বুঝিতে পারে না? সুতরাং শঙ্কা ত্যাগ কর। কবি

গজপতিরুদ্র নরাধিপ-হৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং পরিচিত-কেলি-বিচারে ॥ ১৫ ॥

রাধা। দেবি!

অনুমিতমম্বু পয়োদে তনুপরি কলিতা দাবানল জ্বালা।
বপুরতি-ললিতং বালা শিব শিব ভবিতা কথং হরিণী ॥ ১৬

রামানন্দের এই গীত কেলি-বিচারদক্ষ রস-সারসিক্ত গজপতি নরাধিপের হৃদয়ে অবস্থান করুক ॥ ১৫ ॥

রাধা। দেবি, মেঘে জল আছে এই অনুমানে দাবদাহদগ্ধা হরিণী কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? ১৬

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

ধানসী।

নাগর বর শুন মঝু বচন আলাপ ॥ ধ্রু ॥

শশিমুখী সখী যব ভেজলি বর মোহিনী তহুঁ নিকুঞ্জে হাম থেহ।
তিরই নিজ অঙ্গ শুনল শঠ চাতুরী যত যত কহলহি নাহ ॥
রসময় বচন শুনই বর নাগর পুলক বদনে করু হাস।
নিশি অবশেষে অরুণ কিরণে যহু সরসী সরস পরকাশ ॥
সতত কেলিসর পরিহরি মাধব আদরে শুন তুয়া নাম।
মদন শরাসনে জর জর অন্তর অকুশল শত নাহি মান ॥
মন্দ বিচলিত মলয়জ চন্দন ভেলি সখি ভসম সমান।
বিরহ-হুতাশনে জর জর তনু মন ছটফট করত পরাণ ॥
কহল মনন্তরু শুন বর নাগরি অব সখি না হও উদাস।
ধৈরজ ধর চিতে আনব সোই নাগর কহত দীন লোচন দাস ॥ ১৫ ॥

মদ। বৎসে নিয়োজিতাপি ময়া মাধবী তৎ পরিজ্ঞানায় ত্বং প্রতিচ্ছন্দকসনাথচিত্রফলকহস্তা ॥ ১৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চিত্রফলকহস্তা মাধবী।)

মাধবী। দেবি বন্দে ॥ ১৮ ॥

মদ। বৎসে, আমি তোমার পাটি প্রতিরূপ চিত্রফলক হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব পরিজ্ঞানের জন্য মাধবীকে পাঠাইয়াছি ॥ ১৭ ॥

চিত্রফলক লইয়া মাধবীর প্রবেশ

মাধবী। দেবি, বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ (ত্রিপদী)।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠে মূল)

সখি! চাতকিনী আছে জল আশে।
উদয় নবীন ঘন, অলখি তাহার মন
আনন্দ-লহরী-নীরে ভাসে ॥ ধ্রু ॥
চিরকাল ধেয়াইয়া মেঘে থাকে তাকাইয়া
তাহে বিধি হৈল বিপরীত।
দারুণ সে ঝঞ্ঝাবাতে মেঘ নিল অন্য পথে
চাতকিনীর কি হইবে গতি ॥
মেঘ বিনা সে বাঁচে না অন্য জল সে পিয়ে না
তৃষ্ণায় মরে অবলা পরাণে।
হায় বিধি এ কি কৈলা দেখাইয়া হরি লৈলা
তোর বুদ্ধি অজ্ঞের সমানে ॥ ১৬ ॥

মদ। বচ্ছে স্বাগতং তেঽপি বিদিতং রহস্যম্ ॥ ১৯ ॥

মাধবী। অথ কিং ॥২০॥

মদ। তদাবেদয় ॥২১॥

মাধবী। ফলকমাবেদয়তি ॥২২॥

রাধা। (সলজ্জং) ফলকং যাচতে ॥২৩॥

মাধবী। দেহি মে পারিতোষিকম্ ॥২৪॥

মদ। (স্বগতং) ধ্রুবং তদস্যা হৃদয়ং প্রতীত্য
স্ফুটং মুকুন্দোঽপি চকার রাগম্।
ভগ্নঃ কদাচিদযদয়ং প্রমাদাৎ
প্রেমাঙ্কুরো যোজয়িতুং ন শক্যঃ।
(প্রকাশং) বচ্ছে উপনয় ফলকম্ ॥

মদ। বৎসে এস এস—তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পেরেছ তো? ১৯ ॥

মাধবী। আজ্ঞে হাঁ। ॥ ২০ ॥

মদ। কি বুঝিলে? বল।২১।

মাধবী। এই চিত্র দেখিলেই জানিতে পারিবেন।২২॥

রাধা। (সলজ্জ) দাও দেখি ?২৩॥

মাধবী। আগে আমায় পারিতোষিক দাও।২৪॥

মদ। (স্বগত) নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ রাধার হৃদয় জানিয়া ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। কেন না, প্রমাদ বশতঃ প্রেমাঙ্কুর একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, আবার আর তাহা জোড়া দেওয়া যায় না। (প্রকাশ্যে) মাধবি চিত্রফলকটা শ্রীরাধাকে একবার দাও।২৫॥

মাধবী। মনাগ্দর্শয়িত্বাঞ্চলেনাচ্ছাদয়তি ॥ ২৬ ॥

শশি। বলাদ্গৃহীত্বাবলোকয়তি। অএ কধং এদাইং অক্খরাইং ইতি বাচয়তি।

মা শঙ্কিষ্ঠাঃ সুমুখি বিমুখী ভাবমেতস্য ন স্যা-
দানন্দায় প্রথম মুকুলা পদ্মিনী কস্য কামঃ।
আঘ্রায়ৈব প্রশিথিলধৃতি গন্ধমস্যাস্তথাপি
নালম্বেত ক্ষণমপি যুবা কিং নু মধ্যস্থ-ভাবম্ ॥২৭॥

অয়ে কথমেতানি অক্ষরাণি ॥ ২৭

মাধবী। ঈষৎ দেখাইয়া উহা তৎক্ষণাৎ অঞ্চলে আচ্ছাদিত করিলেন।২৬

শশি। (বল পূর্ব্বক লইয়া) ওগো এই অক্ষরগুলি কি—এই বলিয়া পড়িতে লাগিলেন—"সুমুখি ইহার বিমুখ ভাব দেখিয়া শঙ্কা করিও না। প্রথম মুকুলা পদ্মিনী কাহাকে না আনন্দ দেয়? যদিও ইহার মনোহর সৌরভে তরুণ যুবকের ধৈর্য্য শিথিল হয়, তথাপি ঐ যুবক কি ধৈর্য্যের বাঁধ অটুট রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য মাঝামাঝি ভাব অবলম্বন করে না ?২৭॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

ত্রিপদী।

শুনহ সুমুখী নহ মন দুঃখী হৃদয়ে না ভাব ত্রাস ॥
প্রথমে মুকুলা চটুল নলিনী কারে না করে উল্লাস ॥ ধ্রু ॥
জন মনোহর সৌরভ তাহার যদি মধুকর পায়।
শিথিল ধৈরজ হই অলিরাজ আকুল হইয়া ধায় ॥

মাধবী। সহি বড্ডসে পিআণুরাএণ ॥ ২৮ ॥

রাধা (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) হলা কহিং দাণীং অহ্মাণাং ঈরিসং ভাঅধেঅং। মদনিকাং প্রতি। এত্থ কো অত্থো ॥ ২৯ ॥

মদ। তবৈতদেব হৃদয়ং প্রতীত্য
স্ফুটং মুকুন্দোপি চকার রাগম্।

সখি সুখং বর্দ্ধসে প্রিয়ানুরাগেণ ॥ ২৮ ॥

ক ইদানীমস্মাকমীদৃশং ভাগ্যম্ অত্র কোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

মাধবী। সখি, এখন প্রিয়ানুরাগে সুখী হও ॥২৮॥

রাধা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সম্প্রতি আমাদের সে সৌভাগ্য কোথায়? এই সকল অক্ষরের অর্থ কি? ২৯ ॥

মদ। তোমার এইরূপ হৃদয় জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও তোমার প্রতিঅনুরাগ জন্মিয়াছে। প্রমাদ বশতঃ প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গেলে আর উহা

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

শুন শুন হে পরাণ প্রিয়া।
তব গুণগ্রাম শুনিয়া সে নাম ছাড়ি উদাসীন হইয়া ॥
কপট বিমুখ তাহে মন দুঃখ না ভাব সুন্দরি তুমি।
তোমার পিরিতি নবীন আরতি ছলেতে জানিল আমি ॥
"আর না ভাব পরাণ-রাধা।
তুমি হে আমার আমি হে তোমার ঘুচাও মনের বাধা।
কৈতব তেজিল এত লিখি দিল বিনা মূলে তব দাস।"
পড়িয়া লিখন হাসে সখীগণ লোচন মন উল্লাস ॥ ২৭ ॥

ভগ্নঃ কদাচিৎ যদয়ং প্রমাদাৎ
প্রেমাঙ্কুরো যোজয়িতুং নশক্যঃ।
তদ্বৎসে মাতি বিক্লবাভূঃ। ফলিতোঽস্মাকং মনস্কাম-তরুঃ ॥৩০॥

রাধা। অজ্জবি ণ পচ্চেমি তাএপ ভোদী জ্জেব্ব সরণং ॥ ৩১ ॥

মদ। এষাহং চলিতাস্মি তদনুমন্যস্ব ॥ ৩২ ॥

রাধা। সপ্রণামং (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)ভগবতি-
নিকুঞ্জোঽয়ং গুঞ্জন্মধুকর-করম্বাকুলতরঃ
প্রযাতঃ প্রায়োঽয়ং চরম-গিরিশৃঙ্গং দিনমণিঃ।
মরুন্মন্দং মন্দঃ তরলয়তি মল্লীমধুকরান্
কিমন্যদ্বক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

অদ্যাপি ন প্রত্যেমি তদত্র ভবত্যেব শরণং ॥ ৩১ ॥

জোড়া লাগে না ইহাই উহার অর্থ। সুতরাং বৎসে আর উতলা হইও না। আমাদের মনস্কাম-তরু ফলিত হইয়াছে ॥৩০॥

রাধা। দেবি, এখনও তোমার প্রত্যয় হইতেছে না, আপনি আমার একমাত্র শরণ।৩১॥

মদ। এই আমি যাচ্ছি, অনুমতি দাও।৩২॥

রাধা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, এই দেখুন, এই দেখুন, এই নিকুঞ্জ গৃহ গুঞ্জিত অলিপুঞ্জ দ্বারা মুখরিত হইয়াছে, দিনমণিও প্রায় অস্তাচল চূড়া-বলম্বী। মলয় সমীর ধীরে ধীরে মল্লিকাস্থ মধুকরদিগকে আন্দোলিত করিতেছে; আর কি বলিব, চন্দ্রও প্রায় সমুদিত—যাহা বিহিত হয়, আপনি করুন।৩৩॥

কর্ণাট রাগেণ।

মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতি ভীষণং।
মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধ-কৃত-দূষণম্॥
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর-চঞ্চলং মম জীবিতম্॥ ধ্রু॥
মত্তপিক-দত্ত-রুজ-মুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গ-সুখমঙ্গমপি তুঙ্গ ভয়-ভাজনম্॥
রুদ্র নৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং।
রামপদ-ধাম-কবিরায়-কৃতমুজ্জ্বলম্॥ ৩৪॥

দেবি, এই দেখুন অলিপুঞ্জের মধুময় গুঞ্জনে এই কুঞ্জ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল—গন্ধবাহ মন্দবায়ু উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুগন্ধি সংযোগে উহাকে আরও ক্লেশজনক করিয়া তুলিতেছে। আর অধিক কি বলিব, পঞ্চশর আমার জীবনকে অধিকতর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মত্তপিকগণের কুহু কুহু কুজনে এই বন আমার পক্ষে নিরতিশয় মানসিক দুঃখজনক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রিয় আমার স্বীয় অঙ্গটিও আমার সবিশেষ ভয়ের হেতু হইয়াছে। শ্রীরামপদ ধাম কবি শ্রীরামানন্দের এই গীত প্রতাপরুদ্রনৃপতির হৃদয়ে উজ্জ্বল সুখ বিধান করুক।৩৪॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

কাণড়া রাগ।

গুঞ্জ অলি পুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্তপিক দত্তরবে ফাটে মরু ছাতিয়া॥

মদ। বৎসে অস্মিন্ বকুলপাদপোপকণ্ঠে দ্রষ্টব্যাস্মীতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে ভাবপ্রকাশ নাম

তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

মদ। বৎসে, এই বকুলতরুমূলে আমাকে দেখিতে পাইবে! এই বলিয়া মদনিকা ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান ।৩৫॥

ইতি শ্রীরামানন্দ রায় বিরচিত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের

ভাব প্রকাশ নাটক তৃতীয়াঙ্কের শ্রীরসিক মোহন

বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ।

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

বল্লীযুত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা।
কুন্দকলি শৃঙ্গ অতি বৃন্দ কাহু নৃত্যতা।
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া ॥ ধ্রু ॥
ভস্ম তনু—পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া।
অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু কাটিয়া ॥
পশু মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিরে।
বল্লী নব কুঞ্জ ভেল তুঙ্গ ভয় ভাজিরে ॥
গচ্ছ সখি পুচ্ছ কি বা আনি দেহ না হরে।
স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশ রে ॥ ৩৪ ॥

——:•:——

চতুর্থোঽঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা।

মদ। অয়ে শ্রুতং মদনমঞ্জরীমুখাৎ বকুল পাদপোপকণ্ঠে বটুদ্বিতীয়ো নিবসতি মুকুন্দঃ। তত্তত্রৈব গচ্ছামিতি (পুরতোঽবলোক্য।) অয়ে মুকুন্দোঽয়ং বটুনা সহ কিমপি মন্ত্রয়ন্ সবিষাদমাস্তে। তদ্ধ্রুবমেব বিলসিতমত্র কুসুমশায়কেন। তন্মাধবী গুচ্ছান্তরিতা শৃণোমীত্যাত্মানমপবার্য স্থিতা।

ততঃ প্রবিশতি মদনাবস্থাং নাটয়ন্ বিদূষকেণ সহালপন্ কৃষ্ণঃ ॥১॥

চতুর্থ অঙ্ক

মদনিকার প্রবেশ।

মদ। (স্বগত) মদনমঞ্জরীর মুখে শুনিলাম, বকুল তরুমূলে মুকুন্দ মধুমঙ্গলের সহিত রহিয়াছেন। তবে আমি সেইখানেই যাই। (সম্মুখের দিকে চাহিয়া) এই যে শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ ভাবে মধুমঙ্গলের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছেন। ইহা যে কুসুম শায়ক কন্দর্পেরই বিলাস-ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাধবীগুচ্ছের আড়ালে থাকিয়া ইঁহাদের কথা শুনিব (এই বলিয়া লুকাইয়া রহিলেন)

মদনাবস্থা দেখাইতে দেখাইতে মধুমঙ্গলের সহ আলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

মদ। (স্বগতং)

মালব রাগেণ।

বদনমিদং বিধুমণ্ডলমধুরং বিধুরং বত সুচিরেণ।
কলয়দনঙ্গ-শরাহত মনিশং মলিনমিবেন্দুকরেণ ॥
মাধব-বপুরতি খেদং। জনয়তি চেতসি শতধা ভেদম্ ॥ ধ্রু॥
পরিহৃত হারং হৃদয়মুদারং ধূসরিতং বিরহেণ।
মরকত-শৈল-শিলাতলাহতমহহ কিমিন্দুকরেণ ॥
গজপতিরুদ্রং সুকৃত-সমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতম্ ॥ ২ ॥

মদ। স্বগত (গানের গদ্য) শ্রীকৃষ্ণের এই চন্দ্রসদৃশ সুমধুর মুখখানি আজ মদনের শরাঘাতে চন্দ্রকিরণে পরিম্লান কমলের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। মাধবের শরীর দেখিয়া আমার খেদ হইতেছে এবং চিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। বিরহে যেন উঁহার বক্ষঃ ধূসরিত, হৃদয়ে হারটীও নাই, আহা একি হইল! চন্দ্রকিরণে কি মরকতশৈল-শিলাতল আহত হইল। সুকৃতিসমুদ্র এবং চন্দ্রকিরণবৎ সুশীতল গজপতি রুদ্রকে কবি রামানন্দ রচিত এই রুচির গীত সুখদান করুক ॥২॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ
পূরবী রাগ

অয়ে দেখিতে লাগয়ে সাধ।
অনেক দিবস পরে অলখিত কালাচাঁদ পরমাদ ॥ ধ্রু ॥
সে চাঁদ অধর অতি সুমধুর এবে সে বিধুর দেখি।
অনঙ্গ-বিশিখে অঙ্গ থর থর ঝুরয়ে কমল আঁখি।

কৃষ্ণঃ। সা চেহুৎপললোচনা সহচরীবক্ত্রেণ মে নির্ভরং
প্রেমাণং প্রকটীচকার তদয়ং হাস্যো ময়া কল্পিতঃ।
হন্ত শুক্তিধিয়া মহামণিরভুং ত্যক্তো ময়া দৈবতো
যদ্যালোচন-গোচরং পুনরিয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈর্মম ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ। যদিও সেই নলিননয়না শ্রীরাধা, সহচরীর দ্বারা আমার প্রতি অতিশয় প্রেমের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা উপহাস করিয়াই উড়াইয়া দিয়াছি। হায় হায়, আমি শুক্তিজ্ঞানে মহামণির প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি তিনি আবার কখনও দৈবাৎ আমার নয়নগোচর হন, তবে আমি উহা আমার বহু পুণ্যের ফল বলিয়াই মনে করিব।৩।

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

উছুর নাগর   যেন শশধর   নলিনী মলিনীকরে।
তেমতি মলিন   কাতর বদন   প্রবল মদন-শরে ॥
পরিহরি কেলি   সতত ব্যাকুলি   দেখিয়া বিদরে বুক।
বিরহে ধূসর   কাতর শরীর   তাহাতে উপজে দুখ ॥
একেক নিহারি   মদনসুন্দরী   করয়ে ঈষৎ হাস।
কর জোড় করি   আশ্বাসে মুরারি   এ দীন লোচন দাস ॥ ২ ॥

যথা রাগ

সখা হে দেখ মোর দুর্দ্দৈব-বিলাস।
হেলে হারাইয়া মণি   এবে ঝুরে মোর প্রাণী
মন মোর সতত উদাস ॥ ধ্রু ॥

বিদূ। ভো বঅস্স ভণিদং জেব্ব মএ মা এসা অণুরাইণী পরিহরিঅদু ত্তি এহ্নিং কীস উত্তম্মসি। ভোঅণেচ্ছাএ ণিউত্তাএ লড্ডুঅ মোদএহিং কিং কাদব্বং তা এত্থ অহং জেব্ব উবাও ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ। কথমিব।

ভো বয়স্য ভণিতমেব ময়া এষা অনুরাগিণী পরিহ্রিয়তামিতি ইদানীং কস্মাদুত্তাম্যসি। ভোজনেচ্ছায়াং নিবৃত্তায়াং লড্ডুকমোদকৈঃ কিং কর্ত্তব্যং তদত্রাহমেবোপায়ঃ ॥ ৪ ।

বিদূ। বয়স্য, এই অনুরাগময়ীকে ত্যাগ করিওনা, ইহা তো আমি পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম, এখন কেন উতলা হও। ভোজনের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইলে লড্ডুকের আর কি আদর থাকে? এস্থলে আমিই তোমার উপায় বিধান করিব ॥৪॥

কৃষ্ণ। কিরূপে?

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

যবে সেই পদ্মমুখী অনঙ্গ-পত্রিকা লিখি
পাঠাইয়া দিল দূতী-হাতে।
তবে কৈল উপহাস এবে হলো সর্ব্বনাশ
সম্বরিতে নারি সখা চিতে ॥
করি যুক্তি শুদ্ধি বুদ্ধি তেজিলাম গুণনিধি
না দেখি উপায় আর সখা।
যদি থাকে পূর্ব্ব পুণ্য নয়ন গোচর পুনঃ
তার সহ হবে মোর দেখা ॥৩॥

বিদূ। অহং বম্হণো মন্তং আবট্টিঅ আবট্টিঅ ইমং আঅড্‌ঢ ইস্‌সং ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণঃ। জ্ঞাতং তে ব্রহ্মণ্যং ; তদাকলয় মদনিকাম্ ।৬॥

মদ। (প্রবিশ্য) স্বস্তি বৎসায় ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরতোঽবলোক্য) কথমিয়ং মদনিকা ? (সপ্রশ্রয়ং) দেবি স্বাগতং তে ॥ ৮ ॥

মদ। মহাভাগ-মুখচন্দ্র দর্শনেন ॥ ৯ ॥

বিদূ। কুসুমশরবেধিদো অহ্মাণং পিঅবঅস্‌স তা আণীঅদু সা জ্জেব্ব গোবকুমারিয়া ॥ ১০ ॥

অহং ব্রাহ্মণো মন্ত্রমাবর্ত্ত্য আবর্ত্ত্য ইমামাকর্ষয়িষ্যামি ॥ ৫ ॥

কুসুমশর-বাধিতো হ্স্মাকং প্রিয়বয়স্য। তস্মাদানীয়তাং সাএব গোপ-কুমারিকা ॥ ১০ ॥

বিদূ। আমি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে এখানে আকর্ষণ করিব ।৫॥

কৃষ্ণ। তোমার ব্রাহ্মণ্য আমার জানা আছে। মদনিকাকে এখানে ডেকে আন ।৬॥

মদনিকার প্রবেশ

মদ। বৎসের মঙ্গল হউক ।৭॥

(সম্মুখের দিকে চাহিয়া) এই যে মদনিকা ? (প্রশ্রয় ভাবে) দেবি আসুন আসুন—আপনার কুশল তো ?৮ ॥

মদ। মহাভাগের মুখচন্দ্র দর্শনেই আমার কুশল ।৯॥

বিদূ। আমাদের প্রিয়বয়স্য মদনবাণে পীড়িত। সুতরাং সেই গোপ-কুমারীকে আনা হউক ।১০॥

কৃষ্ণঃ। (সলজ্জং) ধিঙ্ মূর্খ মৈবং ভণ ॥১১॥

বিদূ। অম্হে বম্হণা উজ্জুআ ফুড়ং জ্জেব্ব ভণাম ॥১২॥

মদ। (সস্মিতং) বৎস অপি নাম অমিথ্যাবচনোঽসি ॥১৩॥

বিদূ। অধইং পেক্খধ পেক্খধ এদাইং পউমপত্তাইং। ইতি মর্ম্মর পত্রাণি দর্শয়তি। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ॥১৪॥

দুঃখীবড়ারী রাগেণ

নলিন-বনং বনমালিকৃতে কৃন্তমুজ্ঝিত কুসুমপলাশং।
পল্লবমপি বৃন্দাবনমনু কলয়সি ললিত বিকাশং।
সরলে পশ্যসি কিমু নহি কৃষ্ণং।
ত্বয়ি নিহিতাশং গলিত-বিলাসং চাতকমিব ঘনতৃষ্ণম্ ॥১৫॥

বয়ং ব্রাহ্মণা ঋজবঃ স্ফুটমেব ভণামঃ ॥ ১২ ॥

অথ কিং পশ্যত পশ্যত এতানি পদ্মপত্রাণি ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ। ধিক্ মুর্খ, এরূপ কথা বলিতে নাই।১১॥

বিদূ। আমরা ব্রাহ্মণ; সাদাসিধে মানুষ, স্পষ্ট কথাই বলি। ১২।

মদ। (সহাস্যে) আমি জানি তুমি সত্য কথাই বলেছ।১৩॥

বিদূ। হাঁ দেবি, দেখুন দেখুন এই সকল পদ্মের দল। (এই বলিয়া শুষ্ক পদ্মদলগুলি দেখাইতে লাগিলেন)১৪॥

(গানের গদ্যানুবাদ)

দেবি, দেখুন দেখুন—এই পদ্মবনের পদ্মসমূহে আমাদের বনমালীর জন্য একটী পাপড়ীও নাই। এই বৃন্দাবনে কোনও বৃক্ষের একটী গলিত পত্র বিকাশও দেখিতে পাই না? এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও চাহিয়া দেখুন না কেন, ইহার হৃদয় বিলাসশূন্য ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। শুষ্কক

বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুন্তুদমানয় চপলমিতি প্রতিবেলং।
বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলম্॥
গজপতি-রুদ্রমুদং তনুতামিতি রামানন্দ-রায় সুগীতং।
নিভৃত মনোভব বিশিখ পরাভব হরিবিরহেণ সমেতম্॥১৫॥

সতৃষ্ণ চাতক যেমন মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ আপনার উপরে আশা রাখিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। ইনি চন্দ্রের দিকে চাহিতে পারেন না, প্রতি মুহূর্ত্তেই এমন চঞ্চল হইয়াছেন! চন্দ্র দেখিলেই বলেন "রাহুকে ডাক রাহুকে ডাক"। আপনিই বলুন দেখি, মদন যদি ইঁহার হৃদয়ে বসিয়া ইহাকে এইরূপ চঞ্চল ও চপল করিয়া না তুলিত, তবে ইঁহার এইরূপ দশা হইত কি? নিভৃত-মদন-বাণে পরাভবপ্রাপ্ত হরির বিরহ-সম্বলিত শ্রীরামানন্দরায়-কৃত এই সুগীত গজপতি রুদ্রের সুহৃদয়ে সুখ বিস্তার করুক।১৫।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

বড়ারী রাগ

বিদ্ বলে দেবি বৃন্দাবন-তরু চাই।
নব নব পল্লব কিশলয় দলচয় অলখি না পায়বি মাই॥ ধ্রু॥
সরসিজ কানন উপরি নিরমায়লু তোড়ি তোড়ি কুসুম পলাশে।
সো সব কানন অবভেল মর্ম্মর কানুর বিরহ-হুতাশে॥
সরলে-অলখি না বুঝহ কাজ।
দারুণ মনোভবে জর জর অন্তর দূর ভেল ধৈরজ লাজ॥
সতত কেলিরস পরিহরি মাধব চিরদিন রহু তুয়া আসে।
যৈছে চাতকগণ নেহারই গগন প্রবল পিয়াস পরকাশে॥

মদ। কিমেতাবত্তা ॥১৬॥

বিদূ। তুমং পি পিঅবঅস্‌স জাদো জাণিদম্পি ণ আনাসি তা সঅং জ্জেব্ব গদুঅ মএ আণিদব্বা অহম্পি ণিসিট্‌ঠাথো দূদো ইতি গন্তুমিচ্ছতি ॥১৭॥

কৃষ্ণঃ। উত্তরীয়ে গৃহ্ণাতি ॥১৮॥

মদ। বৎস কৃষ্ণ কিমিতি ময্যেব গোপয়সি ॥ ১৯ ॥

ত্বমপি প্রিয়বয়স্যো জাতঃ জ্ঞাপিতমপি ন জানাসি তৎ স্বয়মেব গত্বা ময়া আনেতব্যা অহমপি নিসৃষ্টার্থো দূতঃ। ১৭।

মদ। এসকল কথার অর্থ কি ?১৬॥

বিদ। আপনিও দেখিতেছি আমাদের প্রিয় বয়স্যের মত হইলেন—জানিয়াও কিছু যেন জানেন না। তা হলে আমিই নিঃসৃষ্টার্থ দূতের কার্য্য করিতেছি, স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি ! ১৭ ॥

(এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

কৃষ্ণ। (উত্তরীয় ধরিয়া ফিরাইলেন ।১৮॥)

মদ। বৎস কৃষ্ণ—একি, আমার নিকটেও গোপন ?১৯॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

হেরি চন্দন চাঁদ গরলসম শঙ্কতি আনল মলয় সমীরে।
বদ বদ সুন্দরি ইথে কি মনোভব না বিহরে শ্যাম-শরীরে॥
রতিপতি-বিশিখে পরাভব নাগর আনিদেহ সো প্রিয়া রাধা।
লোচন সমীপে হেরব যব সোপদ টুটব চিন্তন বাধা॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি কিঞ্চিৎ প্রষ্টব্যাসি ॥ ২০ ॥

মদ। বিশ্রব্ধমভিধীয়তাম্ ॥২১॥

কৃষ্ণঃ। তবাস্মাদেতস্যা বদনরুচমাকর্ণ্য শশিনঃ
কৃতাবজ্ঞা যস্মাদয়মপি রুজঃ তন্বিতুনতাম্।
তদঙ্গেনাসঙ্গং ভজত ইতি যো মে বহুমতঃ
কথং সোপি প্রাণৈস্মিন মলয়বাতো বিহরতি ॥২২॥

মদ। (স্বগতং) কৃতার্থাস্মাকং মনোরথেন সার্দ্ধং রাধিকা। তদস্যা অপি বিরহাবস্থাং প্রকাশয়ামি। (প্রকাশং) বৎস সাপি লাবণ্যমাত্রশেষা কল্যাণী ॥২৩॥ তথাহি—

শিলাপট্টে হৈমে তুহিন-কিরণ চন্দনরসৈ
বিরহং তন্বী পিষ্টা তনুমনুবিলেপ্য মৃগয়তে।

কৃষ্ণ। দেবি, আপনার নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।২০॥

মদ। বৎস আমার বিশ্বাস করিয়া বল।২১॥

কৃষ্ণ। আপনার প্রমুখাৎ যাঁহার মুখ-মণ্ডলের কথা শুনিয়া চন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া ছিলাম, এখন সেই চন্দ্র আমার মনঃপীড়া দিতেছে, চন্দ্র তা দিতে পারে তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু মলয়-সমীর যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে বহু মত করিয়া ছিলাম, সেই মলয় সমীরও এখন আমার প্রাণ হরণ করিতেছে কেন,—ইহাই খেদের বিষয়।২২॥

মদ। (স্বগত) আমাদের মনোরথ সহ শ্রীরাধিকা কৃতার্থা হইলেন। এখন তাঁহার বিরহাবস্থা প্রকাশ করিতেছি:—বিরহ-জ্বালায় শ্রীরাধার দেহ শীর্ণ হইয়াছে, তাঁহাকে সুশীতল শিলপট্টে সংস্থ

ক্ষণং স্থিত্বা হাহা সরস বিসিনীপত্র-শয়নে
সমুত্তস্থৌ যাবজ্জ্বলতি ন চিরান্মর্ম্মরমিদম্ ॥ ২৪ ॥

সামতোড়ী রাগেণ

নিরবধি নয়নসলিলভবসাদে।
পততি কৃশা পরিচলতি চ পাদে।
মাধব, গুরুতর মনসিজ-বাধা।
হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ ধ্রু ॥

পদ্মপত্রের আস্তরণময় শয্যায় রাখিয়া উঁহার দেহে কর্পূরযুক্ত চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হইতেছে কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; যাবৎ পদ্মপত্র গুলি শুষ্ক হইয়া না উঠিতেছে তাবৎ তাহাতে শয়িতা থাকিয়া আবার তিনি হাহাকার করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন। (কোন অবস্থাতেই স্থির থাকিতেন পারিতেছে না) *২৪

গানের গদ্যানুবাদ

নিরবধি নয়ন সলিলে ভূমি কর্দ্দমিত হইতেছে। কৃশাঙ্গিনী শ্রীমতী রাধা প্রতিপাদবিক্ষেপেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইতেছেন। হে মাধব, মনসিজের দুরন্ত প্রভাবে তিনি প্রপীড়িতা। হরি হরি, তাঁহার কথা আর

* এই পদ্যে "তুহিনকিরণচন্দনরসৈঃ" যে পদ আছে, তৎস্থলে 'তুহিন' কিরণ পদের প্রকৃত অর্থ চন্দ্র। কিন্তু কোষকার অমরের মতে "চন্দ্রসংজ্ঞ" পদ মাত্রই কর্পূরকে বুঝায়। এইস্থলে কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন-রস-প্রলেপ বুঝিতে হইবে। অনুবাদে এই চন্দ্রসংজ্ঞ পদের উল্লেখ থাকা কর্ত্তব্য। কেন না পরে বিদূষকের উক্তিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

নিবসসি চেতসি কথমিব বামঃ ।
শিব শিব সময়সি তদপি ন কামম্ ॥
গজপতি রুদ্র নৃপতিমনিগীতং ।
সুখয়তু রামানন্দ সুগীতম্ ॥ ২৫ ॥

কি বলিব, তিনি কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন। আপনি সেই অবলার চিত্তে কেনই বা এরূপ বামাভাবে (প্রতিকূল ভাবে) বাস করিতেছেন এবং হৃদয়ে থাকিয়াও তাহার কামানল উপশম করিতেছে না। রামানন্দরায়কৃত এই সুগীত বিশুদ্ধ চিত্ত গজপতি রুদ্রের সুখ বিধান করুক।২৫॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ ।

সামতোড়ী রাগ

মাধব তুঁহু কঠিন পরাণ ।
সো কুলকামিনী তুয়া গুণ গণি নিশি নিশি ঝুরত বয়ান ॥ ধ্রু ॥
চম্পক কুসুম জিতি তনু লাবণী অব ভেল কালিমা কারা ।
পূর্ণমিক চাঁদ যৈছে ক্ষীণ অনুদিন তৈছন ভই পরচারা ॥
নিরবধি নয়ন- সলিল-ভর কর্দম তাহে অতি ক্ষীণ তনু রাধে ।
চলই মন্থর চলই না পারই প্রতিপদে পততি৮ সাধে ॥
মনসিজ-বিশিখে বিষাদিত অন্তর হরি হরি মাধব দারুণ বাধা ।
তব গুণ গ্রাম গরল সম আরল শিব শিব কথমপি জীবতি রাধা ॥
যৈছন চাতক জলদ নেহারই কাতর প্রবল পিয়াসে ।
তৈছন তুঁহকর পন্থ নেহারত ভণে দীন লোচন দাসে ॥ ২৫ ॥

বিদূ। ভোদী সাহসিআও গোবিআও হোন্তিত্তি তক্কেমি। জং চন্দ চন্দণেহিং অণুলেবণং মগ্গেন্তি। অম্হাণং পিঅ-বঅস্‌সো উণ চন্দং পেক্‌খিঅ দিণঅরং বিঅ উলুঅ কহিং বি উবারিদ সরীরো ণঅণ জুঅলং মুদ্দিঅ চিট্‌ঠদি চন্দণাণং বাঅং পি লম্ভিঅ সিদ্ধঅন্নং বিঅ ভুঅঙ্গ ইদো উদো ওসরেদি ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) সাধু ভণিতম্ (প্রকাশং) ধিঙ্‌মূর্খ মাতি বাচালো ভব ॥ ২৭ ॥

ভবতি সাহসিকা গোপিকা ভবন্তি ইতি তর্কয়ামি যচ্চন্দ্র চন্দনৈর-নুলেপনং মৃগয়ন্তি। অস্মাকং প্রিয়বয়স্য পুনঃ চন্দ্রং প্রেক্ষ্য দিনকরমিব উলুকঃ কুত্রাপি অপবারিতশরীরো নয়নযুগলং মুদ্রয়িত্বা তিষ্ঠতি। চন্দনানাং বাতমপি লব্ধা সিদ্ধতন্ত্রমিব ভুজঙ্গ ইতস্ততোঽপসরতি ॥ ২৬ ॥

বিদূ। মহোদয়া, আমার মনে হয়, গোপিকারা অতীব সাহসিকা, যেহেতু তাঁহারা চন্দ্র চন্দনে অঙ্গলেপনের ইচ্ছা করেন। আমাদের প্রিয় বয়স্য কিন্তু ইহাদের বিপরীত। উলূক যেমন সূর্য্য দেখিলে ভয় পায়, তিনিও চন্দ্র-দর্শনে সেইরূপ ভীত। তিনি চন্দ্র দর্শনে জড়সড় ভাবে নয়ন মুদিয়া থাকেন। ওঝা দেখিলে সর্প যেমন ইতঃস্তত ভাবে বিচরণ করে, মলয়-সমীরে প্রিয় বয়স্যের তাদৃশ অবস্থা হয়। ০॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) ঠিক কথাই বলেছে। (প্রকাশ্যে) ধিক মূর্খ, বকামি ছাড় ।২৭॥

মদ। এতস্যা হৃদয় পরীক্ষণায় কতি কতি প্রকাশিতা ন ধর্ম্মাঃ ॥২৮

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং সাতঙ্কং) অপি নামনিবৃত্তেয়ং মদভিলাষতঃ ॥ ২৯ ॥

মদ। তদস্তু—

যদা নাসৌ দোষং গণয়তি গুরূণাং কুবচনে
ন বা তোষং ধত্তে সরস বচনে নর্ম্ম সুহৃদাম্।
বিষাভং শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবকসমং
তদাস্যাস্তদ্দৃষ্টং ত্বয়ি গদিতুমত্রাহমগমম্ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। (সোচ্ছ্বাসং)

ত্বচ্চেদবঞ্চনপরে স্মরবারিরাশে
রুদ্ধর্ত্তুমেষি তদকারণ বৎসলাসি।

মদ। শ্রীরাধার হৃদয়-পরীক্ষার্থ কত ধর্ম্মই না প্রকাশ করা হইয়াছে ॥২৮॥

কৃষ্ণ। (স্বগত সাশঙ্ক) (তবে কি উনি আমার অভিলাষ হইতে নিবৃত্তা হইলেন ?) ২৯॥

মদ। তা হউক, মহাভাগ, দেখিলাম উনি গুরুজনের কুবচনেও দোষ গণনা করেন না, মর্ম্মসুহৃদ্‌গণের সরস বাক্যেও পরিতুষ্টা হন না, চন্দনকে বিষ বলিয়া মনে করেন, চন্দ্রকে অনলের ন্যায় বোধ করেন, তাই এখন তাঁহার সেই অবস্থা জানাইতেই আপনার নিকট আসিলাম ।৩০॥

কৃষ্ণ। (উল্লাসের সহিত) দেবি—আপনার হৃদয়ে কোন বঞ্চনা করার ইচ্ছা নাই, আপনি অতি সরলা ও অহৈতুকবৎসলা। যদি আমায় স্মর-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করাই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা

তৎ কেশরদ্রুম-নিকুঞ্জ-গৃহে প্রসাদ্য
তামানয়স্ব নয়কোবিদতাং তনুষ্ব ॥৩১॥

মদ। বৎস সত্যমেবেদম্ ॥৩২॥

বিদূ। ভোদি উজ্জুএ সচ্চকং জ্জেব্ব এদং এত্থ অহং জ্জেব্ব পড়িভূ বহ্মণো ॥৩৩॥

কৃষ্ণঃ। অলমন্যথা সম্ভাবনয়া, কুরু মৎপ্রতীকারম্ ॥৩৪॥

মদ। ইয়ং প্রস্থিতাস্মি, স্বস্তি বৎসায়। ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥৩৫

ততঃ প্রবিশতি সঙ্কোচিতবেশা রাধিকা।

রাধা। সহি মাহবি বিপ্পলদ্ধম্হি। ভবদীহিং ॥৩৬॥

ভবতি ঋজুকে সত্যমেবেদং অত্রাহমেব প্রাতিভূর্ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩৩ ॥
সখি মাধবি বিপ্রলব্ধাস্মি ভবতীভিঃ ॥ ৩৬ ॥

হইলে তাঁহাকে প্রসন্না করিয়া এই কেশর-কুঞ্জে আনয়ন করিয়া আপনার নীতিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বিস্তার করুন।৩১॥

মদ। তাই ঠিক।৩২॥

বিদূ। আপনি সরল স্বভাবা, ইহা সত্য করার মতই হইল। আপনি সত্য সত্যই তাঁহাকে আনিয়া দিবেন। আমি এ বিষয়ে জামীন রহিলাম।৩৩॥

কৃষ্ণ। ইহাতে অন্যথার আশঙ্কা নাই, আপনি আমার প্রতিকার করুন।

মদ। এই আমি যাচ্ছি, বৎসের কুশল হউক। (মদনিকার প্রস্থান।)

সঙ্কোচিত বেশে রাধিকার প্রবেশ।

রাধা। সখি মাধবি, তোমরা কি আমায় বঞ্চনা করিলে ?৩৬॥

রামকেলি রাগেণ

তিমির-তিরোহিতসরণী।
গিরিষু দরিষু সমেব হি ধরণী॥
চিরয়তি কিং সখি দেবী।
বিধিরপি ময়ি কিমু নহি হিতসেবী॥ ধ্রু॥
অতিবাহিতমতিভীমং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমম্॥
সুখয়তু রুদ্র-গজেশং।
বিফলমিদং কিমু গহনমসীমম্॥
সুখয়তু রুদ্র-গজেশং।
রামানন্দ রায়-কৃত মনিশম্॥৩৭॥

গানের গদ্যানুবাদ

ঘোর অন্ধকার—পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, গিরি বা কন্দর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অন্ধকারে পথ ঘাট গিরি গুহা সমান করিয়া ফেলিয়াছে। কই, এখনও তো দেবি আসিলেন না? দেবী কি বিলম্ব করিতেছেন? বিধাতাও কি আমার হিত সাধন করিবেন না? এই ভীষণ অসীম গহন কানন ভ্রমণ করা কি একবারেই নিষ্ফল হইল? রামানন্দের এই গীত রুদ্র রাজের সুখদান করুক।৩৭॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ (রামকিরি রাগ)।

এইত দুর্গম পথ　　তিমিরেতে আচ্ছাদিত
গিরি দরি নাহি হয় জ্ঞান।

মাধবী। সখি অলমন্যথা সংভাবনয়া আগতামিব দেবীমবধারয় ॥ ৩৮।

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা।

মদ। বৎসে দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে ॥৩৯॥

রাধা। (সহর্ষোচ্ছ্বাসং ; দেবি অথ কো তথ বুত্তন্তো ॥৪০॥

অথ কস্তত্র বৃত্তান্তঃ ॥৪০॥

মাধবী। দেবি, অন্যথার আশঙ্কা করিবেন না, মনে করুন দেবী এই এলেন ব'লে ।৩৮।

মদনিকার প্রবেশ

মদ। বৎসে তোমার অদৃষ্ট ভাল ।৩৯॥

রাধা। (সহর্ষ উল্লাসে) দেবি, ব্যাপার কি বলুন ।৪০॥

(পদ—পুর্ব্বাংশের পর)

বৃথা হৈল আগমন হারাইল এ জীবন

বল সখি কিসে বাঁচে প্রাণ ॥ধ্রু॥

হরি বড় নিরদয় নারী বধে নাহি ভয়

পাষাণ সমান তার বুক।

না করিল অঙ্গীকার নিশ্চয় জানিনু সার

কোন লাজে দেখাইব মুখ॥

মরিব গরল ভুখি না রাখিব প্রাণ সখি

নিশ্চয় বলিল তোরে সার।

লোচন-বচন শুন না ভাবিহ অন্য মন

আনি দিব নন্দের কুমার ॥৩৭॥

মদ। বলবতি মদন-জ্বরে যঃ স্যাৎ ॥৪১॥

রাধা। কথম্বিঅ ॥৪২॥

মদ। ইন্দুং নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি প্রালেয়াত্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাষতে সংপ্রতি। গোবিন্দস্তব বিপ্রয়োগ-বিধুরঃ কিং কিং ন বা চেষ্টতে ত্বৎ কুঞ্জোদর-তল্প-কল্পনপরং রাধে তমারাধয় ॥৪৩॥

কথমিব ॥৪২॥

মদ। প্রবল মদনজ্বরে যাহা ঘটে তাই হয়েছে।৪১॥

রাধা। সে কেমন ?৪২॥

মদ। তা বলি শুন।

গানের গদ্য

সম্প্রতি তিনি চন্দ্রকে নিন্দা করিতেছেন, চন্দন দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সরলদীর্ঘ মাল্য গলদেশ হইতে ছুড়িয়া ফেলাইয়াছেন, [মলয়-সমীরে ত্রাস পাইতেছেন, প্রিয়জনের সহিত আলাপ করেন না, দেবি তোমার বিরহে গোবিন্দ কি না করিতেছেন ? তিনি তোমার কুঞ্জ-কুহরে শয্যা-রচনে তৎপর হইয়াছেন। রাধে, তুমি যাইয়া তাঁহার আরাধনা কর।৪৩॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ
সিন্ধুড়া রাগ

নিন্দতি শশধর　পরিহরি চন্দন　দূতীক নব বনমালা।
মলয় সমীর　পরশে ভেই আকুল　মুকুলিত নয়ন বিশালা॥
হরি হরি কি কহব সো দুঃখ রাধে।
ইন্দীবর-বর　জিতি তনু লাবণী　অব ভেল জর জর মনমথ ফাঁদে ॥

(অথ নিকুঞ্জে কৃষ্ণঃ।)

সখে, কথঞ্চিরয়তি মদনিকা। (সাতঙ্কং)
ইয়ং তন্বী পীনস্তনজঘনভারালসগতি-
র্বিদূরে কুঞ্জোঽয়ং মম রচিতসঙ্কেতবসতিঃ।
স্বতো ভীরু র্বালা গহনমপি ঘোরান্ধতমসং
কথংকারং সা মামভিসরতু কা মে হ্যত্র শরণম্ ॥৩৪॥

(ক্ষণং চিন্তাং নাটয়িত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য)

নিকুঞ্জে কৃষ্ণ

কৃষ্ণ। (আতঙ্ক ভাবে) সখে, মদনিকা বিলম্ব করিতেছেন কেন? একে তিনি কৃশাঙ্গিনী, তাহাতে আবার পীনস্তনও গুরু জঘন-ভারে তাঁহার গমন অতি মন্থর; আমার সঙ্কেত-বসতিস্থান—কুঞ্জও অতি দূরে; তাহার উপরে তিনি বালিকা, স্বভাবতঃই ভীরু; এই গহন কাননও ঘোর অন্ধকার, কিরূপেই বা তিনি এখানে অভিসার করিবেন? এখন কেই বা আমার শরণ হইবে?৪৪॥

(কিছুকাল চিন্তার ভাব দেখাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

ফুল্লিত সরসিজ নিন্দিত বদনে পততি সদা মকরন্দ।
দারুণ মদন হুতাশনে জারল মঝু মনে লাগল ধন্ধ ॥
বান্ধব পরিজন না ভাবত সম্প্রতি স্বাহু সদৃশ রহু কান।
তুঁহুক নিকুঞ্জে শয়ন বর মাধব কহইতে বিদরে পরাণ।
ব্যাজ নাহি কর ধনি আশু চল সুন্দরি ভেটই নবীন কিশোর।
তুয়া মুখ দরশ পরশ যব পাওব তবহু লোচন মন ভোর ॥ ৪৩ ॥

কিমেষা মত্বা মামপরিচিতভাবং বিমুখতাং
প্রযাতা বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচি ন গতা।
অথ ভ্রান্ত্বা বর্ত্তন্যতিতিমিরভাজীহ বিপিনে
ন শক্তা তন্বঙ্গী স্মর-শরহতা বা প্রচলিতুম্ ॥৪৫॥

(পুরতোঽবলোক্য)

অয়ে কথমুদিত প্রায়োঽয়ং চন্দ্রঃ। তথাহি—

যথেদং কোকানাং প্রসরতিতরাং কাকু-বিরুতং
যথা স্ফীতং স্ফীতং ভবতি পরিতঃ কৈরবকুলম্।
যথা মূর্চ্ছন্মূর্চ্ছং প্রতিপদমিদং বারিজবনং
তথা শঙ্কে চন্দ্রঃ প্রথম-গিরিবীথ্যাং বিহরতি ।৪৬

আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইতেছে—আমাকে অপরিচিত মনে করিয়া হয়তো তিনি বিমুখী হইয়াছেন, অথবা সহচরীর বাক্যেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—কিংবা অতি তিমিরে এই গহন কাননে পথ ঠিক করিতে না পারিয়া কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অথবা সেই কৃশাঙ্গিনী প্রবল মদন-শরাঘাতে চলিতে অপারগ হইতেছেন। (সম্মুখের দিকে চাহিয়া) একি? চন্দ্র উদিত হইতেছেন কি? কেন না চক্রবাককুল আকুল ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, চারি দিকে কুমুদকুল স্ফীত-স্ফীত হইয়া শোভা পাইতেছে, পদ্মবন যেন প্রতিপদেই পরিমুদিত ও মলিন হইয়া পড়িতেছে, চন্দ্রদেব যেন উদয়-পর্ব্বত গিরিতে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন—এই রূপই মনে হইতেছে। ৪৫।৪৬ ॥

(সখেদং)

সখ্যা বাচি কথঞ্চন প্রতীয়তী বালান্ধকারোচিতে
নৈবা বেশ-ভরেণ বা গতবতী বর্ত্তন্যথার্দ্ধে মম।
অস্মিন্ শক্রদিশং শশাঙ্কহতকে সংদূষয়ত্যুন্মনা
নাগন্তুং নচ গন্তুমত্র চতুরা কিম্বা করিষ্যত্যসৌ ॥ ৪৭ ॥

(সবিনয়াঞ্জলিং বদ্ধা)

রে পূর্ব্বপর্ব্বত সখে কৃপয়া মম ত্বং
তুঙ্গান্যমূনি তনু শৃঙ্গ-শতানি কামম্।
যাতে বিলোচন-পথং শশিনি প্রযাণে
বিঘ্নো ভবেন্মৃগদৃশো মম জীবিতে চ ॥৪৮॥

(খেদের সহিত) সরলাবালা, সখীর বাক্যে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া অন্ধকারের উপযোগী নৈশবেশ ধারণ করিয়া হয়তো আসিয়াছিলেন। সঙ্কেত-কুঞ্জের অর্দ্ধপথে, আসিতে-না- আসিতেই হতভাগা চন্দ্রটী আপনার কিরণে পূর্ব্বদিক্‌কে দূষিত করিল; ইহাতে চতুরা হয়তো মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন এই জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি যাই বা কি করিয়া; অথবা না যাইয়া বা কি করিব, বোধ হয়, তিনি এই চিন্তায় দিশেহারা হইয়াছেন ।৪৭॥

(সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া)

ওহে পূর্ব্বশৈল, তুমি আমার সখা, আজ আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার এই শত শত শেখরগুলিকে আরও সমুন্নত কর। চন্দ্র লোচন-পথগামী হইলে মৃগনয়নার আগমনে বিঘ্ন হইবে, আমার জীবনেও বিঘ্ন ঘটিবে।৪৮॥

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো সুণীঅদু কিং রুণু রুণু সদ্দং কুণই ॥৪৯॥

কৃষ্ণঃ। (শ্রুতিমভিনীয় নেপথ্যে)

তন্মঞ্জীর-রবঃ কিমেষ কিমু বা ভৃঙ্গাবলী-নিস্বন-
স্তৎ কাঞ্চীরণিতং নু মন্মথবতাং কিং সারসানাং রুতম্।
এবং কল্পয়তো বিকল্পমচিরাদালম্ব্য সখ্যাঃ করং
গোবিন্দস্য নিকুঞ্জ-কেলি-সদনে ভূষাভবদ্রাধিকা ॥৫০॥

মালবশ্রী রাগ

চিকুর-তরঙ্গকফেণ-পটলমিব কুসুমং দধতী কামং।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামম্ ॥

ভো শ্রূয়তাং কিং রুণু রুণু শব্দং করোতি ॥৪৯॥

বিদূ। (কাণ পাতিয়া) শুন গো, শুন, যেন কি রুণু ঝুনু শব্দ করিতেছে ।৪৯॥

কৃষ্ণ। (কর্ণপাত করিয়া) তাই তো, একি মঞ্জীর রব, কিংবা অলিকুলের গুঞ্জন ? একি স্মরাকুল সারস কুলের ধ্বনি, অথবা কটিস্থ কাঞ্চীর ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-ধ্বনি ? শ্রীকৃষ্ণ, যখন এইরূপ বিকল্প কল্পনা করিতে ছিলেন, তখন সখীর হস্ত ধারণ করিয়া স্বয়ং শ্রীরাধা কেলি-নিকুঞ্জ-সদনের অলঙ্কার-রূপে সমাগতা হইলেন ।৫০॥

গানের গদ্যানুবাদ

শ্রীরাধার কেশ-তরঙ্গে ফেনসমূহসদৃশ কুসুমগুচ্ছ পরিশোভিত ; তাঁহার দক্ষিণ নয়ন যেন অনুকূল কন্দর্পকে নৃত্য করিতে আদেশ করিতে লাগিল। মাধব-বিহারা রাধা এইরূপে হরির অভিসারে

রাধা মাধব-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতিলঘুলঘুতরলিতহারা ॥ধ্রু॥
শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়-দাম-রসেন ॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপমধুনাতনমদনং মধুরেণ।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং সুখয়তু রসবিসরেণ ॥ ৫১ ॥

গমন করিলেন, তাঁহার গতি অতি মন্থর—বক্ষের হার মন্থর গমনে মৃদুল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার নয়নাঞ্চল শঙ্কিত, লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল ও মধুর হইয়া উঠিল। (কিলকিঞ্চিত ভাব)—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিবার জন্যই যেন তিনি এই এইরূপ নেত্র-কুবলয় ধারণ করিয়া যাইতেছিলেন। (ধ্যানে লিখিত আছে—গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং।) রামানন্দ রায় কৃত এই গীত অধুনাতনমদন গজপতিরুদ্ররাজকে এই মধুর রস-বিসরণে সুখী করুক ।৫১॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

মালব শ্রীরাগ।

হরির সদনে খঞ্জন নয়নী রসভরে ঢুলি যায়।
সে রূপ দেখিয়া আকুল হইয়া মদন মুরছা পায় ॥ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল করে ঝল মল বেষ্টিত মালতি মালে।
যমুনা-তরঙ্গে ভাবয়ে সুরঙ্গে যে মত কমল-জালে ॥
ললাটে সিন্দুর তম করে দূর নাশায় বেশর দোলে ॥
উদয় শিখর যেন শশধর রবির সহিত মিলে ॥

বিদূ। (পুরতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স আহ্মহিং জিদং এষা তত্থ ভোদী আঅচ্ছদি ত্তি লক্খীঅদি ॥ ৫২ ॥

ততঃ প্রবিশতি মদনিকা

মদ। বৎসৌ সম্পন্নশ্চিরেণ সুহৃদাং মনোরথঃ। তস্মামনু-মন্যস্ব স্থানান্তর-বাস-গমনায় ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। (সম্মুখে চাহিয়া) বয়স্য আমাদেরই জয় হইল, এই যে ভগবতী আসিতেছেন বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে।৫২॥

মদনিকার প্রবেশ

মদ। বৎসযুগল, বিলম্বেই সুহৃদ্‌গণের মনোরথ সিদ্ধ হইল। আমায় স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দাও।৫৩॥

ভো বয়স্য জিতমস্মাভিঃ এষা তত্র ভবতী আগচ্ছতীতি লক্ষ্যতে ॥৫২॥

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

পঙ্কজ নয়ানে অতুল বয়ানে অমিয়া লহরী হাসি।
তাহাতে উপমা তাহাতেই সীমা কি ছার শরদ শশী ॥
কনক কটোর পীন পয়োধর বিচিত্র অম্বর তায়।
কণ্ঠে অনুপাম মুকুতার দাম সঘনে দুলিয়া যায় ॥
নবজলধর বিচিত্র অম্বর কটিতে কিঙ্কিণী সাজে।
চরণ পঙ্কজে শোভে বঙ্করাজে কনক নূপুর বাজে ॥
হেরি মকরন্দ ধায় অলি বৃন্দ না ছাড়ে তিলেক পাশ।
নূপুরের গানে ভ্রমরের তানে লোচন মন উল্লাস ॥৫১

বিদূ। মমাপি নিকুঞ্জান্তর-গমনায়েতি ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৫৪ ॥

॥ * ॥ ইতি রাধাভিসারশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

মমাপি নিকুঞ্জান্তর-গমনায় ॥৫৪॥

বিদূ। আমিও অন্য নিকুঞ্জে যাই।৫৪॥

সকলের প্রস্থান

ইতি শ্রীরামানন্দ রায় বিরচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের
রাধাভিসার নাম চতুর্থ অধ্যায়ের, শ্রীরসিক
মোহন বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি শশিমুখী।

শশি। অয়ে অজ্জ নিউঞ্জে কল্লাণাহি নিবেসাণং কো বুত্তন্তো ত্তি ণ জাণীঅদি। তা দেঈং অণুসরিঅ জাণিস্‌সং (পুরতোঽবলোক্য) অএ কধং এষা ণিদ্দামুউলিদ লোঅণা লহু লহু ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥ সংস্কৃতমাশ্রিত্য।

স্বৈরং স্বৈরং কথমপি দৃশৌ মন্দনিস্পন্দতারে
বিন্যস্যন্তী শিথিলিতভুজদ্বন্দ্বসন্নামিতাংসা।

অয়েঽদ্য নিকুঞ্জে কল্যাণাভিনিবেশয়োঃ কো বৃত্তান্ত ইতি ন জ্ঞায়তে। তৎদেবীমনুসৃত্য জ্ঞাস্যামি। অয়ে কথমেষা নিদ্রামুকুলিতলোচনা লঘু লঘু ইহৈবাগচ্ছতি ॥১॥

পঞ্চম অঙ্ক

শশিমুখীর প্রবেশ

শশি। ওগো, আজ নিকুঞ্জে কল্যাণাভিনিবেশশীল শ্রীলশ্রীরাধাগোবিন্দের কিরূপ ব্যাপার হইল, তাহা জানিতে পারি নাই; মদনিকা দেবীর নিকটে গিয়া জানিতে চেষ্টা করিগে। এই যে ইনি ধীরে ধীরে আসছেন,—ইহার নয়নযুগল যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু—নয়নের তারা যেন নিস্পন্দ ও মন্থর—বাহুযুগল শিথিল ভাবে নিপতিত হইয়া স্কন্ধদেশ

মন্দন্যাস-স্খলিতচরণ-ব্যস্তমঞ্জীরঘোষা
দেবী নিদ্রাকুলতরতনুর্মোদমাবিষ্করোতি ॥ ২॥

সুখ সিন্ধুড়া রাগেণ

দরমুকুলারুণলোচনমানন ইহ গতকান্তিবিকাশে ॥
কমলমিবারুণমুষসি বিধাবনুবিম্বিতমম্বুসকাশে ॥
কিমিদমিয়ং প্রবিশন্তী ॥
ভজতি মনো মম রতি বিরতাবিব বনিতা কাপি চলন্তী ॥ধ্রু॥
শিথিলভুজা মুহুরণিতকনকমণিকঙ্কনমিদমনুবারং।
বিসকলপাদ-নিবেশ-নিবারিত-নূপুর-ললিত-বিহারম্ ॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপ-হৃদয়ে মুদমিদমাতনুতেতি।
রামানন্দ রায়-কবি ভনিতং বিলসতি রসিকজনেতি ॥ ৩ ॥

যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে, স্খলিত গতিতে পাদচারণ জন্য মঞ্জীর ঝনৎকন রবে ব্যাকুল ভাবে বাজিতেছে। দেবীর এই নিদ্রাকুল তনু দেখিয়া আমার হৃদয় কৌতুকান্বিত হইতেছে।২॥

অপিচ মদনিকা আসিতেছেন—রতিবিরামে যামিনী অবসানে কোন কামিনী যে ভাবে আপন গৃহে চলিয়া যায়, ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ মনে হইতেছে। নিশাবসানে জলে-বিম্বিত চন্দ্রের পার্শ্বে কমল যেমন ঈষৎ মুকলিত ও অরুণ দেখায়; ইহার নিষ্প্রভ বদনমণ্ডলে নয়ন-যুগলও তাদৃশ দেখাইতেছে। হাত দুখানি শিথিল ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে কনক-মণি-কঙ্কণ মুহুমুহু রুনুঝুনু বাজিতেছে। অসমপাদন্যাসে নূপুরের সে সুললিত রব নাই। রামানন্দ রায়-কৃত এই গান গজপতি

ততঃ প্রবিশতি যথোক্তবেশা মদনিকা।

(চক্ষুষী বিমৃজ্য পুরতোঽবলোক্য) অহো রমণীয়তা বসন্ত-যামিনী পরিণামস্থ ॥ ৪ ॥ তথাহি—

রুদ্র নরেশের হৃদয়ে আনন্দ দান করুক ও রসিকজন-হৃদয়ে বিলসিত হউক।৩॥

যথোক্তবেশা মদনিকার প্রবেশ।

মদ। (চক্ষু মুছিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া) অহো বসন্ত-যামিনীর অবসান-সময়টা কি রমণীয় ?৪॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ

সিন্দুড়া রাগ।

ঈষৎ মুকুল নয়ন যুগল জিনি উৎপল রাতা।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া মধু পানে যেন মাতা ॥
বিকচ পঙ্কজ জিতি মুখাম্বুজ মলিন হয়েছে দেখি।
নিশি অবশেষে সরসি সকাশে নলিনী যেমতি দেখি ॥
উদয় অরুণে নিশির গমনে দর মুকুলিত প্রায়।
দেবীর বদন তেমতি মলিন কি হেতু হইল হায় ॥
সখি এই মোর মনে লয় !
রতি রঙ্গরসে নিশি অবশেষে কামিনী যেমতি যায় ॥
শিথিলিত পাণি কঙ্কণের ধ্বনি কণক কিঙ্কিণী বাজে।
অলস আবেশে চরণ বিন্যাসে জিতি কলহংস রাজে ॥
গতি সুমধুর গলিত অম্বর শিথিল কুন্তল পাশে।
উমত ঝুমত চলই রঙ্গে ভণয়ে লোচন দাসে ॥ ৩ ॥

ইতো মন্দং মন্দং সরসিজবনী বাতলহরী
ততশ্চূতাস্বাদ-প্রমুদিত-পিকানাং কলকলঃ।
ক্বচিৎ ফুল্লাং বল্লীমনু মধুকরাণাং স্মরকথা
কুতশ্চিৎ কোকানাং মৃদু মধুরমানন্দ লপিতম্ ॥৫॥

(দ্বিত্রাণি পদানি পরিক্রম্য আনন্দমভিনীয়)

উদ্দাম-স্মর-চাতুরী-পরিচয়াদন্যোন্যরাগাদিমাং
রাত্রিং জাগরিতানি সদ্মনি যুবদ্বন্দ্বানি যচ্ছেরতে।
তত্তেষাং শ্বসিতানিলেন তুলনামাসাদয়িষ্যন্নিব
প্রোন্মীলৎকমলাবলীষু বলতে শ্রীখণ্ডবীথীমরুৎ ॥৬॥

(পুরতোঽবলোক্য সবিস্ময়ং)

কোথাও অরবিন্দবৃন্দ-বনের গন্ধ লইয়া মৃদুমন্দভাবে গন্ধবহ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা আম্রমুকুলাস্বাদী প্রমত্ত পিকগণ কুহু কুহু কল-কল ধ্বনিতে আম্রকানন মুখরিত করিতেছে, কোথাও প্রফুল্লিত লতায় ভ্রমরগণ গুন্‌গুন্ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, কোথাও বা চক্রবাককুল আনন্দে মৃদুমধুর ধ্বনি করিতেছে।৫॥

(দুই তিন পা অগ্রসর হইয়া আনন্দ অভিনয় করিতে করিতে)

উদ্দাম কামদেবের প্রভাব-বৈভবে পরস্পরানুরক্ত যে সকল যুবক-যুবতী যামিনী জাগরণ করিয়া আপন আপন গৃহে নিদ্রা যাইতেছে তাহাদের নিশ্বাসের সহিত তুল্যতা লাভের জন্য মলয়সমীর পরিস্ফুট-প্রায় কমলবনের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

(সম্মুখে দৃষ্টি পূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত)

চকিত-চকিতং ক্বাপি ক্বাপি প্রমোদ-নিরন্তরং
ক্বচন বনিতাকুণ্ঠোৎকণ্ঠং নিধায় বিলচনে।
কলয়তি তথাবস্থামেষা রথাঙ্গকুটুম্বিনী
ভবতি ন যয়া চান্তেবাসী বিদগ্ধবধূজনঃ ॥৭॥

(ক্ষণমন্যতোগত্বা সাশ্চর্য্যং)

অয়ে অতি রমণীয়মিদং বর্ত্ততে। তথাহি—

উন্মীলৎকমলোদরে মধুভরে দৃষ্ট্বানুবিম্বং নিজং
নয়না দয়িতং কথঞ্চিদধুনা নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি।

অহো এই চক্রবাকী এই সময়ে কখন বা চকিত-চকিত ভাবে, কখনো বা অনবচ্ছিন্নপ্রমোদভরে, কখনও বা অকুণ্ঠ উৎকণ্ঠ-ভাবে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক এমন অবস্থা প্রকাশ করিতেছে, যাহা দেখিয়া কোন্ প্রণয়িনী বধূ উহার নিকট প্রণয়-কলা শিক্ষালাভ না করিতে পারে? (অর্থাৎ উহার এই আচরণ, বিদগ্ধবধূজনেরও প্রণয়াচরণ-শিক্ষার আদর্শ) ॥ ৭ ॥

ক্ষণকালের জন্য অন্য দিকে যাইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "ওগো, এবে অতি রমণীয়ই দেখিতে পাইতেছি।" এই ভ্রমরী প্রফুল্ল পদ্মকোষস্থ মধুতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই প্রতিবিম্বকে নিজের প্রিয়সহচর মনে করিল, আর তাহার প্রিয়জনের অন্বেষণের উৎকণ্ঠা রহিল না, কিন্তু সে সেখানে তাহার উৎকণ্ঠা-বিহীন সহচরের প্রতিবিম্ব পুনরায় দেখিয়া লজ্জাহীন হইয়া পড়িল। ভ্রমরী তাহার সহচরের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু সে দেখিল তাহার সহচর (প্রতিবিম্ব) তাহার জন্য উৎকণ্ঠ নহে। সে তাহার প্রণয়ের প্রগাঢ়তা

উৎকণ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্ট্বা বিলক্ষা মুহু

র্ন স্থাতুং নচ গন্তুমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥৮॥

শশি। ইয়মতিপ্রাভাতিক রামণীয়কাহৃতচিত্ততয়া ন মামবলোকয়তি। (তদুপসৃত্য বন্দে ইত্যুপসৃতা) দেবি বন্দ্যাসে ॥৯॥

মদ। কথং শশিমুখি, বৎসে মে চিরমন্যচিত্ততয়া নাবধারিতাসি ॥১০॥

শশি। দেবি কথং নিদ্রাকুলামিব ভগবতীং তর্কয়ামি ॥১১॥

মদ। বৎসে ইবেতি কথং তথৈব ॥১২॥

শশি। অথ কথমিব ॥১৩॥

নির্ণয় করিতে পারিল না। ইহাতে প্রণয়চতুরা ভৃঙ্গীর পক্ষে সেখানে থাকা অথবা চলিয়া যাওয়া উভয়ই অসম্ভব হইল; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ঘুরিয়াই বেড়াইতে লাগিল।৮॥

শশি। প্রাভাতিক অতি রমণীয় দৃশ্যে ইঁহার চিত্ত অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছে। ইনি আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। (একটুকু অগ্রসর হইয়া) দেবি, বন্দনা করি। (আরও একটু অগ্রে যাইয়া) দেবি বন্দনা করি।৯॥

মদ। কেও, শশিমুখি যে! বৎসে, আমার চিত্তটা কিছুক্ষণ অনন্যমনা ছিল, তাই তোমায় দেখিতে পাই নাই।১০॥

শশি। আমি যেন দেবীকে নিদ্রাকুলার মত দেখিতেছি।১১॥

মদ। নিদ্রাকুলার 'মত' কেন, নিদ্রাকুলাই বটে।১২

শশি। সে কিরূপ?১৩॥

মদ। রাধামাধবয়োরদ্য নিকুঞ্জমধিতিষ্ঠতোঃ।

তত্তৎ কুতুকিতালোকান্নিশেয়মতিবাহিতা ॥১৩॥

শশি। অথ কীদৃশ স্তত্রত্যো বৃত্তান্তঃ ॥ ১৪ ॥

মদ। শৃণু (নয়নে প্রমৃজ্য) বৎসে জানাসি নিকুঞ্জ-

প্রবেশাবধি ॥ ১৫ ॥

শশি। অথ কিং ॥ ১৬ ॥

মদ। তদনন্তরং—

যস্তম্ভো মুরবিদ্বিষঃ সমভবত্তেনাপি তস্যা মনো

মাধ্যস্থং পরিশঙ্কতে ভয়মনোজন্ম-ত্রপানির্ভরম্।

কামেষু-ব্রজপক্ষ-বাতবিসর-প্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা-

দাশ্বাসং হরিণীদৃশো বিতনুতে তস্য প্রকম্পো যদি ॥১৭॥

মদ। শ্রীরাধামাধব নিকুঞ্জ-বিলাসে ছিলেন। সেই লীলা-বিলাসের দর্শ-নের জন্য কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জাগিয়া জাগিয়া নিশি অতিবাহিত করিয়াছি।১৩।

শশি। সেখানকার ব্যাপার কিরূপ ?১৪॥

মদ। তবে শ্রবণ কর, (চক্ষু মুছিয়া), বৎসে, তুমি নিকুঞ্জ প্রবেশাবধি ব্যাপার জান তো ?১৫॥

শশি। আজ্ঞে হাঁ।১৬॥

মদ। তারপরে—শ্রীরাধার সমাগম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও মন স্তম্ভিত হইয়া জড়প্রায় হইল, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা ভয় কাম ও লজ্জাপূর্ণ মনে শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য ভাবের আশঙ্কা করিলেন। এই অবস্থায় কন্দর্পের বাণসমূহের পাখার বায়ু-সঞ্চালনে শ্রীকৃষ্ণের দেহে

শশি। প্রিয়ং মে প্রিয়ং কৃতার্থাস্মি ॥ ১৮ ॥

মদ। ইতঃ পরমপি সুহৃদাং কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥

শশি। অপি নাম দৃষ্টং দেব্যা অন্যদপি ॥ ২০ ॥

মদ। সমস্তমেব ॥ ২১ ॥

শশি। ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মদ। বৎসে—

সাশঙ্কং সমনোভব-প্রহসিতং সাপত্রপং সস্ময়ং
সাসূয়ং সমনোহরাত্মকপদং সপ্রেমসোৎকণ্ঠিতম্।
রাধয়াঃ মধুসূদনস্য চ তদা কুঞ্জে তদাসীদ্রতং
যেনাসীন্মদনেঽপি বিস্ময়-রস-স্নিগ্ধান্তরো নির্ভরং ॥ ২৩ ॥

কন্দর্পের উদয়-জনিত কম্পনে যদি হরিণনয়না শ্রীরাধার হৃদয়ে আশ্বাস না জন্মাইত, তবে শ্রীরাধার আশঙ্কার অবসান হইত না।১৭॥

শশি। কি আনন্দ! কি আনন্দ! কৃতার্থ হইলাম।১৮॥

মদ। ইহার পরে সুহৃদ্‌গণের আরও কৃতার্থতা আছে।১৯॥

শশি। আপনি কি ইহা ছাড়া আরও কিছু দেখেছেন?২০॥

মদ। সমস্তই দেখেছি।২১॥

শশি। তার পর, তার পর!২২॥

মদ। তারপরে কুঞ্জের অভ্যন্তরে শ্রীরাধা-মাধবের রমণ-ব্যাপারে প্রথমতঃ আশঙ্কা, মনোভবের প্রহসিত; বিলাস, লজ্জা, গর্ব্ব, অসূয়া মনোজ্ঞ ব্যাপারে প্রেমময় উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বহুল সঞ্চারী ভাবের উদয় হইয়াছিল। এই সকল ভাবসম্বলিত ব্যাপার এতই বিস্ময়জনক হইয়াছিল যে, স্বয়ং মদনও বুঝি তাহাতে বিস্ময়রসে মুগ্ধ হইয়া বিস্মিত

আহির রাগেণ ॥

মৃদুমঞ্জীর-রবানুগতং গতমনয়া শয়ন-সমীপং।

মধুরিপুণাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দনুরূপম্ ॥

শশিমুখি কিং তব বত কথয়ামি।

রাধামাধব-কেলি-ভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি ॥ ধ্রু ॥

মিলিতমিদং কিল তনু-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।

বিষম-শরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিত-চিরন্তন খেদম্।

হইয়াছিল। শশিমুখি শ্রীরাধামাধবের কেলির কথা তোমায় আমি কি বলিব—সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার।২৩।

গানের গদ্যানুবাদ

শ্রীরাধা মঞ্জীর-রবে শয্যা-সমীপে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে কয়েকপদ চলিয়া শয্যায় গমন করিলেন। দুই তনুর মিলন হইল। সে মিলন অতি অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত! সে যে মিলন হইল, তাহাতে আর ভেদ রহিল না। মদন যেন দুই বস্তুকে একবারে জুড়িয়া দিলেন। * যদিও নখর ও দশন ক্ষতে উভয় তনু ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, প্রবল শ্বাস বহিতেছিল কিন্তু মদনের অশি-

---

* এস্থলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত শ্রীরামানন্দ রায়-কৃত সুপ্রসিদ্ধ গানের কথা স্মরণীয়—

না সো রমণ না হাম রমণী।

দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥

শ্রীচরিতামৃতে এস্থলে মহাভাবের উদাহরণ স্বরূপ যে শ্লোকটী আছে তাহাও স্মরণীয়, উহা এই :—

নখর-রদাবলি-খণ্ডিতমপি গুরুনিশ্বসিতায়ত-ভীতং।

রুদ্রগজাধিপমুদমাতনুতাং রামানন্দরায়-সুগীতম্॥ ২৪॥

শশি। দেবি অসম্বন্ধমিবেদং প্রতিভাতি মাম্॥ ২৫॥

খিল একীকরণে উভয় তনুর চিরন্তন খেদ বিগলিত হইল। শ্রীরামানন্দকৃত এই গান রাজা প্রতাপ রুদ্রের আনন্দ বিস্তার করুক।২৪॥

শশি। দেবি আমার মনে এরূপ ব্যাপার অসম্বন্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।২৫॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

আহির রাগ।

কি কহব রে সখি রাধামাধব-বিলাস।
নিরুপম কেলি কলাকুল অলখিতে ভৈগেল রজনী উদাস॥ধ্রু॥
মৃদু মৃদু মঞ্জীর রব করি সুন্দরী মিলল কান্ত সমীপে।
হরি পুন আদরি কতিপদ অনুসারি রাই ভেটল অনুরূপে॥
মধুর দৃগঞ্চলে নিরখি বর-নাগরী অধরে ঈষত করু হাস।
চতুর সুনাগর করে ধরি নাগরী যতনে আনল নিজ পাশ॥
নিধুবনে মাতল তনু তনু মিটল টুটল চিরন্তন খেদ।
মনসিজ বিশিখ- খিল অন্ত লাগল তনু তনু লখই না ভেদ॥

শ্রীরাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ

যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত ভেদভ্রমম্।

চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে

ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

শ্রীরায় রামানন্দগ্রন্থে আমি ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি।

মদ। কথমিব ॥ ২৬ ॥

শশি। তয়োঃ কথমীদৃশং সৌরতাকৌশলং জাতম্ ॥ ২৭ ॥

মদ। অয়ি সরলে—

উপদিশতি গুরুর্গুরু প্রযত্নাৎ
তদপি চ কালবশাৎ প্রযাতি পাকম্।
ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্ত বিদ্যাঃ
সুরতকলাঃ স্বতএব সম্ভবন্তি ॥২৮॥

চন্দ্রান্তরে সুরত-কেলি-কলাসু তাসু
প্রায়েণ শিক্ষিত ইবৈষ শশী চিরেণ।

মদ। কেন ? ২৬ ॥

শশি। উহাদের এইরূপ রমণ-কৌশল কি প্রকারে সম্ভবপর ? ২৭॥

মদ। ওগো সরলে—গুরু যে বিষয় অতীব যত্ন সহকারে উপদেশ করেন তাহাও কালে কালে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। সকল বিদ্যা সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু সুরত-কলা-কৌশলের শিক্ষকে আবশ্যক হয় না, উহা স্বতঃই সম্ভাবিত হয়।২৮॥

এই সময় চন্দ্র যেন এই সকল সুরত-কলাতে শিক্ষিত হইয়াই কতকটা শিক্ষা-যোগ্যতা সম্পাদন করিবার জন্য পশ্চিমদিগ্‌ বালার-সঙ্গ

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

নখর রদাবলী অলখিত তনু যুগ ঘন ঘন বহই নিশ্বাস।
গুরুতর সমরে তাঁহু বর নাগরী নাগর কহু আশোআশ ॥
শ্রমজলে ভিজল সকল কলেবর রাই ঘুমাওল শ্যাম কি কোর।
যৈছন নব মেঘে মিলল সুদামিনী অলখি লোচন মন ভোর ॥২৪॥

যোগ্যাং ততঃ কিমপি কর্ত্তুমিব প্রকামং
সংসেবতে স্ম চরমাং দিশমাদরেণ ॥ ২৯ ॥

শশি। সম্প্রতি চ কল্যাণিনোঃ—
অভিমত-সুরত-প্রমোদ-লক্ষ্মী-
পরিচয়-নির্বৃতমায়তোশ্চিরেণ।
নখপদ-দশনাঙ্ক-চারু-ভূষা-
ললিততমং বপুরীক্ষিতুং মনো মে ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রবিশতি সত্বরা রাধিকা চাতিদূরে কৃষ্ণঃ।

রাধা। (পুরতোঽবলোক্য আপসন্নাইং দিসা মুহাইং। তা কধং উব্বারিদ সরীরা গমিস্সং। (সত্বরং দ্বিত্রাণি পদানি পরিক্রম্য বলিত-গ্রীবমবলোকতে) ॥৩১॥

সমাদরে সংসেবন করিলেন। (অর্থাৎ পশ্চিম গগনে মিশিয়া গেলেন।২৯॥

শশি। সম্প্রতি কল্যাণকার্য্যশীল শ্রীরাধা ও মাধব স্বীয় স্বীয় অভিমত সুরত প্রমোদ লক্ষ্মীর ফল-স্বরূপ আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাদের এই সময়োচিত নখ-পদ দশন চিহ্ন-স্বরূপ ভূষণালঙ্কৃত সুললিত বপু-দর্শনই আমার মনের সাধ।৩০॥

শশিমুখীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, ত্বরিত পদে প্রথমতঃ শ্রীরাধা এবং তাঁহার কতিপয় পদ দূরে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন।

রাধা। (সম্মুখের দিকে চাহিয়া) দিক্‌সকলের মুখ এখন প্রসন্ন হয়েছে। (অর্থাৎ নিশার অন্ধকার দূর হইয়াছে) এখন অনাবৃত দেহে কিরূপে

কৃষ্ণঃ। (ক্ষণং নির্ব্বর্ণ্য) অহো ভয়-মন্মথ-সম্বলনা মৃগাক্ষী—

দ্বিত্রাণ্যেব পদানি গচ্ছতি জবাৎ দ্বিত্রাণি মন্দং পুন-
স্ত্রাসোৎকম্পনথাপি পশ্যত দিশঃ সাকূতমেতা পুনঃ।
যো ন স্যাদপি গোচরে নয়নয়োর্নে দিষ্টমেতং জনং
সংপ্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মামন্তিকেঽপি প্রিয়া ॥৩২

রাধা। পুনঃ সত্বরং পরিক্রামতি ॥ ৩৩ ॥

মদ। বৎসে পশ্য পশ্য পুরতো রাধিকাং কতিচিদ্দূরে মাধবঞ্চ।
ইয়ং হি—

ন ব্যালাদপি সং বিভেতি পুরতঃ স্থাণো র্যথা দূরতো
নোদ্বিগ্না করিগর্জিতাদপি যথা কাকাবলী-নিস্বনাৎ।

রাই। (এই বলিয়া দুই তিন পদ যাইয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।৩১॥

কৃষ্ণ। (কিঞ্চৎকাল স্থগিত থাকিয়া স্বগত) অহো, এই যে ভয় ও কন্দর্প-ভাব-সম্বলিতা হরিণ-নয়না শ্রীরাধা দুই তিন পা দ্রুতবেগে আবার দুই তিন পা অতি মন্দবেগে ফেলিতেছেন। এই যেন ত্রাসে উৎকম্পিতা, আবার এই যেন ত্রাসের সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছেন; যে জন বাস্তবিকই দৃষ্টি গোচর নয়, তাহাকেই দৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেছেন; আর আমি যে পদে পদেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী, অথচ আমাকে দূরে বলিয়া মনে করিতেছেন।৩২॥

রাধা। দ্রুতবেগে গমন করিলেন।৩৩॥

মদ। বৎসে—দেখ দেখ এই যে রাধা, আর অদূরেই অই কৃষ্ণ। আশ্চর্য্য এই যে ইনি সম্মুখস্থ সর্প দেখিয়া ভীতা নহেন কিন্তু দূরস্থ একটী

নৈবেয়ং তিমিরেঽপি মুহ্যতিতরাং কামং প্রকাশে যথা
তস্মন্যে বিরহেঽপি নৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা ॥৩৪॥

ললিত রাগেণ

অভিমত-গাঢ়মনোরথ-সমুচিত-রতিপতি-সমর-বিশেষে।
বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-বিস্মৃত-চেতসি বলদভিলাষে॥
লুলিতমনোহরদেহা।
কথয়তি পরিচয়মিয়মতি নিপুণং মৃদুপদকমল-লবেহা ॥ধ্রু॥
কুসুম-শরাসন-শর-নিকর-ধ্বনি-মণিত-মনোহর-ঘোষে।
গুণপরিপাটিতয়া পরিকল্পিতনখ-দশন-ক্ষত-দোষে॥

স্থাণু (মুড়া গাছ) দেখিয়াই ভীত চকিত হইতেছেন। হস্তীর গর্জ্জনেও ইহার ভয় নাই, অথচ কাকধ্বনিতেই ভীতা; অন্ধকারে ইহার কোনও আশঙ্কা নাই, কিন্তু আলোক দেখিয়াই ভয় পাইতেছেন, আরও কথা এই যে ইনি এখন কান্তার মিলনেই ভীতা,—কিন্তু বিরহে এখন আর ভীতা নহেন। ইঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে অভিনব-প্রণয়ে অনুরাগরূপ মদন-সমরে ইঁহার দেহ যেন লুলিত হইয়া পড়িতেছে।৩৪॥

গানের গদ্যানুবাদ।

এই সময়ে বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-পরিহত চিত্তে বলবদভিলাষের উদ্রেক হয়, ইহাতে কুসুমশরাসনের শরসমূহের শব্দ রতিকুঞ্জনে প্রকাশ পায়। নখদশনাদির আঘাতে অঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত হয় বটে কিন্তু সে সকল দোষ এই সময়ে গুণরূপেই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধার রতিশ্রান্ত দেহও মৃদুপদকমলের মৃদুল বিন্যাসেই এই

গজপতিরুদ্রনরাধিপ-বিদিতে রসিকজনাহিত-তোষে।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥৩৫॥

মদ। তদতিভয়ে কাতরেয়ং বৎসা। তৎ উপসৃত্য সংভাবয়াম স্তাবদেনাম্ ইতি (উপসৃত্য) বৎসে স্বাগতং তে ॥ ৩৬ ॥

রতিকলা কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। রামানন্দ রায়-ভণিত এই নির্দ্দোষ গীত গজপতিরুদ্রের সুবিদিত ও রসিক জনের পরিতোষ জনক; ভক্তগণ ইহাতে মনোনিবেশ করুন। ৩৫॥

মদ। বৎসে শ্রীমতী রাধা অতি ভয়-কাতরা; চল আমরা নিকটে গিয়া ইহাকে আশ্বস্তা করি। (এই বলিয়া নিকটে গিয়া) বৎসে ভাল আছ তো? ৩৬॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ।

ললিত রাগ

রাধা মধুর-মনোহর দেহা।
নখর রদাবলী চিহ্ন কলেবর কনক কমলে যেন সিন্দূর রেহা॥
জাগয়ি রজনী ঝুমত বর মোহিনী চলিতে চরণে মণি নূপুর বাজে॥
কিঙ্কিণী বলিত সুমোহন মণ্ডিত মণিময় বলয় বিরাজে॥
শিথিলিত কুন্তল বলিত পটাঞ্চল পরাজয় মন্মথ-সমর-বিশেষে।
বিজয় সুনাগর হেরি বর নাগরী সখীগণে কহে দীন লোচন দাসে ॥১৫

ভৈরবী রাগ

দেখ দেখ সখি অয়ে শশিমুখি ঐ দেখ রাই শ্যাম।
নিশি জাগরণে বদন মলিন তভু জিতে শত কাম॥ ধ্রু॥
ঢুলিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া চাহয়ে অলসে মুদিত আখি।
রতি রঙ্গ রসে সমর-বিশেষে জয় পরাজয় দেখি॥

রাধা। (সসম্ভ্রমবলোক্য) অএ কধং এষা দেঈ (সলজ্জ বন্দতে) ॥৩৭

নেপথ্যে কলকলঃ। অব্রহ্মণ্যং অব্রহ্মণ্যং। (সর্ব্বাং শ্রুতি-মভিনয়ন্তি)॥ ৩৮॥

পুনর্নেপথ্যে।

শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাঞ্চলেন চ বলাদেষ ক্ষমামুল্লিখন্
কল্পান্তস্তনয়িত্নুগর্জিত-ঘনধ্বানৈর্দ্দিশো দারয়ন্।
উল্কার্চ্চিঃ-প্রতিমল্লমক্ষিযুগলং ক্রোধাদিবান্দোলয়ন্
এষ ব্যাপদি মজ্জয়ন্ ব্রজমভূদ্দেবাদরিষ্টোঽগ্রতঃ॥

অয়ে কথমেষা দেবীতি ॥৩৭॥

রাধা। (সসম্ভ্রমে) দেবি এ সময়ে আপনি এখানে! (এই বলিয়া সলজ্জভাবে বন্দনা করিলেন)। ৩৭॥

(নেপথ্যে কল কলধ্বনিতে) "কি দৌরাত্ম্য! কি দৌরাত্ম্য! (সকলেই এই ধ্বনি শ্রবণের ভাব দেখাইলেন)।৩৮॥

পুনর্ব্বার নেপথ্যে

এই যে সম্মুখে ভীষণ অরিষ্টাসুর উপস্থিত। এই অরিষ্টাসুর শৃঙ্গ ও খুরগুলির দ্বারা বলপূর্ব্বক মহীকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে,

---

(পদ—পূর্ব্বাংশের পর)

মনসিজ বাণ নখর দশন তাহে সুঅঙ্কিত তনু।
উদয় অচলে যেন এক কালে প্রকাশিল শশী ভানু॥
ভয়েতে কাতর চলয়ে সত্বর দেখিয়া উপজে হাস।
তরুণ তরঙ্গে মগন হইয়া লোচন মন উল্লাস॥ ৩৫॥

(সর্ব্বে নিকুঞ্জোদরে আত্মানমপবার্য্য পশ্যন্তি) ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । (সাটোপমুপসর্পন্) অভয়ং ঘোষ-নিবাসিনাম্ ।

সগর্ব্বং বাহুমুদ্যম্য—

প্রলয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দে দশদিগকে যেন বিদীর্ণ করিতেছে, ক্রোধে নয়ন-যুগল উল্কাগ্নি শিখাসদৃশ বিস্ফুর্জ্জিত ও আন্দোলিত করিতেছে, ব্রজভূমিকে যেন বিমর্দ্দিত করিতে করিতে এই অরিষ্টাসুর অগ্রসর হইতেছে । ৩৯

কৃষ্ণ । (বীরগর্ব্বে বাহিরে আসিয়া) ব্রজবাসিগণ, তোমাদের কোনও ভয় নাই ॥ ৪০ ॥

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পদ ।

ত্রিপদী ।

সিন্ধুড়া রাগ

হেন কালে বৃষাসুর   প্রবেশি গোকুল পুর   মহাসুর করে মহামার ।
শৃঙ্গ অগ্রে খুরাঙ্কলে   পৃথিবী খনন করে   দেখি লোকে করে হাহাকার ॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি   তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি   দশ দিক্ কম্পে থর থর ।
প্রভাতের দিবাকর   চক্ষু দেখি লাগে ডর   নিশ্বাসে বহিয়া যায় ঝড় ॥
ক্রোধেতে কম্পিত গা   ধরণী না ধরে পা   মহাবল ঘোর পরাক্রম ।
তনু উচ্চ গিরিবর   ঘোরতর ভয়ঙ্কর   সমরে তিলেক নাহি শ্রম ॥
হেরি ব্রজবাসিগণ   অঙ্গ করি আচ্ছাদন   লুকাইল কুঞ্জের ভিতরে ।
হেরি হরি মৃদু হাসি   ব্রজবাসী আশ্বাসি   প্রবেশিল সমর ভিতরে ॥
প্রবল অসুর দুষ্ট   কৃষ্ণে হেরি হইল রুষ্ট   শৃঙ্গপাণি সাজে মারিবারে ।
দেখি গোপ গোপীগণ   উচ্চ করে ক্রন্দন   আশ্বাসয়ে নন্দের কুমারে ॥৩৯॥

দৃপ্যদ্দানবশীর্ণশৈল বলয়-ক্ষৌণী মহালম্বনে

বৈরিব্যাকুল-শক্র-শান্তিকমখ-প্রোদ্দামযূপেঽপি চ।

অস্মিন্ কৃষ্ণভুজেঽপি জাগ্রতি ভয়ং নিত্যং তদেকাশ্রয়ান্

ঘোষস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি।

ইতি সাটোপং পরিক্রামতি ॥ ৪১ ॥

নেপথ্যে। ভোঃ কষ্টং কষ্টম্ ॥

যাভ্যাং গিরিণামপি শৃঙ্গবন্ধঃ

সোঢ়ুং স্বশক্তেন বিদারিতাস্তে।

তয়োরনেনোৎপল-কোমলাঙ্গো

লক্ষীকৃতো বালতনু র্মুকুন্দঃ ॥ ৪২ ॥

(সগর্ব্বে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক) আমার এই বাহুযুগল, দৃপ্ত-দানবগণ দ্বারা শীর্ণ সশৈলবনমহীর অবলম্বন, ও বৈরিব্যাকুল ইন্দ্রের শান্তিকারক, যজ্ঞের সমুন্নত যূপবিশেষ! আমার এই ভুজযুগল নিত্য জাগ্রত থাকাতেও কি আমার একান্ত আশ্রিত ব্রজবাসীদিগকে কোনও ভয় স্পর্শ করিতে পারে? এযে আমার প্রাণ লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইয়াছে। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সগর্ব্বে পদ-সঞ্চারণ) ॥ ৪১ ॥

নেপথ্যে

কি কষ্ট কি কষ্ট। পর্ব্বতগুলির উচ্চ শৃঙ্গ দেখিয়া যে অরিষ্টাসুর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শৃঙ্গদ্বারা পর্ব্বত গুলিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, এই নীলকমলের ন্যায় কোমলাঙ্গ বালক শ্রীকৃষ্ণকে সেই অসুর সেই শৃঙ্গ দ্বারা আহত করার জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ৪২॥

(বিলোক্য মদনিকা সাশ্রুং ॥)

অদ্য ক্ষৌণি সহস্ব ভারমতুলং দেবা জয়াশা কুতঃ

শ্রীদেবি ব্রতমাচর ব্রজজনাঃ ক্বানন্দবার্ত্তাপি বঃ।

মাতর্দ্দেবকি* কিং ভবিষ্যসি গতানন্দাদয়ো রাধিকে

শূন্যং তে জগদদ্য জাতমধুনা হা হা হতাঃ স্মো বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (শ্রুতিনভিনীয় সাতঙ্কং) হদ্ধি মহ মন্দ ভাইণীএ এআরিসং দুদ্দেব্ব বিলসিদং জাদং ॥ ৪৪ ॥

শশি। সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি এষ খলু মুকুন্দঃ ॥ ৪৫ ॥

হা ধিক্ মম মন্দ ভাগিন্যা এতাদৃশং দুর্দ্দৈব বিলসিতং জাতং ॥ ৪৬ ॥

মদ। (সজল নয়নে) হে পৃথিবি, আজ হইতে তোমাকে অসহনীয় অতুল ভার বহন করিতে হইবে, হে দেবতাগণ, আর তোমাদের জয়ের আশা কোথায়? লক্ষ্মী দেবি আপনি ব্রত আচরণ করুন, ব্রজ-জনগণ, তোমাদের আনন্দের বার্ত্তা আর কোথায় রহিল, মাতঃ দেবকি (যশোদে) (যশোদার অপর এক নাম দেবকী*) তোমার দশা এখন কি হইবে, হে নন্দপ্রভৃতি, ব্রজবাসিগণ তোমরা গতপ্রায় হইলে, হে রাধিকে আজ হইতে তোমার পক্ষে জগৎ শূন্য হইল। হায় হায় আমরা একবারেই হত হইলাম। ৪৩।৪৪ ॥

শশি। সখি ভয় নাই ভয় নাই—এই যে মুকুন্দ।৪৫॥

* "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ" ইতি পুরাণ- বচনাৎ দেবকীত্যত্র যশোদৈবেতি জ্ঞেয়া।

নেপথ্যে।

যত্রোন্মীলতি মীলিতং ত্রিভুবনং যত্রোন্নমত্যানতং
যস্মিন্ ভ্রাম্যতি ন ভ্রমন্তি বিয়তি প্রায়েণ বাতা অপি।
ক্ষিপ্ত্বা কন্দুক-লীলয়া তমধুনা বৃন্দাবনাদ্দূরতো
হত্বারিষ্টমরিষ্টমেতদকরোৎ শ্রীমান্ মুকুন্দো জগৎ ॥২৬॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।

সর্ব্বাঃ। সস্পৃহমালোকয়ন্তি ॥ ২৭ ॥

মদ। অহো রমণীয়কং জয়শ্রীভূষণস্য বৎসস্য। তথাহি—
বিশ্রস্তালক-বল্লরী পরিমিলৎস্বেদোদ-বিন্দূৎকর-
ব্যালিপ্তালিকচন্দনঃ ক্রমগলৎকেকিচ্ছদোত্তংসকঃ।

নেপথ্যে

যে অরিষ্টাসুর নয়ন উন্মীলন করিলে ত্রিজগৎ নিমীলিত হয়, যে উন্নত হইলে ত্রিভুবন বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, যাহার ভ্রমণে গগনে সমীরণের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে, আজ শ্রীগোবিন্দ কন্দুক-খেলার ন্যায় সেই অরিষ্টাসুরকে বৃন্দাবন হইতে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিহত করিয়া ত্রিভুবনকে উৎপাত-উপদ্রব হইতে বিমুক্ত করিলেন।২৬॥

কৃষ্ণের প্রবেশ সকলের সতৃষ্ণ নিরীক্ষণ

মদ। অহো, বৎস জয়শ্রী-ভূষিত হইয়া আগমন করিয়াছেন, এদৃশ্য কি রমণীয়! উহার আলুলায়িত অলকাগুলি ঘর্ম্মবিন্দুর সহিত মিশিয়াছে, ঘর্ম্মবিন্দুসমূহে কপালের চন্দনবিন্দুগুলি অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছগুলি এলোমেলো হইয়াছে, উহার পদবিন্যাসে উৎক্ষিপ্ত ধূলিসমূহ অঙ্গরাগের শোভা ধারণ করিয়াছে।

পাদক্ষেপ-সমুচ্ছলৎক্ষিতিরজো রম্যাঙ্গ-রাগশ্চিরাং
আনন্দং বিতনোত্যয়ং নয়নয়োরাবির্ভবন্মাধবঃ ॥ ৪৮ ॥

(উপসৃত্য) দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি বৎস জয়শ্রীস্বয়ম্বরা-
লিঙ্গতঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (দৃষ্ট্বা সহর্ষং) দেবি স্বাগতং তে ॥ ৫০ ॥

মদ। স্বাগতমধুনা বৎসেন জয়শ্রীভূষণেন দৃষ্টেন। তদ্বৎস ক্ষণমিহ বকুল-পাদপোপবীথ্যাং বিশ্রাম্যতাম্ ॥৫১॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং দেব্যৈ ইত্যুপবিশতি ॥ ৫২ ॥

মদ। (সস্নেহমঙ্গং স্পৃশতি) বৎস কৃতদুষ্করকর্ম্মণঃ কিমপি পারিতোষিকং দিৎসামি ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। যদভিরুচিতং দেব্যৈ। ৫৪ ॥

মদ। (নিষ্ক্রম্য রাধামাদায় প্রবিশ্য) বৎস—

শ্রীগোবিন্দ এইরূপে আমার নয়নানন্দ বিধান করিতেছেন। সৌভাগ্য ক্রমে বৎসকে এইরূপ জয়শ্রী ভূষিত দেখিতে পাইলাম।৪৮।৪৯॥

কৃষ্ণ। (হাসি পূর্ব্বক) দেবী ভাল আছেন তো ?৫০॥

মদ। বৎসকে যে জয়শ্রীভূষিত দেখিতে পাইলাম, ইহাই আমাদের কুশল। বৎস, এই বকুলপাদ-বাথাতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর।৫১॥

কৃষ্ণ। দেবীর যাহা অভিরুচি (এই বলিয়া উপবেশন) ৫২॥

মদ। (সস্নেহে অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে) বৎস তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, বল দেখি আমি তোমায় কি পারিতোষিক দিব ?৫৩॥

কৃষ্ণ। দেবীর যাহা অভিরুচি।৫৪॥

নবাভিসঙ্গ-বিধুরাং ত্রাসোন্মীলিতলোচনাং।
মধুরালোকনৈনৈনাং সম্ভাবয় চিরাদিব ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্পৃহমালোকয়তি ॥ ৫৬ ॥

মদ। বৎসে—ক্রূঢ়-সঙ্গর-পরিশ্রমোল্লসৎ
স্বেদ-বিন্দু-নিকরৈঃ করম্বিতম্।
অঞ্চলেন নিজবাসসঃ প্রিয়ং
বীজয় প্রিয়গিরাভিনন্দ্যচ ॥ ৫৭

রাধা। সস্পৃহং বীজয়তি ॥ ৫৮ ॥

মদ। ইতঃ পরং কিন্তে প্রিয়ং সম্পাদয়ামি ॥ ৫৯॥

কৃষ্ণঃ। দেবি ইতঃ পরং কিমপি প্রিয়মস্তি ?
পঞ্চেষোর্বিশিখাবলীভিরভিতো নিস্তক্ষ্যমাণেন চেৎ।
আনন্দৈকনিদানমেণনয়না প্রাপ্তা প্রসাদাত্তব ॥
ভূয়ঃ সেয়মলম্ভি কাচন দৃশোঃ পীযূষ-ধারা ময়া
কিম্বাতঃ পরমস্তি দেবি ভুবনে কিঞ্চিৎ প্রিয়ং মাদৃশাম্ ॥ ৬০

মদ। (নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক রাধাকে আনিয়া) বৎস, এই নবসঙ্গ-বিধুরা ত্রাস-নিমীলিতনেত্রা শ্রীরাধাকে চিরদিন মধুর দৃষ্টিতে আশ্বস্তা করিও। ৫৫॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে সস্পৃহ নিরীক্ষণ)। ৫৬॥

মদ। বৎসে, ক্রূর দৈত্যের সঙ্গে সমর-শ্রমে ইনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছেন, ইঁহাকে প্রিয় বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া নিজ বসনাঞ্চলে বাতাস দাও। ৫৭॥

রাধা। (সস্পৃহ ব্যজন)। ৫৮॥

মদ। ইহার পরে তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিব। ৫৯॥

কৃষ্ণ। দেবি, ইহার পরে আর আমার প্রিয় কি হইতে পারে? পঞ্চবাণের শরাঘাতে আমার তনু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছিল। এই অবস্থায় আপনার প্রসাদে এই আনন্দ-নিদানস্বরূপিণী মৃগ-নয়না

মঙ্গল গুজ্জরী রাগেণ

পরিণত-শারদ-শশধর-বদনা।
মিলিতা পাণিতলে গুরু-মদনা!
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলিতমনুদিষ্টম্॥ ধ্রু॥
পিক-বিধু-মধু-মধুপাবলি-চরিতং!
রচয়তি মামধুনা সুখ-ভরিতম্॥
প্রণয়তু রুদ্র-নৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দ-ভণিত হরিরমিতম্॥ ৬১॥

শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম—ইনি আমার নয়নের অমৃত ধারা। ইহা অপেক্ষা ত্রিভুবনে আমার আর অধিক প্রিয় কি হইতে পারে? ৬০॥

গানের গদ্যানুবাদ

আজ প্রবলমদনা শারদশশধর বদনাকে আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত হইলাম। ইহার উপরে আমার আর কি প্রিয় আছে। আজ বোধ হয় বহুতর সুকৃতির ফল ফলিত হইল। এখন কোকিল গণ, চন্দ্র, বসন্ত ও ভ্রমরগণ আমাকে ভরপুর সুখ প্রদান করুক। শ্রীহরি গজপতি রুদ্র রাজার হৃদয়ে অমিত অমৃত সুখ প্রেরণ করুন। ৬১

গুজ্জরী রাগেণ

নির্ম্মল শারদ শশধর-বদনী। বিদলিত-কাঞ্চন নিন্দিত-ধরণী॥ ধ্রু॥
পিক-রুত-গঞ্জিত-সুমধুর বচনা। মোহনকৃতকরি শত শত মদনা॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত ভজবারম্॥
চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং। তব কৃপয়াপি ফলিত মনোঽভিষ্টম্॥
ইদমস্তু কিং মম যাচিতমস্তি। নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিক-হৃদয়-সুখমমিতং। লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম্॥৬২॥

তথাপীদমস্তু—

শ্রদ্ধাবদ্ধমতির্মম প্রতিদিনং গোপাল-লীলস্য যঃ
সংসেবেত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধীঃ।
তস্মিন্ মদ্গতমানসে কিল কৃপা দিন্ট্যা ভবত্যা সদা
ভাব্যং যেন নিজেপ্সিতাং ব্রজবনে সিদ্ধিং সমাপ্নোতি সঃ ॥৬২

মদ। তথাস্তু ॥ ৬৩ ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ শ্রীরাধা সঙ্গমোনাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

ইতি শ্রীরামানন্দ রায়-বিরচিতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাম নাটকং

সমাপ্তং ॥ * ॥

দেবি আপনার প্রসাদে আমি পরম প্রিয় বস্তু লাভ করিলাম তথাপি বাঞ্ছনায় এই যে যে ব্যক্তি আমার এই গোপাল-লীলার অমৃত অতুল রহস্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিদিন সেবা করিবেন, সেই মদ্গত-চিত্ত ভক্তের প্রতি আপনি কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন, যেন তিনি ব্রজবনে তাঁহার চির বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।৬২॥

মদ। তথাস্তু (সকলের প্রস্থান।) ৬৩.৬৪॥

ইতি শ্রীরামানন্দ রায় কৃত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের

রাধা সঙ্গম নামক পঞ্চম অধ্যায়ের—

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-কৃত বঙ্গানুবাদ।

সম্পূর্ণ